

ଶ୍ରୀଃ ସଂସ୍କୃତ

୧୯୨୯

ଭବାନୀପୁର : କଲିକାତା।

প্রাপ্তিস্থান :

৪৫ নং এল্গিন্ রোড, কলিকাতা ।

সেণ্ট্ মেরী মণ্ডলীর কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক

৪৫ নং এল্গিন্ রোড হইতে প্রকাশিত ।

[১ম সংস্করণ (১০০০ কপি) ... ১৯২৫]

[২য় ” ” ... ১৯২৯]

উপাসনা প্রেস, ১৪-এ শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট,

ইন্টালী, কলিকাতা হইতে

ত্রি.সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ।

ত্রিষ্ট-সঙ্গীতের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াতে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইল। ১ম সংস্করণের কয়েকটি গান এবার বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং কতকগুলি নূতন গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাঁহাদের রচিত গান এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভবানীপুর
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী।

—

বিষয় সূচী

গীত সংখ্যা ।

প্রাতঃকাল	...	...	১—৫
সান্নিকুল	...	...	৬—৯
প্রভুর দিন	...	...	১০—১৩
আগমনী	...	...	১৪—২২
খ্রীষ্টের জন্মোৎসব	...	...	২৩—২৯
এপিফানী ও খ্রীষ্টের পার্থিব জীবন	...	...	৩০—৩৭
মহোপবাস ও অন্ত্যেষ্ট	...	...	৩৮—৫১
খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু	...	...	৫২—৬৯
খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ	...	...	৭০—৭৯
পবিত্র আত্মা	...	...	৮০—৮৩
পুণ্য দ্বিত্ব	...	...	৮৪—৮৫
ত্রিঐক্যনাম	...	...	৮৬—৯১
সাধুদিগের পক্ষ	...	...	৯১—৯৬
শস্ত্রোৎসর্গ পক্ষ	...	...	৯৭—৯৮
নববর্ষ	...	...	৯৯—১০২
রাজ্যবিস্তার	...	...	১০৩—১১৫
চেতনা ও আত্মান	...	...	১১৬—১২৯
প্রশংসা ও ধন্যবাদ	...	...	১২৫—১৩৯
ধ্যান ও প্রার্থনা	...	...	১৪০—২২২
আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর	...	...	২২৩—২৩৮

গীত সংখ্যা ।

সাক্ষ্য	...	...	২৩৯—২৪৮
পবিত্র বাপ্তিস্ম	...	...	২৪৯—২৫৩
পুণ্য সহভাগ	...	...	২৫৪—২৬৭
পবিত্র বিবাহ	...	...	২৬৮—২৭২
পরলোক	...	...	২৭৩—২৭৬
শিশুদের গীত.	...	...	২৭৭—২৮২
প্রশংসা—উপাসনা শেষে	...	...	২৮৩

সূচীপত্র

	রচয়িতা ।	গীত সংখ্যা ।
অধম পতিত জনে	আলাউদ্দিন খাঁ	... ১৪০
অন্তর মম বিকশিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৪১
অন্ধজনে দেহ আলো	ঐ	.. ১৫২
অপার মহিমা তব	তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়	... ১২৫
অপূর্ব প্রেমে প্রভু	রামচরণ ঘোষ	... ১২৩
অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	... ৮
অক্ষয় আনন্দ ধামে	চণ্ডীচরণ গুহ	... ১৪৪
আকুল আবেগে প্রাণ	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ১২৯
আগুনের পরশমণি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৮২
আচ্ছ হিয়ার মাঝারে	(পরিবর্তিত)	... ১৫৩
আজি আজি বিভূরে	যদুনাথ সোম	... ২৮৩
আজি এ প্রভাতে জাগ	প্রভাকর দাস	... ১০২
আজি এ শিশুর তুমি	অমৃতলাল গুপ্ত	... ২৫৩
আজি এসেছি কাতর	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ১৪৫
আজি দেবদূত গাইছে	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ২৫
আজি পবিত্র বাসর	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ১২
আজি প্রণমি তোমারে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৮৪
আজি প্রশংস তাঁহায়	সুবোধচন্দ্র সরকার	... ৮৫
আনন্দধ্বনি জাগাও	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.. ১১২
আমায় কর হে তোমাময়	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ১৪৩
আমায় শুধু সে শক্তি	ঐ	... ১৫০
আমার এ জীবনে	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ১৪৯
আমার এ ঘরে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৮৯
আমাব এই যাত্রা	ঐ	... ২২৮

রচয়িতা	গীত সংখ্যা ।
আমার কি হবে উপায়	ত্রৈলোক্যনাথ সান্তাল ... ৩৮
আমার গতি কি হবে	অধোধ্যানাথ পাকড়াশী ... ৪১
আমার জীবন বীণারে	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে ... ১১০
আমার প্রাণ তাঁরে চায়	অমৃতলাল নাথ ... ১৪৭
আমার মাথা নত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৫১
আমার মিলন লাগি	ঐ ... ২১
আমার যে সব দিতে	ঐ ... ২২৩
আমার বিচার তুমি	ঐ ... ৩৯
আমার হিম্মার মাঝে	ঐ ... ১৫৪
আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে	অতুলপ্রসাদ সেন ... ২৩০
আমারেও কর নার্জনা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪৭
আমি অকৃতী অধম	রজনীকান্ত সেন ... ২৪৮
আমি ক্রোধবজা স্বক্কে	শ্রীশচন্দ্র দে ... ১১৩
আমি চাহি নাকো প্রভু	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে ... ১৭৫
আমি দুঃখে সুখে সদা	অজ্ঞাত ... ২৪৫
আমি সহজে মিলিত	অজ্ঞাত ... ২২
আমি সংসারে মন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৭২
আহা কিবা সুপ্রভাত	যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস ... ৭৩
আহা ধন্য সেই জন	ব্রজলাল গাঙ্গুলী ... ১৭৪
আখিজল মুছাইলে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১২৯
আধার ঘন কুহেলারূত	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে ... ২৪৩
উঠ ভক্ত উঠ বীর	বতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস ... ১০৯
এই ক'রেছ ভাল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ২০৫
এই ত হৃদয়ে রে	পুণ্ডরীকানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ১৫৫
এই মলিন বস্ত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৭৬
এই লভিলু সঙ্গ	ঐ ... ২৬২
একবার বল যীশু	অমৃতলাল নাথ ... ৪০
একি মোহন দেউল	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ... ১৫৬
এ ঘোর তামসী নিশায়	অমৃতলাল নাথ ... ৫২

রচয়িতা বা রচয়িত্রী ।

গীত সংখ্যা ।

এ জগতের মাঝে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৫৭
এত দিনে এ জীবনে	যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস	...	২৫৪
এ দীন তোমারে চাহে	শ্রীশচন্দ্র দাস	..	৪৮
এনেছি শিশুরে যীশু	মুক্তকেশী নাথ	...	২৪৯
এমন সুহৃদ ত্রাতার	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	..	২৩৯
এলাম তব দ্বারে	গগনচন্দ্র দত্ত	..	১৩
এবার সেই ভাবে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	১৮৫
এস এস হৃদয় মন্দিরে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী		১৫
এস পুরবাসী	(পরিবর্তিত)	..	২৯
এস প্রাণভরা স্তবে	বীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১০০
এস মন-মন্দিরে	রামকৃষ্ণ কবিরাজ	...	১৭
এস মৃত্যু বিজয়ী	বতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	...	৭৬
এস সবে ভয় রবে	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	...	১২৭
এস হে জগতারণ	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৭১
এস হে পবিত্র আত্মা	ঐ	...	৮১
ঐ আসন তপোর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৬
ঐ যে ঐ দেখ রে	ঈশানচন্দ্র দাস	..	৫২
ঐ যে দেখা যায়	শ্রীশচন্দ্র দে	..	২৭৫
ও কি নাম শুনলাম	অমৃতলাল নাথ	...	৮৬
ওহে জগত কারণ	অতুলপ্রসাদ সেন	.	২৭০
ওহে দয়াময় তোমার	নীলমণি চক্রবর্তী	...	১৮৭
ওহে ধর্মাত্মন পাপীর	অমৃতলাল নাথ	..	৮০
ওহে পতিত পাবন	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৬৩
ওহে পাতকী জন	প্যারীমোহন রুদ্র	..	১১৮
ওহে ভক্তের জীবনের	(সঞ্জীবনী সূধা সঙ্গীত)	...	১০
কত অজানারে জানাইলে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৮
কতদিনে হবে সে প্রেম	(পরিবর্তিত)	...	১৯০
কর পিতা আমাদের	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	...	২৮১
করি নিবেদন	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৫৮

করে তব মহিমা প্রচার	আলাউদ্দিন খাঁ	...	১
কবে এ হৃদয় নাথ	অমৃতলাল নাথ	...	১৯২
কাজাল গেহের মহান	যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	...	৩৩
কাঁহারে সাঁপিব মন	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৩৩
কাঁদে যীশু পিতা ব'লে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাল	...	৫৫
কি অপরূপ রূপ নাথ	অমৃতলাল নাথ	...	৬০
কি অপূর্ণ প্রেম	প্রেমচাঁদ নাথ	...	৩৭
কি আশ্চর্য্য প্রেম	রাজকৃষ্ণ বসু	...	২৪০
কি মধুর নাম তব	অমৃতলাল নাথ	...	৮৭
কে আর আছে নাথ	ঐ	...	১৯৩
কে জানে কোন্ রূপ ধ'রে	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৬
কেড়ে লও কেড়ে লও	পুণ্ডরীকানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	১৫৯
কেন পিতা ত্যজিলে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাল	...	৬৪
কেন রে ভাবনা	মথুরানাথ বসু	...	২২৩
কেন বঞ্চিত হব	রজনীকান্ত সেন	...	১৮২
কেন হে কি দোষে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাল	...	৬৩
কেন হেরি আজ জগত	দুর্গাকান্ত চক্রবর্তী	...	৬১
কেমনে ভুলিব তারে	অমৃতলাল নাথ	...	২২৪
কে যাবে কে যাবে	ঐ	...	১১৯
কেঁদনা আমার তরে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাল	...	৬৬
কোন আলোতে প্রাণের	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯২
কৃতাজলিপুটে চরণে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৬০
ক্রুশ কাছে সর্বক্ষণ	অমৃতলাল নাথ	...	৪১
ক্রুশের সৈনিক তব	ঐ	...	১২০
খুলে গেল স্বর্গধামের	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৬০
খোল খোল দ্বার	কালীনাথ ঘোষ	...	৫১
খীষ্ট থাক মম সাথে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৬৪
গেৎশিমানী বনে	হেমচন্দ্র কবিরাজ	...	৫৩
চির তব অনুগামী	যাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	...	২২৫

	রচয়িতা বা রচয়িত্রী	গীত সংখ্যা ।
ছোট শিশু মোরা	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	... ২৭৮
জগত জীবন ধনে	প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	... ৬২
জগত যত পার	অমৃতলাল নাথ	... ২২৬
জনমিল যীশু পুণ্য	ত্রৈলোক্যনাথ সান্তাল	... ২৩
জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	... ৭০
জয় জয় রবে গাব	শ্রীশচন্দ্র দাস	... ১২৮
জয় নিত্যাশ্রয় নিত্যানন্দ	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ১৩১
জয় প্রভু যীশু জয়	গগনচন্দ্র দত্ত	... ২৮
জয় যীশু গুণনিধি	ত্রৈলোক্যনাথ সান্তাল	... ১৩৯
জয় রাজ-রাজেশ্বর	(গীতাবলী)	... ১৩৩
জাগো সকলে	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৩
জানি হে যবে প্রভাত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২৭৪
জীবন আমার কর	প্রিয়দর্শনা দেবী	... ২৭৯
জীবন বখন শুকায়ে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৭৭
জীবনে আমার যত	ঐ	... ১৭৩
জীবন্ত ঈশ্বর এই	দুর্গাচরণ রায়	... ২৪৬
ডাকিছ কে তুমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৪২
ডেকেছেন প্রিয়তম	ঐ	... ১২১
তাই তোমার আনন্দ	ঐ	... ২০
তাপিত হৃদয়ে আজি	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২৫২
তারকার সম তেজে	ষাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	... ৯১
তিমিরময় নিবিড়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৯৩
তুমি এবার আমার	ঐ	... ১৯৪
তুমি ধন্য তুমি ধন্য	চন্দ্রকুমার সরকার	.. ১৩৪
তুমি ধন্য ধন্য হে	(পরিবর্তিত)	... ৯৭
তুমি মম পালক	রজনীকান্ত গুহ	... ১৩৭
তুমি হে ভরসা মম	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২৩১
তুমি হে স্বর্গীয় মাতা	ভবানীচরণ চৌধুরী	... ২৫৫
তোমায় ছেড়ে কোথায়	ব্রজলাল গাঙ্গুলী	... ১৬১

তোমায় ভুলিতে পারি না	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৯৮
তোমার অসীমে প্রাণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৭৩
তোমার পতাকা ধারে	ঐ	...	২৫০
তোমারি ইচ্ছা হউক	ঐ	..	১৪২
তোমারি গেহে পালিছ	ঐ	...	২৮০
তোমারি নাম বলবো	ঐ	...	৮৯
তোমারি প্রেম সতত	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	২২০
তোমারি মধুর রূপে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৮
তোমারে ছাড়িয়ে প্রসাদ	আলাউদ্দিন গাঁ	...	১৯৫
তোমারে না পেলে	ঐ	...	১৯৭
তোমারেই করিয়াছি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৬২
তোমারেই যেন সবার	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১০৭
তোরা শুনিস্ নি কি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৪
ত্রাণ যদি পাবে	শিবনাথ শাস্ত্রী	...	১১৭
থাক মম সাথে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৬
দয়া দিয়ে হবে গো	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪৩
দয়াল যীশু হে	(পরিবর্তিত)	...	১৬৩
দাও হে আমার ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৬৪
দিবা অবসান হ'লো	অমৃতলাল গুপ্ত	...	৯
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু	(পরিবর্তিত)	...	২৬৫
দুইটি হৃদয়ে একটা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৭১
দুঃখে অনাহারে বিপদ	অজ্ঞাত	...	২০০
দুঃখের বেশে এসেছ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২০১
দুঃজনে যেথায় মিলিছে	ঐ	... ^৫	২৬৮
দেখরে পাপীর তরে	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	...	৫৬
দেখিয়া ধর্মের ঘরে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্তাল	...	৩৬
ধন্ত ঈশ্বর নন্দন	রামধন মুখোপাধ্যায়	...	১৩৫
ধন্ত দয়াময় প্রভু	ত্রৈলোক্যনাথ সান্তাল	...	৬৫
ধন্ত ধন্ত ধন্ত আজি	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০৫

	রচয়িতা ।	গীত সংখ্যা
ধন্য যারা শুদ্ধ চিত	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	... ৩৫
ধন্য তোমার ত্যাগ	যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	... ১০৮
ধায় যেন মোর সকল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২৩৮
নাথ তুমি সর্বস্ব	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	... ২৩২
নামে কত সুখা	কালীনাথ ঘোষ	... ৯০
নিকটে দেখিব তোমারে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৬৫
নিশীথ শরনে ভেবে	ঐ	... ২০২
নীল নিবিড় নীরদ	দীপেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ২৪
পরম মঙ্গলদাতা	ভবানীচরণ চৌধুরী	... ৮৩
পরানে পরানে মিলে	(পরিবর্তিত)	.. ৭২
পসারিয়া ছই বাহ	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ১৬৬
পাদ প্রাপ্তে রাখ সেবকে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.. ২০৩
পিতা দেখ চাহি	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	.. ২৬৬
পিতার ছুরারে দাড়াইয়ে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.. ২৬১
পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ	ঐ	... ১৯
পেলেম জীবন যীশুর	বিন্দুনাথ সরকার	.. ২৪৪
প্রতিদিন আমি হে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৫
প্রভু আমার প্রিয়	ঐ	... ২০৪
প্রভু এস হে যদি	কুঞ্জবিহারী দেব	... ২০৬
প্রভু কি আর কহিব	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ৬৯
প্রভুপদ সেবা সম	(পরিবর্তিত)	... ১৬৭
প্রভু পবিত্রতা দাও	কালপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	... ৪৬
প্রভুর স্বরূপ দেখিল	যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	... ৩৪
প্রভু হউক ব্যাপ্ত	(গীতাবলী)	.. ১১৫
প্রভু হে আনিলে যে	শিবনাথ শাস্ত্রী	... ১১১
প্রসন্ন বদনে প্রিয়	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	... ২০৭
প্রাণ ভরিয়ে ত্বা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৬৮
প্রাণ ভ'রে আজি	(পরিবর্তিত)	... ১৩০
প্রাণারাম প্রাণারাম	মনোমোহন চক্রবর্তী	... ১৭৮

	রচয়িতা	গীত সংখ্যা ।
ফিরে যেও না যেও না	আলাউদ্দিন খাঁ	... ২৫৯
ফুল্ল হৃদয় আজিকে	শ্রীশচন্দ্র দাস	... ১০১
ভজরে প্রভু দেব দেব	কালীপ্রসন্ন বিহারত্ন	... ১২২
ভয় করিলে য়ারে	অক্ষয়কুমার খ্রীষ্টদাস	... ২১০
ভয় হ'তে তব অভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২৫১
ভবভয়হারী কাকাল	যত্ননাথ সোম	... ৪৭
ভুবনেশ্বর হে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২০৯
ভুলিতে কি পারি তাঁরে	যাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	... ২৪১
ভোর হইল ভানু	গগনচন্দ্র দত্ত	... ২
মম আশা ওহে নাথ	অমৃতলাল নাথ	... ২১১
মম ত্রাণ ভানু যীশু	যাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	... ৭
মরি কি করুণা তব	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ৯৪
মহানন্দে ভক্তবৃন্দ	শ্রীশচন্দ্র দাস	... ৭৪
মিটিল সব ক্ষুদ্রা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২৫৭
মোরে ডাকি ল'য়ে যাও	ঐ	... ১৮৩
যদি এ আমার হৃদয়	ঐ	... ২১৩
যদি তোমার দেখা	ঐ	... ১৮০
যদি হয় সম্ভব	ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাল	... ৫৪
যর্দনের তীরে এলেন	ঐ	... ৩২
যায় যদি যাক্ প্রাণ	আলাউদ্দিন খাঁ	... ২২৭
যীশু এস আমার অন্তরে	রামচরণ ঘোষ	... ১৮
যীশু কর হে মোরে	যত্ননাথ সোম	... ১৭৯
যীশু করুণা কর কিঞ্চিৎ	ঈশানচন্দ্র দাস	... ২১৫
যীশু কি দিয়ে শোধিব	যত্ননাথ সোম	... ২৩৭
যীশু তুমি জীবন সম্বল	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ১৮১
যীশু দেও হে চরণ	হৃদয়নাথ চাকলাদার	... ২১৬
যীশু পরম ধন	যাকোব মণ্ডল	... ১২৩
যীশুর শোণিত স্রোতঃ	অমৃতলাল নাথ	... ২৫৮
যে তরুণীথানি ভাসালে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২৬৯

	রচয়িতা	গীত সংখ্যা ।
যেদিন তোমার অভয়	শ্রীশচন্দ্র দাস	... ১৩২
যেদিন তোমারে হৃদয়	রজনীকান্ত সেন	... ২১৪
যেন জীবনে মরণে	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ১৪৮
যে হাতে লইলু এবে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ২৬৭
রক্ষা কর হে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৪৯
রাখ হে অধীনে নাথ	অমৃতলাল নাথ	... ২১২
রেখো হে নগন মোরে	উমেশচন্দ্র দাস	... ১৪৩
বড় আশা করে	(পরিনর্ভিত)	... ৪
বড় সাধ মনে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ২৩৩
বন্দনা করে বিশ্ব	ঐ	... ৭৯
বরষ আশিস্ বাবি	রসময় বিশ্বাস	... ১০৩
বরিষ ধরা মাঝে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২২২
বল জগতে আনন্দ	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ২৭
বল দাও মোরে বল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২১৭
বল রে বিপথগামিন্	অমৃতলাল নাথ	... ১১৬
বসে আছি হে কবে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১০৬
বাজরে হৃদয় বীণে	অমৃতলাল নাথ	... ১০৪
বাহিরে দাঁড়ায়ে ও কে	ঐ	... ১২৪
বিরাজে অদূরে স্বরগ	নদনমোহন বিশ্বাস	... ২৭৬
শিশু-প্রেমী যীশু	বিনোদবিহারী রায়	... ২৭৭
শুন নারী নর যীশু	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ২৬
শুনেছে তোমার নাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৯১
শোণিত রঞ্জিত বসনে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ৫৭
সকলই ত্যজিয়ে আমি	যত্ননাথ সোম	... ২৩৪
সকল বাসনা নাশ	আলাউদ্দিন খাঁ	... ১৯৬
সত্য মঙ্গল প্রেমময়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৩৮
সদা তুমি আছ কাছে	কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	... ২১৮
সব ছুঃখ যীশুর কাছে	অমৃতলাল নাথ	... ২৪২
সব সুন্দর তব সুন্দর	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ১৩৬

	রচয়িতা	গীত সংখ্যা ।
সবারে তারিতে যীশু	(গীতাবলী)	... ২৫৬
সবে তাঁরা মিলে গাহে	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ৯৬
সবে বল যীশু জয়	অমৃতলাল নাথ	... ৭৭
সংসার যবে মন কেড়ে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১৬৯
সাধ মনে যীশু	(পরিবর্তিত)	... ১৭০
সাধে তোমায় দয়াময়	অজ্ঞাত	... ৫০
সুখে থাক আর সুখী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২৭২
সেথা গিয়াছেন তিনি	শ্রীশচন্দ্র দাস	... ৭৮
স্মরিলে তোমারে হৃদি	গোপালচন্দ্র দত্ত	... ২১৯
সঁপিছু সকলি যীশু	বচনাথ সোম	... ২৩৫
হরষিত মনে ভক্ত	নন্দনমোহন বিশ্বাস	... ১১৫
হায় কবে যাবে	(পরিবর্তিত)	... ৯৫
হায় কি হলো	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ৬৭
হে ধন্য ঈশ্বর তনয়	ভবানীচরণ চৌধুরী	... ৭৫
হে মম জীবনস্বামি	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ৯৯
হে যীশু আজিকে তোমারি	ঐ	... ৩০
হে রাজার রাজা	বতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	... ৩১
হে বরণ্য একে তিন	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৮৪
হে সখা মম হৃদয়ে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২০৮
হের গো জননী	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ৫৮
হের হের নারী নর	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ৬৮
হৃদয় আসনে বসায়	(পরিবর্তিত)	... ১৭১
হৃদয় উচ্ছ্বাস পূরিত	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	... ৮৮
হৃদয় বেদনা বহিয়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২২১
হৃদয় মাঝে আসি যীশু	শ্রীশচন্দ্র দাস	... ২৪৭
হৃদয়ে দাও প্রীতি	কাশীচন্দ্র ঘোষাল	... ২৮২
হৃদে হেরব আর	কুঞ্জবিহারী দেব	... ১১

খ্রীষ্ট সঙ্গীত

—:~:—

প্রাতঃকাল

—

১

নিশ্চ তৈরোঁ—রাঁপতাল ।

করে তব মহিমা প্রচার

তরুণ অরুণ ভাতি, শিশির উষার ।

অনন্ত সুনীলাকাশে তোমারি জ্যোতিঃ বিকাশে,

প্রকৃতি জাগিয়া উঠি করে নমস্কার ।

মন্দ মারুত করে তব বশঃ গান, বিহগ বিটপী 'পরে ধরে তব তান,

মোহিত গগন গিরি গাহিছে গুণ তোমারি,

ধরণী কুমুদাজলি দেয় উপহার ।

যাগিনী দিবসে ডাকি তব গুণ গায়, দিগন্ত ব্যাপিয়া যায় অব্যক্ত ভাষায়,

আমিও তাদের সনে গাইব আনন্দ মনে

তোমারি প্রেমের গাথা হে খ্রীষ্ট আমার !

—

২

ভৈরোঁ—ঠংরি।

ভোর হইল ভামু প্রকাশিল, উঠ যীশু গুণ গাও রে,
ষোড়করে যীশু পদ ধ'রে সঙ্গীতে পূজহ তাঁহারে।
মধুর স্বরে পাখী শাখী 'পরে আনন্দে বিভূষণ গায় রে,
উঠ উঠ সব অলস নানব স্তব কর ত্রাণনাথ যীশুর রে।
মুদিয়া নয়ন পাপে অচেতন থাকিবে কতকাল হয় রে,
অস্তর আঁধার করহ অস্তর যীশু ত্রাণভামু হেরে।

৩

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল।

ভাগো সকলে। (এবে) অমৃতের অধিকারী
নয়ন খুলিয়া দেখ, করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ জ্যোতিঃ মহিমা প্রচারে, বিহগ বশ গায় তাঁহারি।
হৃদয় কথাট খুলি দেখরে যতনে, প্রেমময় মূর্তি জনচিত্তহারী ;
ডাকরে নাথে বিমল প্রভাতে পাইবে শান্তির বারি।

৪

কীর্তন।

বড় আশা ক'রে, প্রভু তব ঘরে, এসেছে অধম জন।
রূপ নিরখিবে, নয়ন জুড়াবে, গলিবে পাষণ মন (তোমার রূপ হেরে)।
সুচিবে ষাতনা, পূরিবে বাসনা, জুড়াবে পাপ-দহন (তোমার পুণ্য রক্তে)
দেহ মন দিয়া, তোমারে সেবিয়া, লভিবে অক্ষয় ধন (দীন হৃদয় মাঝে)
তুমি প্রেমমণি, তুমি রত্ন খনি, তুমি হে হৃদি-ভূষণ (হৃদয় রতন তুমি)।
নেত্রের কঙ্কল, আত্মার সম্বল, তুমি হে প্রাণ রমণ (ওহে ক্রুশবাহী)।
ওহে দীনবন্ধু, তব রূপাবিন্দু, কর কর বরিষণ (পাপী হৃদয় মাঝে)।
পুণ্য রক্ত দিয়ে, এ দাসে কিনিয়ে, রাখ হে দীনশরণ (ঐ চরণ তলে)।

৫

কাফি—ঝাঁপতাল ।

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সন্মুখে !
করি ষোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সন্মুখে !
তোমার অপার আকাশের তলে, বিজনে বিরলে হে,
নয় হৃদয়ে নয়নের জলে, দাঁড়াব তোমারি সন্মুখে !
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে, কৰ্ম্ম-পারাবার পারে হে,
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে, দাঁড়াব তোমারি সন্মুখে !
তোমার এ ভবে মম কৰ্ম্ম যবে সমাপন হবে হে,
ওগো রাজ-রাজ একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সন্মুখে !

সায়ংকাল

৬

মিশ্র কেদারা—তেওরা ।

থাক মম সাথে সন্ধ্যা-তমঃ গাঢ় এবে হৃদে এস মম,
রক্ষ তুমি নিরাশ্রয় জনে দীননাথ ! দয়া কর দীনে ।
সংসারের মিথ্যা মোহ যত সকলি শীঘ্র হইবে গত,
যাহা দেখি সকলি অনিত্য—থাক সাথে ওহে ধব নিত্য ।
বিঘ্ন মাঝে রক্ষ তুমি মোরে, তুমি ছাড়া পাপ অন্ধকারে
কে দিবে আলো, কে নিবে পথে, প্রভু থাক সদা মম সাথে ।
তুমি যদি সঙ্গে থাক তবে নাহি ডরি পাপ শত্রু সবে,
সর্ব শোক হুঃখ পদে দলি, প্রসাদে তব, যাব হে চলি ।
ধ'র ক্রুশ কাছে মৃত্যু দিনে, রাখ তব উজল কিরণে,
চল হে নিম্নে স্বরগ পথে, জীবনে মরণে থেকো সাথে ।

৭

সিন্ধু—কাওয়ালী ।

মম ত্রাণ-ভানু যীশু দয়াময় হে !
তুমি যদি রহ কাছে নাহি নিশা ভয় হে ।
তব মুখ সুধাকর হেরি যেন নিরন্তর,
দিবানিশি মম হৃদে রহিও উদিত হে ।
পাপতমঃ ত্রাস্তি যত কর নাথ তিরোহিত,
তব প্রীতি-করে পূর পাতকী হৃদয় হে ।
যবে মম এ নয়ন হবে নিদ্রাতে মগন,
তোমাতে বিশ্রাম যেন লাভ মম হয় হে ।
নিশিদিন মম সাথ রহ ওহে ত্রাণনাথ,
জীবনে মরণে যেন পাই শ্রীচরণ হে ।

— — —

৮

পূরবী—আড়া ।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে,
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে ।
এই যে সংসার ধাম নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে ।
মুক্তি পথে নিরন্তর হও সবে অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে ।

— — —

৯

পূরবী—আড়া ।

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন—
উত্তরিতে ভবনদী ক'রেছ কি আয়োজন ?
আয়ু-সুখ্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখনা তায়,
ভুলিয়ে মোহ গায়ায় হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান ।
নিজ হিত যদি চাও তাঁহার শরণ লও,
ভবকর্ণধার যিনি পাপ-সন্তাপ-হরণ ।

প্রভুর দিন

১০

কীর্তনঙ্গ—একতালা ।

‘ওহে ভক্তের জীবনের জীবন একবার দয়া ক’রে এস এস হে !
তোমার কান্ধাল তোমায ডাকে এস এস হে ! (এস হে কান্ধাল শরণ)
তোমার ভক্ত সমাজের মাঝে এস এস হে ! (এস হে ভক্তের জীবন)
এসে তাপিত প্রাণ শীতল কর এস এস হে ! (এস হে শান্তিদাতা)
এসে পতিতে পবিত্র কর এস এস হে ! (এস হে পতিতপাবন)
এস নয়ন ভ’রে তোমায দেখি এস এস হে ! (এস হে রূপের সাগর)
এস তোমায দেখে প্রাণ জুড়াই এস এস হে ! (এস হে মনোমোহন)
এসে তোমার প্রেমে মাতাও সবে এস এস হে ! (এস হে প্রেমময়)

হৃদে হের্ব আর অভয় চরণ পূজ্ব হে !
আজি ভাই ভগ্নী মিলে শ্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিব
তোমার অভয় পদে হে ।
তোমার দরশনে দীনবন্ধু ! পাপ-মুক্ত হ'ব,
প্রাণ শীতল হ'বে হে ।
তোমার গুণরাশি মনে করি আনন্দে মাতিব,
গুণের সীমা নাহি হে ।
তোমার স্বীকৃত নাম মধুর নাম সকলে গাইব,
আশা মিটাইব হে ।
তোমার পবিত্র শোণিতে সবে পরিস্কৃত হব,
পাপ হৃদয় ধু'ব হে ।
তোমার সুমধুর ক্রুশের কথা সবে শুনাইব,
সবে মাতাইব হে ।
আমরা ধন মান দেহ প্রাণ চরণে সঁপিব,
চিরকালের মত হে ।
চিরদাস হয়ে চরণ-তলে পড়িয়ে রাখিব,
এ জনমের মত হে ।

— — —

১২

স্মরণ মল্লার — একতালা ।

আজি পবিত্র বাসর, অবসর পেয়ে নর
এস সরল হৃদয়ে ডাকি রূপাগরে ভক্তি ভরে করি ঘোড়কর ।
গাণীর কারণে প্রাণ ত্যজি যিনি পুনশ্চ সজীব হ'লেন মৃত্যু জিনি'
প্রাণাধার তিনি ; যদি কর স্মৃতি খণ্ডবে দুর্ন্যতি,
অগতির গতি সেই নরেশ্বর ।
বিমম নিমম করি পরিত্যাগ পরমার্থ তত্ত্বে কর অনুরাগ,
হইয়া সজাগ থাক সচেতনে পরম যতনে,
পতনে কি ভয় ? হও অগ্রসর ।
গীষ্টের চরিত্র কর অনুধ্যান পাইবে বাহাতে হৃদয় সন্ধান,
এই সন্ধান : প্রভু রূপাবলে তারেন তর্কলে,
ভক্তে যদি ডাকে ভক্তি পুরঃসর ।

১৩

সুর—পুণোতে এই বেলা ।

শ্রোতব তব দ্বারে, ভিক্ষার ঝুলি প্রভু দেও পূরে,
মোদের যত প্রয়োজন আছে তব ভাণ্ডারে ।
যীশুর রক্তে ক্রীত ধন আছে সব অগণন,
কর আজি বিতরণ নিধনে দয়া ক'রে ।
ভুখী কাজাল যত জন কর তাদের ধনবান,
হয়ে প্রফুল্লিত মন প্রশংসিবে তোমারে ।
ধনবান হব ব'লে এসেছি মোরা সকলে,
দয়ার ভাণ্ডার দাও হে খুলে, তৃপ্ত কর দান ক'রে

আগমনী

১৪

সিন্ধু বারোঁয়া -- ষৎ ।

তোরা শুনিষ্ নি কি, শুনিষ্ নি তাঁর পায়ের ধ্বনি ?

ঐ যে আসে, আসে, আসে !

যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী সে যে আসে, আসে, আসে ।

গেয়েছি গান যখন ষত আপন মনে ক্ষেপার মত,

সকল সুরে বেজেছে তাঁর আগমনী ; সে যে আসে, আসে, আসে !

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে সে যে আসে, আসে, আসে !

কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে সে যে আসে, আসে, আসে !

দুঃখের পরে পরম দুঃখে, তাঁরি চরণ বাজে বৃকে,

সুখে কখন বুলিয়ে দেয় সে পরশমণি !

সে যে আসে, আসে, আসে !

১৫

তৈরবী—একতালা ।

এস এস হৃদয় মন্দিরে,

শূন্য মম মলিন অন্তরে ।

অসীম প্রেমে আসিলে নেমে মানব দেহে অবনী 'পরে,

স্বণিত ক্রুশে চোরের বেশে সহিলে মৃত্যু পাপীর তরে ।

হে বীণ্ড ত্রাতা মুকতিদাতা ! পবিত্র শুদ্ধ কর হে মোরে,

তোমার আত্মা শক্তিদাতা বরিষ মম হৃদয় 'পরে ।

১৬

মিশ্র কেদারা—একতারা ।

কে জানে কোন্ রূপ ধ'রে সে আসবে হৃদয় দুয়ারে,
কোন্ সুরে প্রাণ উঠবে ভ'রে পরাণ-প্রিয়ের ঝঙ্কারে !

আসতে পারে কান্দাল বেশে

পরের অভাব নিরে,

হয়ত রে সে ডাক্বে এসে

বজ্র আঘাত দিবে ;

আসুক নাকো যে বেশ ধ'রে

নির্ভয়ে ধরিস্ তাঁরে—

চায় সে শুধু পেতে তোরে

ধরা দিয়ে আপনারে ।

দুয়ারখানি খুলে তাঁরে

বসিয়ে হৃদি নাঝারে

চরণ ছুঁই দিস্‌রে ভ'রে

চুষনে আঁখির ধারে ।

১৭

খান্‌সাজ—আড়খেমটা ।

এস মন মন্দিরে বীণা হে !

বিদরে হৃদয় প্রভু তোমায় না হেরে ।

এস এস প্রভু এস, আমার হৃদয়ে ব'স,

প্রেমফুলে নয়নজলে পূজি তোমারে ।

তৃষিতা হরিণী প্রায় ব্যাকুল যে এ হৃদয়,

দেখা দাও দয়াময় আসি সত্বরে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

তুমি মম ত্রাণেশ্বর, ভক্তবৃন্দের মনোহর !
তুমি পরম সুন্দর ! দেখে মন হরে ।
তব রূপ সদা হেরে ভাসি তব প্রেম পাথারে,
ভব-ভয় যাব ত'রে তোমার নাম ক'রে ।

১৮

কীর্তন—একতাল।

যীশু এস আমার অন্তরে—
জুড়াব প্রাণ তোমারে হেরে ।
তোমার মোহন মুরতি হেরে যাবে চুঃখ অন্তরে ।
আমার তাপিত্ প্রাণ শীতল হবে পেলে তোমায় অন্তরে ।
তোমার বিচ্ছেদে নরক যাতনা ভোগে পাপী অন্তরে ।
তোমার সহবাসে স্বর্গ-সুখ হয় এই সংসারে ।
যীশু তুমি যথা স্বর্গ তথা—এস আমার অন্তরে ।

১৯

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ নঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস মনোরঞ্জন ।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ
কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন ।
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি',
জ্যোতির্মায়া তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব ভঞ্জন ।

২০

মিশ্র জয়জয়ন্তী—দাদরা ।

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে :
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে ।
আমায় নিয়ে মেলেছ এট মেলো, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধ'রে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ।
তাই ত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে, তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফির্চ কত মনোহরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছ জাগি ।
তাই ত, প্রভু, যেথায় এল নেমে তোনারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে ।

২১

বাহার-বাগেশ্রী—তেওরা ।

আমার মিলন লাগি তুমি আস্জ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্রসূচ্য তোমায় রাখ'লে কোথায় ঢেকে ।
কত কালের সকাল সাঁঝে তোমার চরণ ধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে গেছে আমার ডেকে ।
ওগো পথিক আজ্জকে আমার সকল পরাণ ব্যোপ,
থেকে থেকে হরম যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে ।
যেন সময় এসেছে আজ, ফুরালো মোর বা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ, তোনার গন্ধ মেখে ।

২২

বাউলের সুর—টিমে তেতালা ।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে ।
অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা পায় না তারা,
দীন জনার বন্ধু আমি সকলে জানে—
ওরে ভগ্ন হৃদয়বাসী আমি সকলে জানে ।
* * * * *
দিবানিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন পাপীর থাকতে পারি নে ।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব

২৩

ঝিঁঝিঁট—একতালা ।

জনমিল যীশু পুণ্য শিশু আজি ধবাতলে,
স্বর্গলোকে জয় গীত গায় দূতদলে ।
আহা কি রূপের ভাতি, তরুণ অরুণ কান্তি,
অন্ধকার মাঝে যেন রত্ন গণি জলে ।
মেরী জননীর আঁখি ভাসে প্রেম-জলে
দেখাইতে মহেশ্বরে মানব সকলে ।
শিখাইতে ধর্মনীতি, শত্রুরে করিতে প্রীতি,
নাশিতে পাপ কুরীতি পুণ্যের অনলে ।
হায় কবে যীশু মণী আমার ভিতরে পশি'
করিবেন লীলা বসি' হৃদয় কমলে ।

২৪

মিশ্র ।

নীল নিবিড় নীরদ ভেদি' ছুটিল মঙ্গল গাথা—
উজলি' অম্বর নবীন বরণে, অনল-লেহিত-কনক কিরণে,
ঘোষিল উচ্চে অনরবৃন্দ মশীহ জনম কথা ।
কলুষ-মলিন আঁধার ভুবনে উদিল ত্রাণ-তপন,
হেররে পাপি, কেন নিরাশ, লভিবে নব জীবন ।
তাজি' অমর বিভব, অমর গৌরব, পুণ্য অমর ভবন,
ভবনভার কলুষ নাশিতে, আশ্রিত জনে জীবন দিতে,
লভিলা জনম এ মর-ভবনে পাতকী-বান্ধব জন ।
আজি ভবভয়হর তারণগুরু ডাকিছেন দীন জনে—
কেবা আছ কার বিফল জীবন, নিরাশা-পীড়িত আকুল পরাণ,
এস শান্তি উৎস দুটিবে তোমার নিরাশ মলিন প্রাণে ।

২৫

ধাম্বাজ - সুর ফাঁকতাল ।

আজি দেবদূত গাইছে গধুর স্বরে—
সনাতন হুঃখহরণ যীশুধন জন্মেছেন আজ অবনী 'পরে ।
পূর্ণ গগন গভীর রবে বলে উচ্চৈঃস্বরে,
জগতে শান্তি, মানবে প্রীতি, হোক আজ ধরণী 'পরে ।
শান্তির রাজা যিনি শান্তি-আকর,
পুণ্যময় যিনি পুণ্যের আধার,
জীবন দেন যিনি মৃত জনারে,
আলোক দেন যিনি ঘোর আঁধারে,
পূজ সেই রাজ-রাজে আজি তত্ত্বিতরে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৬

ভৈরবী—একতাল।

শুন নারী-নর যীশু ত্রাণেশ্বর জন্মেছেন আজ এ ধরাধামে ।
ধায় শত শত আকুলচিত তাঁহার অমৃত-সদনে ।
গাইছে দূতেরা হ'য়ে মাতোয়ারা, বলিছে সবারে এই বাণী তারা—
ধরাতলে শান্তি, নরকূলে প্রীতি হোক নিতি নিতি এই ভুবনে ।
এস গো ভগিনী, এস রে ভাই, তাঁর চরণতল ঘেরিয়া দাঁড়াই,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমেতে মিলায়ে, প্রাণ খুলে তাঁর যশোগীত গাই,
যাঁর আগমনে প্রাণ জাগিল, যাহার পরশে পাষণ গলিল,
হেরি অনিমেঘে সেই ঈশমুখে হৃদয়-নিভৃত-কাননে ।

২৭

কৌতন।

বস জগতে আনন্দ-সমাচার—
হবে হবে রে পাপীর উদ্ধার ।
দেখ জ্ঞানের চক্ষেতে, বিধির বিধান মতে,
খ্রীষ্ট যীশু জন্মিলেন এই ধরাতে,
পাপী ত'রে যাবে কৃপায় তাঁর ।
স্বর্গদূতেরা সব গায়, অতি মধুর ভাষায়—
শান্তি প্রীতি মানবেতে হউক ধরায়'
বাধ পরস্পরে প্রেমে তাঁর ।
মেরী জননীর কোলে এক ক্ষুদ্র গোশালে
যাব-পাত্রে সেই শিশু আশ্রয় নিলে,
জগৎ ভেসে গেল কৃপায় তাঁর ।
পাপী কে কোথায় আছ, আজ ছুটিয়া এস,
হিংসা দ্বৈষ ভুলে গিয়ে তাঁর চরণে বস,
হোক প্রেমে প্রেমে একাকার ।

২৮

ভৈরো—ঠুংরি ।

জয় প্রভু বীণ ! জয় প্রভু বীণ ! জয় জয় সত্য সনাতন !
জগত তারণ করণ কারণ আইলে এ মর্ত্য ভুবন ।
অদ্বিত মাহিনা জগতে প্রকাশিলে, কে পারে করিতে বর্ণন
সহস্র রসনা করিলেও ঘোষণা শেষ না হয় কখন ।
ভকত-প্রাণ, ভকত-জ্ঞান, ভকতের অমূল্য ধন,
পতিত-পাবন, ভকত-ভূষণ, ধন্য ঈশ্বর-নন্দন ।

— —

২৯

নিশা—কাওয়ালী ।

এস পুরবাসী শান্তি প্রেম ত্রাণাভিলাষী—
আজি এ শুভদিনে কিবা বহিছে করুণা রস মধু ধারা,
শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু ধারা ।
শূন্য হৃদয় ল'য়ে নিরাশার পথ চেয়ে বরষ কাহার কাটিয়াছে,
শুন গো কীদ্বাল জন দয়াল বীণুর আবাহন 'এস এস আমার কাছে'।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন ওগো ধূলায় ধূসর মলিন বসন,
দুঃখী কেবা আছ শুন গো বারতা, ডেকেছেন তোমারে জগতের ত্রাতা ।

এপিফানী ও শ্রীমতের পার্থিব জীবন

৩০

মিশ্র—একতালা ।

হে বীণা আজিকে তোমারি চরণে এসেছি করিতে দান,
যা' দিয়েছ তুমি এনেছি সকলি—তব্ব মন জ্ঞান প্রাণ ।
নাহিক মোদের কুন্দুক, কাঞ্চন, নাহি গন্ধরস, নাহি কোন ধন,
নাহিক প্রতিষ্ঠা, নাহি বশঃ মান, নাহি গো প্রতিভাবান—
তোমারি যা' দান তোমারি চরণে এনেছি করিতে দান ।
হৃদয় ভরিয়া এনেছি ভকতি, পরাণ পূরিয়া এনেছি প্রীতি,
আনিয়াছি শ্রীতি, ধরমের মতি, এনেছি ভগন মন—
যা' কিছু দিয়েছ এনেছি আজিকে তোমারে করিতে দান ।
দীন মোরা তাই দীন আয়োজন, এস প্রভু এস কর হে গ্রহণ,
মোদের জীবন, মোদের পরাণ, লও হে করিয়া তব,
তোমার যা' কিছু দাও আমাদের, দাও হে জীবন নব ।

৩১

মালকোষ—এক তাল ।

হে রাজার রাজা ! পর্ণকুটীরে যেদিন তুমি গো মেলিলে আঁখি,
হর্ষে ভরিস ভুবন, বাঁধিলে স্বরণে মর্ন্ত্যে প্রেমের রাখী ।
অনন্ত স্বর্গ ভাণ্ডার লুটি' বিতরিলে সবে প্রেমের সুধা,
মিটায় পাপীর প্রাণের পিয়াস, নিবারি' বিশ্ব মরম ক্রুধা ।
সে উৎসব রাতে অমৃত চন্দ্রে কোটী তারকায় রচিত ভূষা ।
প্রণাম করিল চরণপ্রান্তে শ্বেত কিরীটিনী কনক উষা ।
ভিখারিণী নার স্নেহের ছালাল, মিলেনি তোমার নবনী ক্ষীর,
তোমারি লাগিয়া ঝরিত কেবলি মায়ের বুকের অমৃত নীর ।

৩২

বিভাস—একতালা ।

বর্দনের তীরে এলেন ধীরে ধীরে যীশু দেবরাজ পুণ্য অবতার—
বিলম্বিত কেশ, মনোহর বেশ, যেন দিব্য মেঘ বিহীন-বিকার ।
তাজি গৃহবাস আত্মীয় স্বজনে, বুড়িয়ার বনে বোহন সদনে,
বালকের মত হ'য়ে অবনত, বলেন দেও মোরে জল-সংস্কার ।
অবগাহনান্তে উঠিলেন যবে, ভ'ল দৈববাণী সুগম্ভীর রবে—
“ইনি মম প্রিয় পুত্র, ইহাতেই পরম সন্তোষ আগার,”—
বহিল তখন শ্রোতঃ আনন্দের, পবিত্রাঙ্গা নানে রূপে কপোতের,
আকাশ ভূতল করিয়া উজল, খুলে গেল স্বর্গধামের দুয়ার ।

৩৩

মালকোষ—একতালা ।

কাক্সাল গেহের মহান অতিথি ! হে রাজার রাজা ! হে দীন নিঃস্ব !
প্রণত আজিগো চরণে তোমার ভক্তি-মুগ্ধ নিখিল বিশ্ব ।
হে নবীন যতি ! গেহ ত্যাগিয়া ফিরিলে না তুমি কানন মাঝে,
সাধনা তোমার কর্মক্ষেত্রে বিকাসে আপনা সবার কাজে ।
বাণিত আর্ন্ত দেগেছ যেখানে সেথায় আপনা মরম পাতি'
ভুলিয়া ল'য়েছ বেদনার ভার, হে করুণাময় ! দিবস রাত্তি ।
অশ্রুগলিন ধরার মাঝারে বিশ্ব ভুলানো তোমার হাসি
মন্মথের কারা দিয়াছে উজলি ছড়ায় শুভ্র সুষমা রাশি ।

শ্রীমৎ-সঙ্গীত

৩৪

মিশ্র ।

প্রভুর স্বরূপ দেখিল যেদিন শিষ্য আঁখিতে তাহার জাগিল পরম দৃশ্য.
আনন্দ ব্যথায় ভরিল তাহার বিশ্ব, কহিল সে নতশিরে—
হে আমার রাজা যেথায় পুরালে আশ বিকাশি আপনা, সেথায় করিব বাস,
সেথা মন্দির গড়ি তোমারে বসাবে দাস, যবে নাহি যাবে ফিরে ।
করুণার হাসি হাসিয়া প্রেমের রাজ কহেন শিষ্যে---আমার এ মোহন সাজ
নিত্য না রবে, আমার হবে না কাজ সাজিলে নিতি এ রূপে ।
যেতে হবে যেথা অশ্রু বেদনা জাগে, যেথা নিখিলের প্রতি ধূলিকণা স্নেহ মাগে
মন্দির রবে পূর্ণ বন্দনা রাগে ব্যর্থ আরতি-ধূপে ।

প্রভুর চরণে শিষ্য ফিরানো আঁখি—

আমারে তোমার সাথে লহ প্রিয় ডাকি’

শূন্য মন্দির, কেমনে আমি গো থাকি

বিরহী হিরারে ধ’রে ।

(আমি) রচিব তোমার আসন ভুবন ভরি’,

(আমি) পূজিব তোমার বিশ্ব মুরতি গড়ি’,

(আমি) নিখিলের সব ধূলা মাঝে রব পড়ি’,

তোমার চরণ ’পরে ।

৩৫

ঝিঁঝিট-খান্ধাজ—ঝাঁতী ।

ধন্য যারা শুদ্ধচিত, দীন শোকাক্ত বিনীত,

পাবে তারা ঈশ দরশন ।

ধরমের লাগি যেই দুঃখ পায় ধন্য সেই,

পুরস্কার পাবে সেইজন ।

এপিফানী ও গ্রীষ্মের পার্থিব জীবন

প্রাণ দাও পরহিতে, আন স্বর্গ পৃথিবীতে,
চাহ যদি অনন্ত জীবন ।
দ্বিজাত্মা বিশ্বাসী হও, পুনরায় জন্ম লও,
আমিত্বের করিয়া নিধন ।
যারা ঘৃণা নিন্দা করে করহ তাদের তরে
প্রার্থনা পিতা ঈশ সদনে ।
প্রেমে পুণ্যে হ'য়ে পূর্ণ অসম্ভাব কর চূর্ণ,
যথা পূর্ণ পিতা স্বর্গধামে ।

৩৬

বিশ্ব কেদারা—কাওয়ালী ।

দেখিয়া ধর্মের ঘরে লোকে বিকি কিনি করে
ধরিলা ভৈরব মূর্তি বীণা দেবরাজ ।
দূর করি দেয় ঠেলি বিক্রয়-আধার ফেলি,
বলে—হায় ধর্মগৃহে এই কিরে কাজ !
আমার পিতার ঘর রে অধম পাপী নর
চোরের আশ্রয় সম করিয়া ফেলিলি ?
দূর হ' পাষাণ মতি, হবে কি তোদের গতি ?
ধর্মের মন্দির হট্টমন্দির করিলি ।

৩৭

মল্লার—আড়থেমটা ।

কি অপূর্ব প্রেম প্রকাশিলে—
পাপীজনে উদ্ধারিতে পরাণ সঁপিলে ।
নর-দেহ ধারণ করি, ভ্রমণে অবতরি,
সর্ব-সুখ পরিহরি, দরিদ্র হ'লে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্রয় প্রেম !
রাজপদ অগ্রাহ করি সূত্রধর হইলে । (ওহে তারক)

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

পক্ষী বাসা পায় বৃক্ষে, শৃগাল গর্ভে থাকে স্নেহে,
কিন্তু মস্তক করতে রক্ষে স্থান না পেলে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্যা প্রেম !
অর্গের ঈশ্বর হ'য়ে তুমি দাসরূপী হ'লে । (ওহে তারক)
জ্ঞান দিতে নরগণে, ভ্রমণ কৈলে স্থানে স্থানে,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিজ প্রাণে কাতর হ'লে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্যা প্রেম !
প্রেমগুণে মৃতজনে নবজীবন দিলে । (ওহে তারক)
কীটশ্র কীট মর্ত্য নরে জীবন-মুকুট দিবার তরে,
কণ্টক-মুকুট নিজ শিরে, বহন করিলে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্যা প্রেম !
গলগণা হইতে প্রেমের নদী বহা'লে । (ওহে তারক)

মহোপবাস ও অনুতাপ

—:~:—

৩৮

আলোয়া—আড়াঠেকা ।

আমার কি হবে উপায়, দয়াময় ! বৃথা দিন যায়,
অকৃতী অধম আমি অতি দুরাশয় ।
জ্ঞানকৃত অপধাধে বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিরাদে তাই মগ্ন হৃদয় ।

নিজ দোষে বারম্বার করিয়াছি পাপাচার,
এখন কলঙ্কভারে অবসন্ন প্রায় ;
আপন কুকর্মেফলে দিবা নিশি মরি জ্বলে,
অনলে পতঙ্গে যেমন জীবন হারায় ।
সহেনা সহেনা আর, শিথ কর হে উদ্ধার,
বিলম্বে মরিবে প্রাণে তোমার দুর্বল তনয় ।

৩৯

কেদারা—তেওরা ।

আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে—
দিনের কর্ম আনিবু তোমার বিচার-ঘরে ।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি নিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে
আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে ।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি ছুঃখ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি স্মৃথ ক্ষণেক তরে,
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তার,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে ।

৪০

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

একবার বল যীশু, বল বল এ পাপীয়ে—
“ক্ষমিলাম পাপ তব, যাও সুখে নিজ ঘরে” ।
কুষ্ঠরোগে এ অন্তর হ’য়েছে হে জর জর,
শুনেছি তব রুধির হৃদি-ক্ষত সুস্থ করে ।
হরিতে কলুষ রাশি হইয়াছ যীশু মশী,
নিজ প্রতাপ প্রকাশি’ নাশ পাপ অন্ধকারে ।
ওহে নাথ দয়াময় দেহ দীনেরে আশ্রয়,
নহিলে তো প্রাণ যায়, কে আর পাপীয়ে তারে ।
সুপবিত্র কর মন, প্রদান নব জীবন,
ত্রাণধনে ধনবান কর যীশু কাল্যানেরে ।

৪১

গারা—ঝাঁপতাল ।

ক্লুশ কাছে সর্বক্ষণ রাখ হে আগায়,
সদাই প্রেমের স্রোতঃ বহিছে যথায় ।
পাপ ভয়ে অবিরত আছি প্রভু সশক্তিত,
তোমার ক্লুশ-শোণিত কেবল সহায় ।
পাপ হ’তে রক্ষা পেতে ভ্রমেছি সর্বজগতে,
এসে ক্লুশ নিকটেতে, পেয়েছি অভয় ।
পাপময় পৃথিবীতে, পরীক্ষা ভয় চতুর্ভিতে,
রাখ নাথ যতনেতে ক্লুশের তলায় ।

* * * *

৪২

খান্ধাজ—ধামার ।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে

তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে ?

নয়ন-সলিলে ফুটেছে হাসি, ডাক শুনে সবে ছুটে চলে

তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে ।

ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,

শুনেছে তাহারা তব ককণা, দুঃখী জনে তুমি নেবে তুলে

তাপ-হরণ স্নেহ কোলে ।

—

৪৩

ভৈরবী—একতাল। ।

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে,

নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে ।

তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,

পরাণ আমার পারিনে তাই পায়ে থুতে ।

এত দিন ত ছিল না মোর কোনো ব্যথা,

সর্ব্ব অঙ্গে মাথা ছিল মলিনতা,

আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,

দিয়োনা গো দিয়োনা আর ধূলায় শুতে ।

৪৪

ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

আমারেও কর মার্জনা, আমারেও দেহ নাথ অন্তের কনা
গহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি গ্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা ।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান ;
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে,
শুনগো আমারো এই মরন বেদনা ।

৪৫

মূলতান—একতাল।

আমার গতি কি হবে
যদি পাতকী বলিয়া ত্যজিবে তবে ?
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা শান্তিদাতা কর শান্তি দান,
আর এ যাতনা সহেনা সহেনা অনাগশরণ হে ।
ওহে তোমার হাতে করি আত্মসর্পণ, রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন,
আমি কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন ;
দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা' হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়,
তোমার হাতে ম'লে এ মহাপাতকী নবজীবন পাবে ।

৪৬

ভৈরবী—একতালা ।

প্রভু, পবিত্রতা দাও মোরে,
যেন কুচিন্তা সকল, ভীষণ করল,
এ দীনের প্রাণ বিনাশ না করে ।

যে চিন্তা যে ভাব দূর করিবারে সতত বাসনা করি হে অন্তরে,
সে চিন্তা সে ভাব কেমনে প্রবেশে বুদ্ধিতে পারি না, হৃদয় আগারে ।
হ'য়েছি কাতর, ওহে দয়াধার, কলঙ্কিত চিত তুমি পূত কর,
তুমি মম বল, তুমিই সম্বল, তোমা ভিন্ন দাস কিছু নাহি পারে ।
পাপের শক্তি হ'তে দাও মুক্তি, বাড়াইয়া দেহ প্রেম ও ভক্তি,
যেন দিন দিন তোমারি অধীন হই প্রভু, এই বাসনা অন্তরে ।

৪৭

ভীমপলশ্রী—টিমেতেতালা ।

ভবভয়হারী কাঙ্গালকাণ্ডারী
দুর্গতিনাশন যীশু হে !
প'ড়েছি বিপদে দেহ স্থান পদে
পদাশ্রয় বিনা নাহি গতি হে ।
পরীক্ষা তরঙ্গ দেখিয়ে আতঙ্ক
হ'য়েছে হৃদি মাঝারে—
আকুল হ'য়েছি ডরে,
পুরাণে তরনী, বাহিতে না জানি,
দেহ যুগল চরণ তরি হে ।
লোভ মোহ আদি হইয়াছে বাদী,
কুসঙ্গ হিলোল হানে—
পলকে প্রমাদ গণি,
পঞ্চেন্দ্রিয় তায় যথা তথা বায়,
হও তুমি মম কাণ্ডারী হে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

৪৮

রাজবিজয়—ধামার ।

এ দীন তোমারে চাহে হে জগত-ত্রাতা,
তোমারে জানাতে চাহে মরমের ব্যথা ।
প্রাণ চায় দিতে তার ও চরণে সব ভার,
অনিতে ফিরায় পুনঃ প্রাণে প্রফুল্লতা ;
মুছাতে এ অশ্রুধার কেহই নাহি গো আর,
হৃদয়ে জাগিছে তাই এই ব্যাকুলতা ।
ক্লেশোপরে প্রাণদানে বাঁচিয়েছ পাপিগণে,
জাগিয়ে দাওগো প্রাণে নব সজীবতা ;
বিষম এ পাপভার যেন গো রহে না আর,
অন্তরে জাগিছে শুধু এই আকুলতা ।

৪৯

আসোনারি—চৌতাল ।

রক্ষা কর হে—

আমার কৰ্ম হইতে আমার রক্ষা কর হে ।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমার রক্ষা কর হে ।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে,
ছলনা ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে ।
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার র'য়েছে রোধিয়া হে,
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা কর হে ।

৫০

আলোয়া—৪৭।

সাধে তোমার দয়াময় জগতে বলে !
তুমি পাপী ব'লে তাজিয়াছ কারে কোন্ কালে ?
যখন আমি যে দিকে চাই, সর্বদা ত দেখিতে পাই
(আমায়) কুপথ হ'তে দয়া ক'রে টানিছ কোলে ।
ঘোর পাপের পাপী যারা নিমেষেতে তরে তারা
তোমার ঐ শ্রীচরণে শরণ নিলে ।

৫১

ভৈরবী—একতাল।

খোল খোল দ্বার, খোল একবার, পাপী এসেছে দ্বারে,
পাপী ডাকিছে, পাপী কাঁদিছে পাপ তাপ ভারে ।
'আঘাত কর খুলিব দ্বার' ব'লেছ ব'লেছ কতবার,
(তবে) খোল খোল দ্বার, ডাকি বার বার, আঘাত করি দ্বারে ।
রেখনা রেখনা বাহিরে আর, ডেকে লও লও ভিতরে এবার,
আমার গুণে নয়, নিজগুণে তোমার, দয়া কর পাপী ব'লে ।
তোমার চরণে পাপের ভার নামায়ে করিব নমস্কার,
(ঐ) চরণে চাহিয়ে, মহিমা গাহিয়ে, ব'সে রব একধারে ।

শ্রীমৎের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

—ঃ*ঃ—

৫২

গারা ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

এ ঘোর তামসী নিশার, কে তুমি বিজন বনে ?
দহিতেছে কলেবর দীর্ঘ শ্বাস হতাশনে ।
ও চাক্র নিশ্চল কায় কেন ধূলাতে লুটায় ?
দেখে হৃদি ফেটে যায়, ঝরে অশ্রু ছ'নয়নে ।
নিদাঘে শ্বেদের মত ঝরিছে রুধির স্রোতঃ,
আহা মরি কেন এত সহি'ছ দুঃখ জীবনে ।
উর্দ্ধে করি নেত্রপাত, জুড়িয়া যুগল হাত,
কেন বলি পিতঃ পিতঃ ডাকিছ কাতর মনে ।
তারিতে পাতকীকুল যদি হে এত ব্যাকুল,
ওহে অকূলের কূল, তার এ অধম জনে ।

৫৩

দেওগিরি—একতালা ।

গেৎশিমানী বনে, বিজন কাননে, প্রভু কি কারণে
বসেছ একাকী,
কিসের লাগিয়ে নগর ত্যজিয়ে এখানে আসিয়ে
মুদিয়াছ আঁখি ?
তিক্ত পানপাত্র দেখি তব গাত্র শিহরয়ে সত্য,
ওহে ত্রাণপতি,
তাহারি কারণ হয়ে ক্ষুণ্ণ মন আসিয়া বিজন,
ভাবিতেছ নাকি ।

গ্রীস্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

নম পাপ তরে, নিজ কলেবরে, এত কষ্ট ধ'রে,
করি'ছ ক্রন্দন ;
‘আহা নাথ মম, মম পাপ ক্ষম, পাপী আমি মম
কায়ে নাহি দেখি ।
ওহে পাপ-হারি ! তব দুঃখ আমি চক্ষে বহে বারি,
স্বরিতে নারি ;
অভাজন আমি, দরা কর স্বামী, মম দ্রাভা তুমি,
তব পদে থাকি ।

৫৪

বিভাস—একতালা ।

যদি হয় সম্ভব হে প্রাণবল্লভ ! এই পানপাত্র কর স্থানান্তর,
কিন্তু নয় আমার, হটক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ ঘোর দুঃখের ভিতর !
দেহ মন প্রাণ সকলি তোমার, যাহা ইচ্ছা কর বলিব কি আর,
নাও হে কেবল শান্তি মৈত্র্য বল, কৃতাজলিপুটে যাচি এই বর ।

৫৫

সুরট-জয়জয়ন্তী—রাঁপতাল ।

কাঁদে যীশু পিতা ব'লে একাকী বিজন বনে,
রক্ত ঘন ছুটে দেহে, ধারা বহে ছ'নয়নে ।
অদূরে ব'সে নীরবে শিষ্য সহচর সবে, নিদ্রাভারে অবশাক্ত,
নিরাশ বিষন্ন মনে ।
উন্মাদ পবন বহে স্বন স্বন গিরিশিরে, কাঁদিছে অলিভ তরুরাজি
নিশির শিশিরে,
শশাক শোকে মলিন, আকাশ তারকাহীন, আকুল পরাণ তাঁর
কাঁপিছে সঘনে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

লুটায়ৈ ধরনী, কয়—যতপি সম্ভব হয়, বাঁচাও আমারে পিতা
লইলু চরণাশ্রয়,
কিন্তু বাহা ইচ্ছা হয় তাই কর ইচ্ছাময়, হউক তোমার জয়
জীবনে মরণে ।

৫৬

আলোয়া—একতাল।

দেখ রে পাপীর তরে কাঁটার মুকুট মাথাতে,
ক্লেশ-ভারে অবনত পথ বাহি' যাইছে ।
তিরস্কার অপমান সবে তাঁরে করিছে,
সদ্যুকী করীশিগণে ব্যঙ্গ করি' হাসিছে ।
যিনি এক নিমিষেতে পারেন সৃষ্টি নাশিতে,
পিতার ইচ্ছা পালিতে নম্রভাবে সহিছে ।

৫৭

মিশ্র ।

(১) প্রশ্ন ।

শোণিত-রঞ্জিত বসনে কে	চলে ধীরে নত মস্তকে ?
ক্লেশ কাঁধে ল'য়ে চলে ধীরে	ছুঃখ বোকা ব'য়ে কাতরে ?
ভূতলে পড়িল ক্লেশভারে,	উঠিতে নারিল বুঝি ;
পথে কত লোকে চলে হেসে,	শিমোন ধন্ত ক্লেশ পরশে ;
কেবা বল মোরে ক্লেশ ব'য়ে	চলে ছুঃখ ধীরে সহিয়ে ।

(২) উত্তর ।

চাহ ঈশ-নর বীণ পানে,	চল সাথে ধীর গমনে,
গলে না কি তব প্রাণমন	হেরি' বীণ-ক্লেশ বেদন ?
ক্লেশে ক্ষণ তরে চাহ তবে,	যদি তাঁরে ভালবাসিবে,
তব-সুখ আজি, ধন-আশা	তবে এস ত্যজি' লালসা ।

(৩) ক্রুশ কাহিনী ।

হে মানবপুত্র, ক্রুশোপরে,	আর্দ্র তব গাত্র রুধিরে,
সিংহাসন তব ক্রুশকাঠে,	শোভিছে কণ্টক কিরীটে,
মস্তক আনত বক্ষোপরে,	প্রেকে কর পদ বিদরে,
তব আঁতরবে দুঃখভরে,	ধরা বুঝি ডুবে আঁধারে,
দিবালোক নিভে অন্ধকারে,	বন্ধ শিষ্য এবে সূদূরে ;
বল, প্রভু, কেন দীন হ'লে,	মম তরে প্রাণ ত্যজিলে ?

(৪) ক্রুশ বার্তা ।

আমি স্বর্গ ছেড়ে ধরা 'পরে,	হে প্রিয় তরা'তে তোমারে,
পাপ তাপ শীর্ণ তব প্রাণে	দিতে প্রেম পুণ্য জীবনে,
প্রাণ ত্যজি আমি তব তরে	যেন মোরে তুমি চাহরে ;
চল সাথে মম, শান্তি পাবে,	শক্তি পুণ্য প্রেম লভিবে ।

(৫) সঙ্কল্প ।

তোমারি পশ্চাতে, পথে তব,	আঁধারে আলোতে চলিব,
তব মুখ পানে চেয়ে র'ব,	যা' দিবে জীবনে সহিব,
জানিব পরাণে দুঃখ তব	ক্রুশ হৃষ্টমনে বহিব,
বাসনা ত্যজিব, সুখ-আশা,	রাখি প্রেমে তব ভরসা ;
হে সখা, প্রভু হে, চিরতরে	রেখ তব পথে পাপীরে ।

শ্রীমৎ-সঙ্গীত

৫৮

কীর্তন ।

হেরগো জননি, তোমার বাছনি আজিকে ক্রুশের 'পরে
সহিছে যাতনা মরম বেদনা তরা'তে পাতকী নরে ।

(তুমি) কেঁদোনাকো আর মুছ অশ্রুধার পাষাণে বাঁধ গো হিয়া
(আর কেঁদো না)

হেরগো তপন উদিল নূতন আধারের বুক চিরিয়া ।
দানবের সঙ্গে যুঝি' রণরঙ্গে বিজয়ী তনয় তব
টুটিল কারার অর্গল এবার মুক্ত হ'ল বন্দী সব ।
তুমি ভাগ্যবতী, তোমার সন্ততি খুলিলা স্বরগ দ্বার ;
চির যুগ ধরি' পাপী নর নারী বাধানিবে প্রেম তাঁর ।

(মাগো) ধোহনের সনে মানবের কাণে বল শুভ-সমাচার ।
পুত্র রক্তপাতে নামিল মরতে স্বরগের স্নানধার ।

৫৯

মিশ্র ললিত—ধূংরি ।

ঐ যে ঐ দেখরে কালভেরি 'পরে ভগ্ন-কলেবর পরমেশ-কুমারে !
কিসের কারণে সহেন পরাণে বিধম্ন যাতনা—বল কার তরে ?
শোণিতের স্রোতঃ বহে অবিরত, বিদ্ধ হস্ত পদ অয়স-কীলকে,
বড়শা স্নানধার বিদ্ধ কক্ষে তাঁর, কণ্টক-মুকুট শোভে শিরোপরে ।
কাতর নয়নে চেয়ে তব পানে কহেন যনে ঘনে—ভুল না আমারে,
মরিলাম আমি, রক্তে ভিজে ভূমি, যেন বাঁচ তুমি, এই বাসনা রে ।

৬০

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা ।

কি অপরূপ রূপ নাথ ধ'রেছ আজ ক্রুশোপরে ;
এ হেন মোহন মূর্তি দেখেছে কে চরাচরে !
ঝরিছে ভালে রুধির, কণ্টকে শোভিছে শির,
ভাতিছে সুন্দর কর লোহিত কমলাকারে ।
জিনি' তরুণ তপন ও চারু মুখ-বরণ !
হেরে যুগল চরণ রক্ত জবা লাজে মরে ।
বহিছে রুধির স্রোতঃ কক্ষ হ'তে অবিরত,
কৌপীনে বপু ভূষিত ক'রেছ মন হরিবারে ।
হেরে ও মুখ-সরোজ দিননাথ পেয়ে লাজ
লুকায়েছে ঘন মাঝ, শিহরিছে ধরাধরে ।
ফেরে না নয়ন নম হেরে কপ অনুপম,
হেন স্বার্থহীন প্রেম কে আর হৃদয়ে ধরে !

৬১

ভৈরবী—একতাল ।

কেন হেরি আজি জগত আঁধার, দিবালোকে হ'ল নিশার সঞ্চার :
প্রাণসথা বুদ্ধি নরদেহ তাজি' করিছেন প্রয়াণ পিতার আগার ।
সেই দুঃখে রবি মনের বাথায়, মেঘ আবরণে লুকায়েছে কায়,
কাঁদিছে রমণী, কাঁপিছে ধরণী, এলি এলি ধ্বনি শুনিয়া ত্রাতার ।
নর-পাপ তরে আসিলে ধরায়, নর-পাপ তরে সঁপিতেছ কায়,
নর-পাপ তরে ক্রুশের উপরে, নর-পাপ তরে যাতনা অপার ।
আদম-জীবনে নরের মরণ, যীশুর মরণে নরের জীবন,
জীবের জীবন পতিত-পাবন বিতর জীবন, জীবন-আধার ।
যে শোণিত-স্রোতঃ বহে অবিরত, কালভেরী গিরি করি' উছলিত,
ডুবাও আমারে সে স্রোতঃ মাঝারে, বহাও অন্তরে স্রোতঃ অনিবার ।

৬২

সিদ্ধ—আড়াঠেকা ।

জগতজীবন ধনে কে-দিল রে ক্রুশোপরে,
তঁার এ দুঃখ যাতনা সহে না মন অন্তরে ।
যাব সেথা আমি যাব, সে ক্রুশ তুলিয়া লব,
যে পথে গিয়েছেন যীশু যাব সেই পথ ধ'রে ।
তঁা বিনা ভব সংসার সকলি দেখি ভ্রমার,
ব্যাকুলিত মন, আর রহিতে পারি না ঘরে ।

* * * *

৬৩

সিদ্ধ—ঠুংরি ।

কেন হে, কি দোষে ক্রুশোপরে—
ওহে যীশু, প্রেমময়, দেখে শোকে হৃদয় বিদরে ।
যে পদ-পাছকা-বন্ধন, খুলিতে না পারি' যোহন বিনয়ে করিত ক্রন্দন,
হায় ! সে পদে শেল বিদ্ধ করে ।
আহা কেন অকারণ অপমান, নির্যাতন, ব্যসন, বধ, বন্ধন কিসের তরে,
ফাটে বুক পিপাসায়, ঘন ঘন শ্বাস বয়, তিলে তিলে প্রাণ যায়,
সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা বরে ?
কাঁদে মেরী মাতা হেরি' পুত্রের নিধন, অধীর হইয়া শোকে কাঁদে শিষ্যগণ,
পরিয়া শোক-বসন কাঁদে নিখিল ভুবন, আঁধারে ধরা মগন,
উঠে হাহাকার চরাচরে ।

৬৪

আলোয়া—তেওট ।

কেন পিতা ত্যজিলে আগায় ?

জর জর তম্বু ক্রুশ বেদনায়—

আমি নিরখি' তব মুখ সহিষু সব দুঃখ,

এখন তোমার বিচ্ছেদে যে মোর প্রাণ যায় ।

দেখ সর্বদা ভাসে রুধির ধারায়, কণ্ঠ শুকাইল জল পিপাসায়,

পিতা তোমারি অনুরোধে, শেল বিদ্ধ দুই হাতে, কণ্টক মুকুট পরিষু মাথায় ।

এখন দাসের প্রার্থনা ঐ চরণে, ক্ষম ক্ষম পিতা সব শত্রুগণে,

এরা করিছে যে কুকর্ম জানে না তার মর্ম ;

আহা ! কি হবে বল ইহাদের উপায় ।

—

৬৫

কীর্তন ।

(তেওট) ধন্য দয়াময় প্রভু পতিত-পাবন !

ভব-ভয়-ভঞ্জন ! ভূভার-হরণ ! জগত-জীবন !

(খয়রা) আহা আমাদের লাগি' হ'য়ে সর্বত্যাগী দিলে আত্মবলিদান ;

(স্বার্থ পরিহরি) সহিয়া যাতনা, মরম বেদনা,

ক্রুশে ত্যজিলে পরাণ । (চোর দস্যু সনে)

কাঁটার মুকুট শিরে গেলে ধীরে ধীরে, কালভেরী মহাশ্মশানে ;

(বীণ, তোমার প্রাণে কতই সয় হে) কাঁধে ক্রুশভার,

দুঃখের অবতার ! আখি দুটি স্বর্গপানে । (লোহিতবরণ)

গ্রীষ্ম-সঙ্গীত

(হায়) যে করকমল চরণ যুগল পরশে পাতক হরে ;
(কত তাপিত প্রাণ শীতল হয় রে) শেল হানে তায়, হায় হায়, হায়,
সোণার অঙ্গে রক্ত ঝরে । (প্রাণ কেঁদে উঠে)
হায় এত জেনে শুনে, তব প্রেমগুণে কেন মজিল না প্রাণ ;
(নরাদম্য আমি) হৃদয় ভরিয়া পবিত্র শোণিত
কেন না করিছু পান । (গতি কি হইবে)
(তেওঁট) কবে তব ক্রুশ মাথায় ল'য়ে তব পথের পথিক হ'য়ে অপমান স'য়ে
(প্রেম দিয়ে) আনরা বলিব “তোমার ইচ্ছা হউক পূরণ” ।

৬৬

ললিত—কাওয়ালী ।

কেঁদ না আমার তরে ওহে ভ্রান্ত নর নারী শোক-ভগ্ন অন্তরে,
আপনা আপনার জন্ত কর এখন ক্রন্দন, তোমাদের ভাবী দুঃখে
আমার হিয়া বিদরে ।
পক্ষিমাতা রাখে বথা নিজ শাবক সকলে যতনে অতি সাবধানে
ঢাকি' পক্ষ পুটতলে,
আমিও তেমনি ক'রে তোমাদের বক্ষে ধ'রে রেখেছিছু মায়ের মত,
ভালবেসে সমাদরে ।
পিতার আদেশ মতে এসেছিছু এ জগতে পুত্রধর্ম শিখাইতে
যতেক অবাধ্য নরে ।

৬৭

ঝাঁঝিট—একতালা ।

হার, কি হ'লো, কোথা চলি' গেল মম হৃদিভূষণ—
প্রাণের পুত্তলি মম নয়ন মনোরঞ্জন ?
ছিলেম দরিদ্রা রমণী, পুত্রধনে হলেম ধনী,
অকালে হারাতে হ'ল প্রাণের তনয় ধন ।
গর্ভে ধারণ করি' যারে ধন্য হ'লেম এ সংসারে
সে পুত্রের মরণ হেরে শূন্য হেরি ত্রিভুবন ।
কালনিশি নীলাম্বরে গ্রাসে মধ্যাহ্ন ভাস্করে,
কোথা আমি, কোথা নম—কোথা সে জীবন ধন ?

৬৮

কীর্তন ।

হের হের নারী নর জগতত্রাতারে,
সঁপিছেন দেহ প্রাণ ক্রুশের উপরে ।

শোভিছে শিরেতে তাঁর মুকুট কাঁটার, তবুও প্রেমেতে ভরা আনন তাঁহার ;
হস্ত পদ বিদ্ধ তাঁর লৌহ শলাকায়, কুক্ষিদেহ ছিন্ন তাঁর তীক্ষ্ণ বরশায় ;
এ ঘোর যাতনা মাঝে কাতর বচনে করিছেন নিবেদন পিতার চরণে,—
“ক্ষম পিতা, ক্ষম এদের শত অপরাধ না বুঝে ঘটালে এরা হেন পরমাদ ।”
দন্যারে কহেন তিনি আশ্বাস বচনে, “পরম দেশে আজিই তুমি যাবে মম সনে”।
কহেন মাতারে তাঁর দেখায়ে যোহনে, “হের তব পুত্র, নারি, থাক ভারি সনে”।
“কেন পিতা বল তুমি ত্যজিলে আমার, জর জর দেহ মম ক্রুশ-বেদনায় ।
‘তৃষ্ণার্ন্ত হ’য়েছি’ আমি কর তৃষ্ণা দূর, মানব হৃদয় প্রেমে কর ভরপুর ।
যে কার্য সাধিতে পিতা পাঠালে আমার ‘সমাপ্ত হইল’ এবে তোমার কৃপায় ।
তব করে আত্মা মম করি’ সমর্পণ—এতদিনে ধন্য হ’ল আমার জীবন ।”

৬৯

কীর্তন ।

প্রভু কি আর কহিব আমি হে, (আমার কি বলবার আছে)
আজি এ অন্তিমে পানী নরাধমে চরণে রাখ হে তুমি ।
(মহাপাতকী বলে' তাজ না হে)— (কাতরে করুণা মাগি)
জীবন ভরিয়া পাপ আচরিয়া চাহিনি তোমার পানে.

(হ'য়ে) সুখ মদে মত্ত নিষ্ঠুর উন্মত্ত গরবে গর্কিত প্রাণে ।
মোহ আধারে পাপ বিকারে অশুচি হ'য়েছি আমি,
তব স্নেহনীরে ধুইয়ে আমারে পবিত্র করহে স্বামী ।
(ওহে অগতির গতি)
জীবনের খেলা ফুরাল এ বেলা আসিছে রজনী ঘোর,
(এবে) ঘুচাইয়া ভয় ওহে কৃপাময়, ক্ষমহে পাতক মোর ।
দেওহে অভয় বীণা দয়াময় পূর্ণ কর মনস্কাম,
(তবে) সফল হইবে মানব জনম বাইব তোমার ধাম ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

—:~:—

৭০

কীর্তন—একতালা ।

জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় প্রভু বীণা হে পতিত-পাবন !
পতিত-পাবন অধম-তারণ, পতিত-পাবন কাজাল-শরণ !
তুমি পাপিকুলে উদ্ধারিতে সহিলে মরণ, (দয়াময় হে)
তুমি কণ্টক-মুকুট শিরে ক'রেছ ধারণ ।
তুমি অপার পাপ-সাগরে, পানীর তরে, (প্রেমময় হে)
তুমি প্রায়শ্চিত্ত পুণ্য-সেতু ক'রেছ স্থাপন ।

শ্রীক্ষেত্র পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

তুমি প্রেম-ধন বিতরণে, দীনগণে, (দীননাথ হে)
তুমি চিরসুখী করিয়াছ ওহে নারায়ণ !
তুমি পিতৃ বাক্য প্রচারিতে, আসি' জগতে, (প্রেমময় হে)
তুমি পাপী তাপী করগ্রাহী ক'রেছ গ্রহণ ।
তুমি বলিরূপ উপহারে, ক্রুশোপরে, (দয়াময় হে)
তুমি পাপি-ভ্রাণ হেতু রক্ত ক'রেছ সেচন ।

৭১

আনন্দ ভৈরবী—একতালা ।

এস হে জগতারণ
এ জগৎ পুণ্য আলোকে কর প্রদীপ্ত ।
নর দেহ ধরি সারাটি জীবন ভরি
দেখালে আদর্শ পুণ্য চরিত ।
শিখালে করিতে ক্ষমা, করিলে ক্ষমা,
বিকাশিলে কতরূপে প্রেম মহিমা ;
পিতৃ ইচ্ছা সাধনে
শত দুঃখে রহিলে অটল চিত্ত ।
গহন মরণ-কূপে পশিয়া প্রেমে,
নিখিল পাপ ব্যথা বহি মরমে ;
নব অরুণ সম
উদিলে দিব্য দেহে হে মৃত্যুজিত ।
আজি বিশ্বজন তব চরণে নত,
বিজয়-গীতি গানে স্বর্গ মুখরিত ;
ওহে অনাথ শরণ
বিলাও জগতে পুণ্য জীবনামৃত ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

৭২

কীর্তন ।

(আজ) পরাণে পরাণে মিলে হৃদয় মন প্রাণ খুলে গাও সবে ভাই,
আজ দাওরে সেই মৃত্যুজিতের প্রেমের দোহাই ।

(মনের সাধে সবে মিলে)

বল, ডাকিলে হে জগন্নাথ যেন দেখা পাই ।

(সবাই মিলে বল বল রে)

বল, দীনবন্ধু ভবসিদ্ধ যেন ত'রে ষাই ।

(চরণতরী দিও দিও হে)

বল, তোমা বিনা পাপীতাপীর আর গতি নাই ।

এস প্রাণ খুলে সবাই মিলে জয় গীতি গাই ।

৭৩

বিভাস - আড়াঠেকা ।

আহা কিবা সুপ্রভাত হের রে নয়ন !

মৃত্যুঞ্জয় আজি মৃত্যু করিলা দমন ।

ধন্য ধন্য তব নাম, ধন্য যীশু গুণধাম,

নরকুলে দিলে নাথ অনন্ত জীবন ।

বিশ্বময় জয়ধ্বনি, উঠেছেন গুণমণি,

মরণ সে পরাজিত লজ্জিত এখন ;

নাহি আর তার বল, সে যে তাঁর পদতল,

দুরন্ত বিপক্ষ আজি হইল দমন ।

ওহে ত্রীষ্টভক্ত সব কর মহানন্দ রব,

হের যীশু ত্রাণপতি মৃত্যুঞ্জয় এখন ;

কি ভয় কি ভয় আর, হ'ল মুক্ত স্বর্গদ্বার—

জয় জয় জয় যীশু পতিত-পাবন !

৭৪

আলোয়া—একতালা ।

মহানন্দে ভক্তবৃন্দ করগো শ্রবণ—
উঠেছেন যীশু আজি ত্রাণের তপন ।
সনাধি পারেনি তাঁরে রাখিবারে চিরতরে
পাতালের জয় আর নাহিক এখন ।
হর্ষভরে দূতগণ করে তাঁর জয়গান—
জয় জয় জয় যীশু ঈশ্বর নন্দন !
নরপাপ-বিমোচন-কার্য্য করি' সনাপন
লভিলে গৌরব নাম 'পাতকী-তারণ' !
ধন্য তুমি প্রিয় ব্রাতা ! ধন্য মম মুক্তিদাতা !
তোমার করুণা বিন্দু করি আকিঞ্চন ।
দেহ দাসে পদাশ্রয়, গাহিব তোমার জয়,
তোমারি সেবায় প্রভু সঁপিব জীবন ।

৭৫

ইমন কল্যাণ—ধ্রুপদ ।

হে ধন্য ঈশ্বর-তনয়, তুমি যীশু মৃত্যুঞ্জয়,
ভকত জীবন, হে যীশু !
যীশু তুমি ঈশ-মেঘ হৈলা বলিদান,
তব প্রার্থনিত্তে নর পায় পরিত্রাণ ;
সমর্পিয়া নিজ প্রাণ নরে কৈলা জীবন দান,
পাপ মৃত্যু শরতান করিলা দমন—
শক্তি অনুপম, হে যীশু !

গ্রীষ্ম-সঙ্গীত

নয়নান্তে ধরাগর্ভে তোমার শয়ন,
পরলোকে তব আত্মা করিল গমন ;
দুর্বল অজ্ঞান অরি দিল শিলা তরুপরি,
যতনে মুদ্রাঙ্ক করি', রাখে সেনাগণ—
কিবা মহাভ্রম, হে যীশু !
করিল প্রস্তুত দূর দিব্য দূতগণ,
ভয়ে হ'ল সশঙ্কিত সে গ্রহরী জন ;
করি' নাশ মৃত্যু-পাশ মুক্ত কৈলা পাপ-দাস,
করে সবে জয়োল্লাস, হরষিত মন
ধরাবাসিগণ, হে যীশু !
মুক্ত কৈলা স্বর্গদ্বার ভক্তের কারণ,
তোমাতে বিশ্বাসী পায় অনন্ত জীবন ;
পাপ পক্ষে হ'য়ে মৃত, তোমাতে পুনর্জীবিত,
তব সেবায় আনন্দিত থাকে যেন মন,
এই নিবেদন, হে যীশু !

৭৬

মিশ্র খান্সাজ—কাওয়ালী ।

এস মৃত্যু বিজয়ী ! জীবন সারথি !
হে মহাব্রত ! অনাথ গতি !

এস বরণ্য ! এস মানবেশ ! এস রাজ-রাজ ! এস গো যতি
আন পরসাদ বহি' রিক্ত হৃদয়ে—চরণে তোমার করিগো নতি

৭৭

ঝিঁঝিট—ঠুংরি ।

সবে বল বীণ জয়,

যত দিন দেহে প্রাণ রয় ।

কাপায়ে মেদিনী স্বরগ পাতাল সুগভীর জয় নাদে,

স্রাবর জঙ্ঘম ভূধর সাগর একতানে সবে গাও বীণ জয় ।

যাঁহার করুণা স্বরগ কবাট, তরন্তু কনুযহারি,

ক্লেশ কাঠ খাঁর মহিমা গরিমা, ঘরে ঘরে গাও তাঁরে বীণ জয় ।

মরণ-যাতনা পরলোক-ভয় যে জন সদা সংহারে,

সবে মিলে তাঁরে মাতি' প্রেমানন্দে প্রশংস ব'লে বীণ মৃত্যুজয় ।

কাপুক দেবল, শুক্লক বিদল, দেখুক স্বরগ দূত,

নরকযোগ্য মানব নিকর গাহিছে পেরে ত্রাণ বীণ জয় ।

—

৭৮

[মিশ্র]

সেথা গিয়াছেন তিনি বিজয় মণ্ডিত পুণ্য অমর ধামে,

অগ্রে গিয়াছেন সেথা, তোমার কারণে

রচিত্তে আসন, নিজ রক্ত দানে,

জিনিয়া মরণে মরণজয়ী—অগ্রে সে অমর ধামে ।

আজি বিরাজেন তিনি জিনিয়া সমর সেই উজ্জল দেশে,

সেথা লক্ষ কণ্ঠে জয়ধ্বনি হয়,

বিষাদের তথা নাহি পরিচয়,

প্রীতির সহিত প্রেমের মিলন নিত্য রহে সে দেশে ।

ত্রিষ্ট-সঙ্গীত

সেথা যাবে শেষে তুমি জীবন-অন্তে, জীবন সমর জিনি'—
শুধু বীণ প্রেম-বলে জিনিবে সমর,
অমৃত পিয়িয়ে হইবে অমর,
জ্যোতির্শ্রয় পাশে শোভিবে উজ্জল—উজ্জল তারকা যিনি ।

৭৯

বড় হংস সারঙ্গ—চৌতাল ।

(তাঁহারে) বন্দনা করে বিশ্বভুবন, দেবমানব পুজে চরণ,
আসীন সেই মৃত্যুহরণ স্বর্গে পিতার দক্ষিণে ।
কুমারীমৃত পতিত পাবন, নিখিল ব্যাধি কল্লুব নাশন,
মৃত্যু আহবে জিনি' মরণ, উত্থিত দিব্য জীবনে ।
সর্ব্ব অঙ্গে তাঁর সংগ্রাম ক্ষত, শোভে শিরোপরে রাজ কিরীট,
ভেদি' হৃদয় প্রেম স্রোতঃ ধাইছে ভূভার হরণে ।
প্রেমে যে দেহ ক্রুশে বিদ্ধ, ভীষণ দুঃখে যে বলি সিদ্ধ,
সে আত্মযজ্ঞ পরম শুদ্ধ, অর্পিত পিতার চরণে ।
শাস্ত্রত পুণ্য সে বলিগুণে নামিছে রূপা পানীর প্রাণে
শুদ্ধ হৃদয়ে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে পাপ বন্ধনে ।

পবিত্র আত্মা

—:~:—

৮০

দেওগিরি—একতালা ।

ওহে ধর্মাত্মন্ পাপীর জীবন, এস হে এখন আমার অন্তরে ;
না হেরে তোমার প্রাণ জ্বলে যায়, দেখা রূপাময় দেহ সত্তরে ।
ভিখারীর মত এসেছি হেথায়, রিক্ত হস্তে নাথ ক'রো না বিদায়,
হও হে সদয়, প্রভু দয়াময়, শান্তিধন ভিক্ষা দেহ এ কিস্তরে ।
মন মাঝে আছে যত অন্ধকার, সে সকলই তুমি কর ছারখার,
ওহে দীপ্তনয়, দীপ্তির আশায় এসেছে এ পাপী তোনার দ্বারে ।
শুনিয়েছি তুমি ভক্তদের 'পরে এসেছিলে নাথ অগ্নি রূপ ধ'রে,
সেই রূপে আজ কর আগমন জীবন দিতে এ অধম পামরে ।

* * * *

৮১

ভজন—ঝাঁপতাল ।

এস হে পবিত্র আত্মা, জীবন শক্তি দাতা,
সকল মঙ্গল কারণ হে,
এস দীনবৎসল, দুঃখীর সাহসনা বল,
সকল দুর্গতি বারণ হে ।
এস হে শুভ্র জ্যোতিঃ, তব রশ্মি-ভাতি
অন্তরে কর বিকীরণ হে,
দুঃখতি দূর কর, দেহ শুভমতি,
পাপ বন্ধন কর মোচন হে ।

ত্রীষ্ট-সঙ্গীত

অনন্ত প্রেম স্রোতঃ নিত্য উৎসারিত,
সৃজন-পালন-কারণ হে,
পিতা-পুত্র-জীবন তুমি হে আত্মন,
চিত্তমাঝে রচ আসন হে ।
বরিষ জ্ঞান তব স্বর্গীয় বিভব,
ত্যাগ ভকতি প্রীতি ধন হে,
দেহে হৃদয়ে মনে, তব কৃপা গুণে,
ত্রীষ্টরূপ কর মুদ্রণ হে ।

৮২

মিশ্র—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে ।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশি দিন আলোকশিখা জলুক গানে,
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ।
আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক্ তারা নব নব ;
নয়নের দৃষ্টি হ'তে ঘুচে কালো,
বেথানে পড়'বে সেথায় দেগুবে আলো,
ব্যথা মোর উঠবে জ'লে উর্দ্ধ পানে,
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ।

৮৩

আলোয়া—একতালা ।

পরম মঙ্গলদাতা পবিত্র আত্মন !
 স্বর্গ হ'তে নরপুরে কর আগমন ।
 তুমি দীনের শরণ, তুমি অকিঞ্চনের ধন,
 আধার হৃদয় তুমি কর উদ্দীপন ।
 শান্তির আধার তুমি, আহার আনন্দভূমি
 ভ্রাস্তি-নাশন তুমি, দুঃখ নিবারণ ।
 দুর্বলে সবল কর, অবাধের কাঠি হর,
 পথভ্রাস্ত্র জনে করাও স্পৃহা গমন ।
 তুমি সকলের সার, তোমা বিনা সব অসার,
 কায়মনোবাক্য নোর কর সংশোধন ।

পুণ্য ত্রিভু

—:~:—

৮৪

ঝিঁঝিট-খাষাজ—একতালা ।

হে বরেণ্য, একে তিন, তিনে এক সনাতন !
 তুমি আদি অন্তহীন, তুমি নিত্য নিরঞ্জন,
 তুমি ভ্রাস্তি বিনাশন, তুমি নর-নিস্তারণ !
 তুমি জগত-জীবন, তুমি দুরিত-মোচন,
 তুমি কলুষনাশন, তুমি পতিতপাবন !
 তব করুণা অসীম, তুমি অনন্ত মহিম,
 তব প্রেম অমূল্য, তুমি দুঃখ-নিবারণ !

৮৫

বেহাগ — একতালা ।

আজি প্রশংস তাঁহার—

যিনি স্রষ্টা পাতা ত্রাতা পুত আত্মা

বন্দে দূতবন্দে সতত বাঁহার ।

পিতা রূপে যিনি দিলেন জনন, স্নেহে সর্জনেন করেন পালন,

সম্পদে বিপদে করেন রক্ষণ থাকি সতত সহায় ।

পুত্র রূপে যিনি নর-অবতার, নরারি দুর্জনে করিতে সংহার,

পাপী নরকুদে করিতে উদ্ধার ক্রুণীয় নরণে সঁপিলেন কার ;

পবিত্রাত্মারূপে বাঁর আগমন গানস তিমির করিতে হরণ,

ভকত হৃদয় বাঁহার আসন, যিনি শাস্তির নিলয় ।

শ্রীযীশুনাম

—:~:—

৮৬

বারোঁয়া — মধ্যমান ।

ওকি নাম শুনিলাম, প্রাণ জুড়াল,

কে জানে এ নামেতে এত অমৃত ছিল !

যীশু ব'লে ডাকি যত মন হয় প্রকুল্লিত,

নীরস হৃদয়ে কত আশা-কুল ফুটিল ।

ভব-ভীতি দূরীভূত, পুলকে পুরিল চিত,

ভয় পেয়ে রিপু যত কোথা পলাইয়ে গেল ।

হৃদয়ের হতাশন নিমিবে হ'ল নির্বাণ,

প্রেমে বিকশিত মন পাপ-শৃঙ্খল ছিঁড়িল ।

জন্মের রসনা ময় যীশু নাম অবিশ্রাম,

পূর্ণ হবে মনকাম, পাইবে মোক্ষ-ফল ।

৮৭

বাগেলী—আড়াঠেকা ।

কি মধুর নাম তব হে যীশু করুণাকর !
 জুড়ায় তাপিত হৃদি, বিনাশে কলুষ-ভার ।
 আঁখি-নীর মুছাইতে, হৃদি-ক্ষত শুকাইতে,
 পাপ-তৃষা নিবারিতে, যীশু নাম কি চমৎকার !
 কাকাল-হৃদয়ধন, অন্ধের নয়নাঞ্জন,
 দুঃখীর মনোরঞ্জন, পাপীর কণ্ঠের হার ।
 ও নাম পশিলে কাণে, বন্দী শৃঙ্খল ছেঁড়ে টেনে,
 স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবনে এমন নাম কি আছে আর !
 গাও সবে তালে তালে যীশু যীশু যীশু ব'লে,
 ব্যাপুক ও নাম ভূমণ্ডলে, শুনুক পাপী নারী নর ।

৮৮

মিশ্র ।

হৃদয়-উচ্ছ্বাস-পূরিত ললিতছন্দে গাহ আজি যীশু গান !
 বিশ্বজন-বিনোদন মোহনমন্ত্রে গাহ আজি যীশু গান !
 চিত-সঞ্চিত-বাহিত চির-গৌরব-ভূষিত সেই নাম গান !
 নিধন, ধনী, অবোধ, জ্ঞানী, সংসারী, ধ্যানী, ক্ষুদ্র কি মহীমান,
 দেশ বিদেশে বাস প্রবাসে উড়াও জয় নিশান !
 কর সকল কণ্ঠে সকলঃরাগে যীশু নাম গান !
 সব-সন্তাপ-পাপ-নাশী অবিনাশী গাহ সেই ত্রীষ্ট নাম !
 চিরশাস্তি-উছলিত সুরভিত গাহ সেই ত্রীষ্ট নাম !
 সুখ দুঃখ কি শোকে, সদা সম্পদে বিপাকে সেই নাম গান !
 মৃদু-মধুর-নিঃস্বনে একতানে গাহ সেই পুণ্য গান !
 জলদ-গভীর-নির্বোধে মহোন্মাদে গাহ সেই পুণ্য গান !
 মহা-মহিমা-মণ্ডিত দূত-সেবিত-পূজিত সেই নাম গান !

৮৯

ভাটিয়াল—কাওয়ালী ।

তোমারি নাম ব'লবো, আমি ব'লবো নানা ছলে—
ব'লবো একা ব'সে আপন মনের ছায়াতলে ।
ব'লবো বিনা আশায়, ব'লবো বিনা ভাষায়,
ব'লবো মুখের হাসি দিয়ে, ব'লবো চোখের জলে ।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকবো তোমার নাম,
সেই ডাকেতে শুধু শুধুই পূর্বে মনস্কাম ;
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
ব'লতে পারে এই স্নেহেতে মায়ের নাম সে বলে ।

৯০

কীর্তন ।

(যীশু) নামে কত সুখা কত মধু কতই আরাম !
আছে যার নামে ভক্তি (সে) জানে নামের শক্তি,
ভক্তিভরে নিলে সে নাম কবে কারে বাম ?
কার হুঃখ যায় নি ঘুঁচে ? কার অশ্রু যায় নি মুছে ?
কার মনে যায় নি থেমে পাপের সংগ্রাম ?
বড় যেজন শ্রান্তক্লান্ত, যার হৃদয় অশান্ত,
বলুক দেখি পায় নি সে কি নামেতে বিশ্রাম ?

সাধুদিগের পর্ব

—:~:—

৯১

দেওগিরি—একতালা ।

তারকার সম তেজে অমুপম দাঁড়িয়ে কাহারো ঈশ্বর সদন ?
চাক্ষুঃরশন, মানসমোহন, কাঞ্চন কিরীট শিরে সুশোভন ?
শুভ্র পরিচ্ছদে হ'য়ে সুশোভিত, আসন সমীপে করেন সঙ্গীত,
অতুল কিরণ ঝলসে নয়ন ! কাহারো যে এঁরা, জান কি রে মন ?
যীশুর সেবক অই সাধুগণ, যীশু তরে ভবে করি' প্রাণপণ,
ভীষণ সংগ্রাম করি' অবিশ্রাম বিজয়-কিরীটে ভূষিত এখন ।
ভবে যত দুঃখ অকথ্য অপার ব্যথিত করিত প্রাণে অনিবার,
যাতনা অশেষ হ'য়েছে নিঃশেষ, নাহি শোক ব্যথা নাহিক ক্রন্দন ।
মম ভাগ্যে নাথ হবে কি সে দিন, যবে সাধুসহ হব সুখাসীন,
তব গুণগান, যীশুকৃত ত্রাণ, সহস্র বদনে করিব কীর্তন ?

৯২

বাউলের সুর ।

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে তুমি ধরায় আস !
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আস !
এই অকুল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা বজ্বারে,
ঘোর বিপদ মাঝে কোন জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস ।
তুমি কাহার সন্ধান, সকল সূখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে !
এমন ব্যাকুল ক'রে কে তোমারে কঁদায় যারে ভালবাস ।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—কে যে তোমার সাথে সাথী
ভাবি মনে তাই,
তুমি মরণ ভুলে কোন অনন্ত প্রাণ সাগরে আনন্দে ভাস ।

৯৩

মেঘ—ঝাঁপতাল ।

তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহিরে নাহি দিশা,
একেলা ঘন ঘোর পথে পাছ কোথা যাও ?
বিপদ হুঃখ নাহি জান, বাধা কিছু না মান,
অন্ধকার হ'তেছ পার, কাহার সাড়া পাও ?
দীপ হৃদয়ে জলে, নিভে না সে বায়ু বলে,
মহানন্দে নিরন্তর এ কি গান গাও ?
সমুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয় রব
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও ?

৯৪

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

মরি কি করুণা তব হে বীণ করুণাময়,
তব প্রেম রূপাণ্ডনে মহাপাপী সাধু হয় ।
অতি দীন অভাজনে লহ তুমি বুকে টেনে,
তব প্রেম-সুখা পিয়ে, বিভোর পরাণে,
আপনা পাসরি প্রভু হয় সে তোমাময় ।
সংসার হুঃখ বেদনা, অভাব নিন্দা তাড়না,
সহে নিত্য নতশিরে মরণ যাতনা,
তব সম নগ্ন হ'য়ে ক্রুশে বিদ্ধ রয় ।
এ হেন বৈরাগ্য বীৰ্য্য, সুবিপুল প্রেম ধৈর্য্য,
রচয়ে মরত ধামে তব স্বর্গরাজ্য,
তারি কণামাত্র দীনে দাও হে দয়াময় ।

৯৫

খান্ধাজ—কাওয়ালী ।

হায়, কবে যাবে অভিমান, ওহে ভগবান,
তুণের চেয়ে নত হব, সহিষ্ণু তরুসমান,
তোমার প্রসাদে হবে স্তুতি নিন্দা সমজ্ঞান ।
ষেমন পবিত্র যীশু দেবরাজ মেষ শিশু
নীরবে সহিল কত নির্ধ্যাতন অপমান ।
পিতর ষোহন আদি আরো কত ব্রহ্মবাদী
স্বর্গরাজ্য তরে যারা ত্যজিল পরাণ ;
হইয়ে তাঁদের মত প্রেমানেলে শুদ্ধচিত
করিব আনন্দে নিত্য আপনারে বলিদান ।

৯৬

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

সবে তাঁরা মিলে গাহে—জয় প্রভু যীশু জয় !
শুধু যীশু পানে চাহে—জয় প্রভু যীশু জয় !
অশ্রুধারা গেছে মুছি', পাপ দুঃখ গেছে ঘুচি',
যীশু প্রেমে মত্ত তাঁরা, প্রেম গানে আত্মহারা !
তাঁর পানে চেয়ে গাহে—জয় প্রভু যীশু জয় !
সাধুর জীবন দাতা ! পাপী তাপী পরিত্রাতা !
রোগ শোক দুঃখানলে পাপলিপ্সা যাক্ জ্ব'লে,
সাধুসঙ্গে জীবনান্তে স্থান দিও পদপ্রান্তে ।

শম্ভোৎসর্গ পর্ব

—:~:—

৯৭

কেদারা—ঝাঁপতাল ।

তুমি ধন্ত ধন্ত হে, ধন্ত তব প্রেম, ধন্ত তোমার জগৎ রচনা।
একি অমৃত রসে চন্দ্র বিকাশিলে, এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ হিল্লোলে ।
একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, ভরিলে ধরা বিচিত্র শস্য সম্ভারে ।
একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে, কি মধু গীতি তুলিলে নদী কল্লোলে ;
একি মোহন রূপ জগতে দেখালে, বিদারি' হৃদয় তব পাতকী তরা'তে !

৯৮

ঝিঁঝিট—চৌতাল ।

তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন ।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাত্তি,
রূপরাশি বিকশিত-তনু কুসুম বন ।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘিরিয়া ফিরে নিরন্তর,
তোমার প্রেম চাহি ।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ ক'রেছে বরণ নিখিল জন ।

নববর্ষ

—:~:—

৯৯

মিশ্র ভৈরবী—একতালা ।

হে নম জীবনস্বামি !

আজি ভকতিপ্লুত হৃদয়ে এসেছি প্রণাম করিতে তোমারে !
কৃত সুখ কৃত শান্তি দিয়েছো, কতই রেখেছো আদরে,
সারাটী বরষ কত ভালবেসে করুণা ক'রেছো আমারে—
প্রাণ আজি তাই আপনা হ'তেই নুটায় নমিছে তোমারে ।
শত বাধা যবে রোধিয়াছে পথ, নিরাশা এসেছে জীবনে,
বেদনা যখন বেজেছে বক্ষে, আঁধার হেরেছি নয়নে ;
তপনি আশার জ্যোতিঃ বিকাশি' দূর ক'রে দেছো আঁধারে,
বিদূরি' ব্যথায়, বেদনা ঘুচায় সজীব ক'রেছো আমারে—
কৃতজ্ঞ হৃদয় তাই আজি কোটি প্রণাম করিছে তোমারে ।

১০০

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

এস প্রাণ-ভরা স্তবে ভাই ভগ্নী সবে করি তাঁর জয় গান,
যার করুণা-পীযুষ সারাটী বরষ ক'রেছি সকলে পান ।

জীবনের শত হরষ বিবাদে,

উৎসাহে সুখে দুঃখে অবসাদে,

শত রূপে যার শত স্নেহধার ক'রেছে সরস প্রাণ ।

এস কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রেম ভক্তি ভরে

ভাই ভগ্নী মিলি' প্রণমি তাঁহারে

আমাদের যিনি ত্রাতা গুরু স্বামী শ্রীযীশু মহীয়ান ।

১০১

ভীমপলশ্রী—একতাল।

ফুল হৃদয় আজিকে সবার—এসেছি বরষ পরে
তব গুণগান করিতে হরষে আনন্দে তোমার দ্বারে।
তোমার অনন্ত করুণাধারা জানে শুধু তারা পেয়েছে ধারা,
দেয় কত আশা কত যে ভরসা আসে গো হৃদয় 'পরে—
পেয়েছি সকলে 'আসিয়াছি তাই নমিতে আনন্দ ভরে।

১০২

কাফি—রাঁপতাল।

আজি এ প্রভাতে জাগো বিশ্ব সাথে
ভুবন ভরিয়া সঙ্গীতে,
এ নব বরষের কল্যাণ সম্ভার
জাগিয়া উঠুক ছন্দেতে !
তরুণ বরষের অরুণ উদয়ে প্রথম প্রভাতে রে,
নব অরুণিমা জনগণচিতে জাগায়ে নবীন সঙ্গীতে।
নবকর্মরাজি মঙ্গল সম্পূট
ভুবনেশ কল্যাণাশিসে রে
ভরি' লও পাত্রে—বরি নববর্ষে
দীক্ষার মঙ্গল মস্ত্রেতে !
সংশয় সঙ্কট সব অপরাধ কর দূর বিধাতা হে,
কর দূর বাসনা মিথ্যারি ছলনা, তোলো জয়গাথা সঙ্গীতে।

রাজ্য বিস্তার

—:~:—

১০৩

সাহানা—কাওয়ালী ।

বরষ আশিস্ বারি
আজি অবিরত ধারে বীণ্ড সবার উপরি ।
কি উপহার দিব আজি গুণধাম !
এই এনেছি ভগন চিত—লহ পাপহারি ।
জাল প্রেম-অগ্নি সকল হৃদয়ে,
সবে পরসেবা তরে যেন প্রাণ দিতে পারি ।
তব বলে কর সবে বলবান,
মোরা জীবন সংগ্রামে যেন জয়ী হ'তে পারি ।
পূর্ণ কর সবে পবিত্র আত্মার,
যেন ভারতেরে তব প্রেমে মাতাইতে পারি ।

১০৪

পিঙ্কু—ঠেকা ।

বাজ রে হৃদয় বীণে অবিশ্রান্ত বীণ্ড ব'লে,
নাচ ওরে আত্মা মম সেই সঙ্গে তালে তালে ।
প্রেম সুধা ক'রে পান মাত রে আমার প্রাণ !
কর ঈশ-গুণ গান ওরে নন কুতুহলে ।
যে প্রেম ঈশনন্দনে দেখালেন গেৎশিমানে
সেই প্রেম নানা তানে প্রকাশ জগতীতলে ।
ক্রুশের যাতনা যত, রে মম কঠিন চিত,
প্রেমে হ'য়ে বিগলিত জানাও পাতকীকূলে ।
যে শোণিতে পরিস্কৃত হ'ল তব পাপ যত
সে শোণিতের গুণ কত বল রে হৃদয় খুলে ।

*

*

*

ধনু ধনু ধনু আজি দিন-আনন্দকারী !
সবে মিলি' তব সত্য ধন্য ভারতে প্রচারি ।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্যনাম,
ভক্তজন সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি ।
নাহি চাহি ধন-জন-মান, নাহি প্রভু অন্ন কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী ।
তব পদে প্রভু লইলু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইলু যখন—জয় জয় তোমারি ।

ব'সে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী,
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধনু মানি' ।
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি' সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারী-মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি' ।
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ, বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি ;
তুমি না কহিলে কেমনে কব প্রবল অজেয় বাণী তব
তুমি না' বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি' ।

১০৭

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

তোমাতেই যেন সবার মাঝে আমার সকল কাজে প্রচারি—
তোমারই আড়ালে গোপনে আমারে যেন হে সতত রাখিতে পারি ।
তোমাতে জগতে দেখাতে গিয়ে আপনারে যেন নাহি দেখাই—
তোমার বারতা শুনাতে যেন আমার কথাটি নাহি শুনাই ।
গৌরব সদা তোমারই হোক স্বর্গ মর্ত্য ব্যাপিয়া—
আমি যেন শুধু ভ্রতের মত রহি দাস্তকর্মে যাপিয়া ।

১০৮

মিশ্র ।

দশ্ম তোমার তাগ ও ভালবাসা, আমরা তোমার ভকত নিঃশ্ব,
মিলেছি আমরা তোমারি আভানে আপন করিতে সকল বিশ্ব ।
বিশ্বে তুমি করিয়াছ যর, সব মানবেরে ডেকেছ ভাই,
হ'হাত বাড়িয়ে বৃকের মাঝারে রাজা কাক্সালের ক'রেছ ঠাই ,
পাপীরে টেনেছো মঙ্গল কোলে, পাপেরে রেখেছো বোজন দূরে,
গাহিলে পুণ্য বিজয় গীতিকা সপ্তক রাগে দীপক সুরে ।
মৃত্যু দানব দলনে বিশ্ব অস্ত্র মাগিল তোমারি কাছে,
কে জানিত এত করুণার বৃকে এমন বজ্র লুকানো আছে ;
মরণ আহবে আহতি দিয়েছ উরুর অস্থি বৃকের রক্ত,
বিজয় অর্থা সাজিয়েছে তাই মন্দিরে তব অব্যুত ভক্ত ।
প্রাচী তোমাতে করে নমস্কার, প্রতীচি তোমাতে আপন কহে,
সারা জগতের ব্যথিত গো যারা, তোমারি চরণে নুটায় রহে ;
চাহ নাই সেবা—বাপের ঘরের সব ছেলেদের চেয়েছো ইষ্ট,
সব ভাইদের বড় ভাই তুমি, লহ গো প্রণাম হে দেব খ্রীষ্ট ।

শ্রীমত-সঙ্গীত

১০৯

মিশ্র ।

উঠ ভক্ত, উঠ বীর,
ত্রীষ্ট চরণে প্রণত করিয়া শির,
প্রেমের মন্ত্র, সেবাব্রতঃলহ, সকল ধরিত্রীর ।
ষেথায় বেদনা বাজে সেথা বুক দিবে পাতি',
তোমার প্রাণের আলো উজলিবে মোহ-রাতি ;
আনো আনন্দ, যুচাও বন্ধ, মুছাও অশ্রু-নীর ।
গুরুর প্রণামী দিতে কি দান এনেছো আজ ?
সন্ন্যাসী সে যে গুরু, ভিত্তারীর মহারাজ,
সব যে সে চাহে, ভক্তেরা গাহে বিজয় বৈরাগীর ।

১১০

মিশ্র বেহাগ—একতালি ;

আমার জীবন বীণারে
তুমি এমনি ক'রে বাঁধ যেন তোমারই সুর ঝঙ্কারে,
শুধু তোমার সুরই ঝঙ্কারে ।
আমি বিশ্বমাঝে এ বীণা ল'য়ে
সদা ফিরিবো সবার দ্বারে দ্বারে, মধুর তোমার নাম গেয়ে,
তোমার ক্রুশের কথা প্রেম বারতা
বল্বো ডেকে সবারে,
যেন আমার মতন অধম যে জন—
পায় সে প্রভু তোমারে ।

১১১

কাফি—একতালা ।

প্রভু হে আনিলে যে কাজ করিতে প্রাণ তাতে দিলেম কই ?
আমি ভুলেও নারিছু আপনা ভুলিতে, এ ক্ষোভের কথা কারে কই !
কোটি নর নারী ভারতে আঁধারে হারায় তোমারে কাদে ওই,
পেয়ে তব জ্যোতিঃ এ কি হে করিছু, আপনি তাহারে আবরি রই !
নারিছু ভুলিতে মান অভিমান, আলস্ত জড়তা গেল কই ?
ঘোর স্বেচ্ছাচারে বাড়াছু আমারে, আমি হে আগারি, তোমার নই !
নব অগ্নি-দীক্ষা দাও হে আমারে, সে আগুনে পুড়ে তোমারি হই,
আলাই আগুন ভারত-কাননে, আপনা হারায় তোমারে লই ।

১১২

মিশ্র কেদারা—একতালা ।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !

কে আছে জাগিয়া পূর্বে চাহিয়া ?

বল সঘনে নিদ্রামগনে—

দেখ তিমির রজনী যায় অই, হাসে উধা নব জ্যোতির্ময়ী,
নব আনন্দে, নবজীবনে, ফুল্ল কুসুম, মধুর পবনে, বিহগকুলকুঞ্জে ।
হের আশার আলোকে জাগে, শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে,
চল যাই কাজে মানব সমাজে, চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে ।
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়,
অই দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ-স্বপন প্রায় ;
ফেল জীর্ণ চির পর নব সাজ, আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে ।

আমি ক্রুশ-ধ্বজা স্বন্ধে নিয়ে গেয়ে বেড়াব—
মধুর বীণা নামে নিজের মেতে ধরা মাতাব ।
গেয়ে আমি ক্রুশ গান জাগাইব মৃত প্রাণ,
বীণার ক্রুশ তলে দলে দলে সবে আনিব ।
বিদল বিপন্ন মাঝে যাব আমি ক্রুশ-সাজে,
আমি ক্রুশে গাঁথা জগজ্জাতা সবে দেখাব ।
দিতে হে পাপীরে ত্রাণ সঁপিলেন যিনি প্রাণ,
সেই বীণা নামে মহানন্দে জগৎ জিনিব ।

হরষিত মনে ভক্ত ক্রুশ কাঁধে লও,
যে পথে গিয়াছেন বীণা সেই পথে ধাও,
ফিরি' সবার দ্বারে দ্বারে ক্রুশ-সঙ্গীত গাও ।
অপূর্ব ক্রুশের কথা সবারে শুনাও,
প্রেমময়ের প্রেম-ফল পাপীরে বিলাও ।
নিজের মাতি' বীণা-প্রেমে অপরে মাতাও,
আশাহীনে সযতনে ক্রুশের কথা কও ।
ক্রুশে বিদ্ধ শাস্তি-রাজে পাপীরে দেখাও,
ক্রুশে প্রাণ ক্রুশে ত্রাণ—ঘরে ঘরে গাও ।

১১৫

মিশ্র ।

প্রভু, হউক ব্যাপ্ত তোমার সত্য জীবন নরণে,
সর্বদেশে সর্বকালে সকল ভুবনে ।
সবে আসে যেন তব পাশে পূজিতে তোমার,
লভে প্রসাদ, লভে শান্তি, ওহে দয়াময় !
পবিত্র হইয়ে তব প্রেম করণে ।

১১৬

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

বল রে বিপথগামিন্ আছে কি না আছে মনে
আমার ক্রুশের তলে যে কথা ছিল হৃদয়ে ?
প্রথম প্রণয় ভুলে সেবিছ দেখি ছাবলে,
হয় না কি কোন কালে মম প্রেম তব মনে ?
আমার যত বেদনা ভুলেও কি মনে পড়ে না ?
শোধেছি তোমার দেনা নিজ দেহ বলিদানে ।
উষার শিশির সম শুকাইল তব প্রেম,
তবু দেখিছ না ভ্রম মুদি' আঁখি এইক্ষণে ?
কোথা সে নিশার গীত, কোথা সে প্রকুল চিত ?
এবে বলি—কেন এত ভ্রমিছ হৃৎখিত মনে ?
ফির ফির ভ্রান্ত নর, আসিয়া আঘাত কর,
আমার প্রেমের দ্বার খুলে দিব সবতনে ।

১১৭

কীর্তন—একতালা ।

ত্রাণ যদি পাবে প্রাণ দিতে হবে,
নতুবা এ জালা যাবে না । (শুধু কথায় কিছু হবে না রে)
ও ভাই প্রেমের অনলে নিজে না দহিলে
সে দ্বারে পশিতে পাবে না । (আছতি না দিলে রে)
সেই শান্তি ধামে একা যায় না যাওয়া
একা ডাকিলে দেখা হবে না । (সবে মিলে চলরে)
ভাই প্রেম ডোরে বাঁধ পরস্পরে
বেঁধে কর রে সত্যের সাধনা ।
তোদের প্রাণে প্রাণে শক্তি জেগে উঠুক
দূরে যাক্ সব পাপ বাসনা । (পতিত পাবন নামে)

১১৮

লক্ষ্মী গজল—ঠুংরি ।

ওহে পাতকী জন লহ তাঁর শরণ
পাপী তাপী কারণ যার অবতরণ ।
যিনি গৌরবধূত, পরমেশ্বর সূত,
দিব্য দূত অযুত পূজে যার চরণ ।
যিনি স্বর্গ ত্যাগি' নর-দুঃখ-ভাগী,
নর মুক্তি লাগি' হন ক্রুশে নিধন ।
যিনি কত অজ্ঞান মৃত নর সন্তান
করি' দীপ্তি প্রদান দেন নিত্যজীবন ।
যীশু প্রেমসাগর ! যীশু পুণ্য আকর !
যীশু ত্রাণ-ভাস্কর ! সুখশান্তি-নিদান !

১১৯

বাহার—কাওয়ালী ।

কে যাবে কে যাবে সিয়োনে পিতার ভবনে ?
 ভেসেছে ত্রাণের তরি পাপীদের কারণে ।
 ছাড় ভাই ধ্বংস-দেশ, ত্বরা করি' চলে এস,
 পাপ ছুঃখ হবে শেষ, চল যাই সিয়োনে ।
 বিনামূল্যে করেন পার প্রেমী যীশু কর্ণধার,
 কেন কাল বিলম্ব কর, যাবে না কি সিয়োনে ?
 ত্রাণ তরি চ'লে গেলে কাঁদবে বসিয়া কূলে,
 ফিরিবে না আর ডাকিলে, চ'লে যাবে সিয়োনে ।
 যখন তোমার পিতা জিজ্ঞাসিবেন তব কথা,
 বলিব কি এ বারতা—আসবে না সে সিয়োনে ?

১২০

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

ক্রুশের সৈনিক ! তব এ ভাব কেমন ?
 বহিতে চাহ না ক্রুশ, এ কি মহা বিড়ম্বন !
 বিনা যুদ্ধে অকাতরে, ফুল শয্যায় শয়ন ক'রে,
 কে কবে স্বরগপুরে পেয়েছে জয়পত্র দান ?
 কাটার মুকুট না পরিলে সুবর্ণ মুকুট ভালে
 পায় কি কেউ কোন কালে, শুনিয়াছ কি কখন ?
 ক্রুশের সৈনিক যারা, নিজ রুধিরেতে তারা
 ক'রেছে প্লাবিত ধরা, হেসে দিয়াছে জীবন ।
 যীশু-ক্রুশ পানে চেয়ে তাজ মান লাজ ভয়ে,
 নিজ ক্রুশ স্বন্ধে ল'য়ে আনন্দে কর বহন ।

১২১

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে ?
ডাকিতে এসেছি তাই, চল স্বরা ক'রে ।
তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন-ধারা,
যুচিবে বিরহতাপ কতদিন পরে ।
আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে !
পুলকে জগৎ আজি কি মধু-শোভায় সাজে !
আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে,
তঁাহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে ।

১২২

ঝাঁঝিট—একতাল ।

ভজরে প্রভু দেব দেব সর্ব হিত-কারী রে ।
মননে পাপ তাপ যায়, অন্তর ছঃখ-হারী রে
যাঁহার দয়ার নাহিক পার, অবিরত স্রোতঃ বহিছে যার,
তঁাহারে সঁপিলে মন প্রাণ কি ভয় তোমারি রে !
তঁাহারি প্রীতি কুসুম কাননে, তঁাহারি শক্তি অসীম গগনে,
হেরিলে পুলকে পূরয়ে কার, উথলে প্রেম-বারি রে !
অমৃত জলেরি সেইত সাগর, কেন কাছে থাকি তুষায় কাতর,
অনায়াসে পান কর রে সে জল, চরম শাস্তি-কারী রে !

১২৩

বাউলের সুর—একতালা ।

যীশু পরম ধন !

তঁারে যত্ন কর আমার মন ।

প্রভু ছাড়িলেন স্বর্গস্থান, আইলেন মর্ত্য ভুবন,
ওমন তোমারি কারণ,

তিনি নরের জন্ত নরদেহ করিয়াছিলেন ধারণ ।

ও মন তোমার পাপের জন্তে গেংশিমানী বাগানে
কত দুঃখ তাঁর প্রাণে,

ও মন তোমার মহাপাপের জন্ত ক্রুশে করিলেন প্রাণ সমর্পণ ।

* * * * *
যে জন বিশ্বাসে করে সাধন সে পাইবে খ্রীষ্টধন,

সে ধন অমূল্য রতন,

ঐ ধন অনন্তকাল থাকবে রে মন, তার ক্ষয় নাহি হ'বে কখন
* * * * *

১২৪

মিশ্র ভৈরবী—আড়াঠেকা

বাহিরে দাঁড়ায়ে ওকে আঘাত করিছে দ্বারে ?

ভিজিছে মস্তক কেশ তীব্র নিশার শিশিরে ।

হাতে পায়ে ক্ষত চিহ্ন, প্রেমে মুখ পরিপূর্ণ,

সহস্রের অগ্রগণ্য, বাক্যেতে অমৃত ঝরে ।

মধুর আহ্বান তাঁর তুচ্ছ করি' কত বার

ব'লেছ মুখের উপর—নাহি সময় যাও ফিরে ।

উঠ, খুলে দাও দ্বার, দূর কর নিদ্রাভার,

পূজ যুগল পদ তাঁর, তনু মন সহকারে ।

বদি তিনি দুঃখ-ভরে দ্বার হ'তে যান ফিরে,

তখন পড়িবে ফেরে, কাঁদিলে পাবে না তাঁরে ।

প্রশংসা ও ধন্যবাদ

—:~:—

১২৫

আলোয়া—একতালা ।

অপার মহিমা তব, নাহিক হে তুলনা,
অতুল তোমার প্রেম কে করে হে বর্ণনা ।
তুমি নিজ পুত্র দিলে তারিতে পাতকী দলে,
দিয়াছ সকলি প্রভু করিয়া ত করুণা ।
শোক দুঃখে অভিভূত ছিলাম যখন পিতঃ
তোমারই প্রেম-বাহু ত ক'রেছে হে সাহসনা ।
তোমার শ্রীমুখ-জ্যোতিঃ দেখিয়াছি দিবারাতি,
রক্ষিয়াছ নাথ তুমি হ'তে বিপদ যন্ত্রণা ।
যাগ যজ্ঞে নহ প্রীত, তব যজ্ঞ চূর্ণ চিত,
লহ আজি তাহা পিতঃ, পূর্ণ কর কামনা ।

১২৬

কীর্তনান্দ--একতালা ।

অপূর্ব প্রেমে প্রভু এ জগৎ মাতালে,
তুমি প্রেম-বলে ধরাতলে বিজয়ী হইলে ।
তুমি প্রেম ক'রে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি প্রেম ক'রে নরের তরে এ ভবে আইলে ।
তুমি ভবে এসে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি ভবে এসে, কত ক্লেশে জীবন যাপিলে ।
তুমি পাপীর তরে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি পাপীর তরে জুশোপরে মরণ ভুগিলে ।

আমার প্রেম তরি, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি প্রেম-তরি, প্রেম করি' পাপী পার করিলে ।
আমার প্রেম রতন, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তুমি প্রেম রতন, তোমায় যতন ক'রব সর্বকালে ।
তোমার প্রেমরসে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)
তোমার প্রেমরসে বঙ্গদেশে মাতাও সকলে ।

১২৭

বসন্ত বাহার—কাওয়ালী ।

এস সবে জয় রবে যীশু-গুণ করি গান—
মহীয়ান যীশু অমর প্রধান,
পাপীর প্রাণ বাঁচাইতে ক্রুশে দিয়াছিলেন প্রাণ !
কাননবাসী মুনি ঋষি অনাহারে দিবানিশি
করি' ধ্যান তত্ত্ব নাহি পাইল যাঁহার,
সেই আরাধ্য যীশু হ'য়ে কুমারী-কুমার
মুক্তি-পথ প্রকাশিলেন সহ করি' অপমান ।
দূত-সেবা ত্যজ্য করি', স্বর্গ-সুখ পরিহরি,
দেখালেন প্রেম যীশু অতি চমৎকার !
নরে তারিবারে অবনীতে অবতার,
ত্রাণ-কার্য্য সমাপিলেন নিজ রক্ত করি' দান ।

১২৮

মিশ্র ভীঃপলশ্রী—একতালা ।

জয় জয় রবে গাব তব গুণ, তুমি মম পরিত্রাণ,
(আমি) জীবনে মরণে বীণ কভু ছাড়িব না তব প্রেম-গান ।
যদি অনাদরে করে ব্যবহার
সবে মোর প্রতি কারণে তোমারে,
(আমার) হৃদয় তবুও রহিবে অটল, ছাড়িবে না তব প্রেম-গান ।
(আমি) জানি মাত্র বীণ তোমারে আপন,
তোমা হ'তে প্রিয় নাহি কোন জন,
(আমি) তোমাতে পেয়েছি অনন্ত আশ্রয়, তব প্রেম নহে বর্ণিবার
ব্যর্থ নহে মোর জীবন ধারণ,
তোমাতে আমার অনন্ত জীবন,
(আমি) ধরিয়া বন্ধে ধরা-ক্লেশ ভার গাহিব তব প্রেম-গান ।

১২৯

রামকেলি—কাওয়ালী ।

আঁখি জল মুছাইলে প্রভুগো, অসীম স্নেহ তব,
ধন্য তুমি হে ধন্য ধন্য তব করুণা ।
অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে তারে বসাইলে পাশে,
তোমার ছয়ার হতে কেহ না ফিরে
যে আসে অমৃত পিয়াসে ।
দেখেছি আজি তব প্রেম মুখ হাসি,
পেয়েছি চরণ ছায়া,
চাহিনা আর কিছু, পূরেছে কামনা,
যুচেছে হৃদয় বেদনা !

১৩০

কীর্তন ।

প্রাণ ভরে আজি গান কর,
ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয় ।
ও ভাই শুন সমাচার—পাপীদের তার
লয়েছেন আপনি দয়াময় । (আর ভয় নাই রে)
প্রভুর প্রেম রাজ্য দেখে প্রকাশিল,
তার করুণা নামিল ধরায় । (পাপী উদ্ধারিতে)
এমন কৃপা ফেলে কেন দূরে গেলে,
বল কোথা আর জুড়াবে হৃদয় ;
আজ নয়ন ভরে প্রভুর রূপ হেরে
সবে গাওরে খুলিয়ে হৃদয় । (জয় যীশু বলে)

১৩১

টোড়ী ভৈরবী—একতালা ।

জয় নিত্যশ্রয় নিত্যানন্দ জয় জয় ঈশনন্দন !
সৃজন-পালন-তারণ-কারণ দাস-ত্রাস-হরণ !
আশ্রিত-জন-শরণ ভকত-হৃদি-রঞ্জন !
অনাথবন্ধু করুণাসিদ্ধ জয় জয় জগজীবন !
প্রীতি-শান্তি-আধার বিশ্ব-ভূপ সারাৎসার
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু জয় জয় মনোমোহন !

১৩২

মিশ্র ।

যেদিন তোমার অভয় চরণে লগ্নেছি শরণ মানব-ত্রাণ,
আসিল চিন্তে সে কি আনন্দ, আসিল শান্তি, জুড়াল প্রাণ !
তোমার বিমল প্রেমের প্রভায় ঘুচিল নিরাশা-আঁধার-রাতি,
গাহিল হৃদয় 'জয় যীশু জয়', পাতকি-তারণ, ত্রাণের জ্যোতিঃ !
ধন্ত তোমার করুণা অপার, তুমি যে হৃদয়-সবিতা-রাজ,
তোমার অমল-কিরণ-সম্পাত হরিল হৃদয়-তিমির আজ ।
উজল তোমার শীর্ষ-কিরীট, হস্তে তোমার তারকা সপ্ত,
কণ্ঠে তোমার ত্রাণের বারতা, করুণা-আলোকে ভুলোক দীপ্ত,
বিশ্ব তোমার প্রেমেতে রচিত, সিদ্ধ ঘোষিছে মহিমা উক্তি,
বন্ধে বহিছে অমিয়-প্রবাহ, ডাকিছ মানবে দিতে গো মুক্তি !
বহিব হরয়ে ক্রুশটী আমার, তোমার পদাঙ্ক লক্ষ্য করি,
স্বর্গ-গৌরব বিজয় মুকুট শোভিবে এ শিরে বিশ্বাস ধরি,
ক্লান্তি আমার ঘুচাবে স্নেহে, চলিব তোমার নামটি স্মরি,
হেরিব নয়নে চির-মধুস্বয়, ভকত-বাসনা সিয়োনপুরী ।

১৩৩

মিশ্র থান্ডাজ—কাওয়ালী ।

জয় রাজ-রাজেশ্বর সর্বগুণাকর !
জয় প্রভু যীশু মহিমা তোমার !
জয় জয় শান্তিদাতা ! জয় পাতকী ত্রাতা !
জয় যীশু তব প্রেম অপার !
সিয়োন সন্তানগণ কর নৃত্য জয়গান,
করছে প্রভুর নাম ভুবনে প্রচার ।

১৩৪

খান্নাজ—ঠুংরি ।

তুমি ধন্য তুমি ধন্য মানব পাপ তাপ হারী,
মানব তারণ করিলে সাধন বহু দুঃখ ধরি’—

তোমায় প্রণিপাত করি ।

সংসার সম্পদ জন, বিদ্যা বুদ্ধি আদি ধন,
বিফল সকল মানব-সম্ভাপ করিতে হরণ,

বিনা তব শাস্তি ধন ।

(তব) অপার প্রেম-সলিলে ভকতি-ভরে ডুবিলে
দুঃখ ঘাঁর, সুখ উপজয়, নিবায় পাপ অনলে,

তৃপ্ত মন শাস্তি ভগ্নে ।

তুমি পরম সুন্দর, তোমার মহিমা সুন্দর,
প্রেম সুন্দর, করুণা সুন্দর, সুন্দর সকলি তোমার,

তোমায় হেরি বারে বার ।

১৩৫

ইমন কল্যাণ—ক্লপদ বা পঞ্চম সোনারী ।

ধন্য ঈশ্বর-নন্দন, পাপ-বিনাশ-কারণ,

অধম তারণ হে যীশু হে ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি যীশু দয়াবান,

সর্বব্যাপী সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান ;

প্রকাশিয়া নিজ দয়া, নর অবতার হইয়া

এ জগতে আসিয়া দিলে দরশন,

পতিত-পাবন হে যীশু হে ।

ঐক্য-সঙ্গীত

সত্য দয়া ক্ষমা এই ত্রিগুণের আধান,
অনাদি অনন্ত যীশু সকলের প্রধান ;
পিতৃ-বক্ষস্থল ত্যগি' পাপিষ্ঠ নরের লাগি'
হইয়া প্রভু অনুরাগী লভিলে নিধন,
প্রায়শ্চিত্ত-কারণ হে যীশু হে ।

তুমি ভূত তুমি ভব্য তুমি বর্তমান,
তুমি ত্রিলোকের পতি অয়ং সনাতন ;
কে জানে তোমার মৰ্ম্ম. তুমি জগতের ধৰ্ম্ম,
তুবি গ্রীষ্মে পূর্ণ ব্রহ্ম, করণ-কারণ,
পাপ-বিমোচন হে যীশু হে ।
কাতর কিস্করে কর করুণা প্রদান,
অন্তে যেন শান্তিধামে পাই নিত্য স্থান ;
আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি শুভ মিনতি,
স্বৰ্গ-দূত তব স্তুতি করে অনুক্ষণ,
দেহি ধৰ্ম্ম মন হে যীশু হে ।

১৩৬

সিদ্ধ—কাওয়ালী ।

সব সুন্দর তব সুন্দর হে !
হে চিরসুন্দর ! হে চিরমধুর ! হৃদয় সখা যীশু হে !
জীবনের সুখে, জীবনের দুঃখে,
আশা নিরাশায়, আধারে আলোকে,
তোমার সহায় মধুর আশ্রয়—সুন্দর বড় সুন্দর হে !

পাপের ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গে
পড়ি' যবে প্রভু মরি আতঙ্কে,
তোমার চাহনি অভয় বাণী—সুন্দর বড় সুন্দর হে !
সুন্দর তব শাসন করুণা,
সুন্দর তব সাস্থনা তাড়না,
প্রেম উপদেশ, মঙ্গল আদেশ—সুন্দর বড় সুন্দর হে !

১৩৭

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

তুমি মম পালক, প্রভু দয়াময় হে,
তোমার প্রসাদে কোন অভাব না রয় হে ।
আত্মার বল তুমি, তুমি ধর্মের গুরু,
সকলি তোমার মহা-মহিমার জয় হে ।
মরণের অন্ধকার উপত্যকা মাঝে
চলিতে চলিতে কভু হব না হে ভীত ;
তুমি মম সঙ্গে আছ অবিচ্ছেদে,
তোমার শাসন-দণ্ড সাস্থনা অক্ষয় হে ।
তুমি কর স্নেহ-সিক্ত উত্তপ্ত মস্তকে,
পরিপূর্ণ সুখ শান্তি দিতেছ পলকে ;
আজীবন তব দয়া লভিব হে আমি,
থাকিব তোমার গৃহে নাহিক সংশয় হে ।

১৩৮

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ঋবজ্যোতিঃ তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ হুঃখ জালা সেই পাসরে,
সব হুঃখ জালা সেই পাসরে ।

তোমার জানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ।

১৩৯

ভৈরবী—ঠুংরি ।

জয় বীণা গুণনিধি ভক্ত-চিতহারী, দেব মানব-কুলপাবন—
চরিত নিৰ্মল, সুন্দর কোমল, দীন-জন হুঃখনাশন ।
পাপ অপরাধ দেখি জগতে দহিল তব প্রাণ মন,
বিষম সে ভার, ঘোর দুরাচার, মস্তকে করিলে ধারণ ।
পথে পথে বনে বনে, পতিত অধম সনে ভ্রমিলে দীনের মতন,
পর হুঃখে হুঃখী হ'য়ে, সব সুখ ত্যাগিয়ে, শিখালে চরম সাধন ।
ক্ষুধা নিদ্রা গৃহবাস পরিহরি সেবিলে পিতার চরণ,
(আহা) তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক ব'লে চিরদিন করিলে
আত্ম বিসর্জন ।

সুকুমার শিশু যথা মারিলে না কহে কথা, তেমনি তোমার আচরণ,
(আহা) অনায়াসে শত্রু করে ধরা দিলে আপনারে ক্রুশাঘাতে
বধিতে জীবন ।

ধন্ত তব পুণ্য নাম, অমূল্য গুণগ্রাম, স্মরণে ঝরে ছনয়ন,
তোমার চরিতামৃত হৃদক মম শোণিত বল বুদ্ধি জ্ঞান প্রাণ মন ।

ধ্যান ও প্রার্থনা

—:~:—

১৪০

বেহাগ—তেওরা ।

অধম পতিত জনে কেন ভালবাস এত ?
থাক তারি কাছে কাছে নিশিদিন অবিরত ।
যে তোমায় সদা ভুলে যায়
প্রেমময় তুমি ভোলো না ত তায় !
প্রেম-ডোরে বেঁধে তারে কর চির অনুগত !
পাপে যে হ'য়েছে মলিন,
নাহি ভক্তি, প্রীতি, ধরম-বিহীন,
প্রেম-নীরে ধুয়ে তারে ক্ষম তার পাপ যত ।
পেয়ে তোমার দয়া অনুক্ষণ
মোহাবেশে তবু রহে অচেতন,
মধুর স্বরে জাগাও তারে ক'রে তুমি প্রেম কত ।

১৪১

ভৈরবী—একতারা ।

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে,
নির্মল কর, উজ্জল কর, সুন্দর কর হে ।
জাগ্রত কর, উত্তত কর, নির্ভয় কর হে,
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে ।
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ ;
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে ।

১৪২

ভৈরবী—একতাল।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী ।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি', চরণে রাখি' আশা,
দাও হুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি ।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নানি ।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে হুঃখ পাই বাসনা-অনুগামী ।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিল-ধোত হৃদয়ে থাক দিবস ধামী ।

১৪৩

মিশ্র বেলাওল—কাঁপতাল।

রেখ হে মগন মোরে সতত তোমার কাজে,
রাখিবে হে ষতদিন তোমার ভুবন মাঝে ।
তব রক্তে করি' স্নান, প্রেম সুধা করি' পান,
বিলাব তোমার নাম ভারত ভবন মাঝে ।
প্রেম-অমৃত সাগরে ডুবিব ডুবাব 'পরে,
খোষিব সদা তোমাতে আমার সকল কাজে ।

১৪৪

বি'বিট—কাওয়ালী ।

অক্ষয় আনন্দধামে চলরে পথিক মন,
পাইবে শাস্ত ত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন ।
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,
প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোকভঞ্জন ।
শান্তি নামে পুণ্য নদী বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি করিলে অবগাহন ।
অজস্র অমিয় সুখা বাঞ্ছা পূরে পাবে সদা,
যুচিবে আত্মার ক্ষুধা সে সুখা করি' সেবন ।

১৪৫

বেহাগ—তেওরা ।

আজি এসেছি কাতর প্রাণে ভিক্ষা মাগিতে গো !
করণ নয়নে চাহ দীন পানে করুণা-স্বামী গো !
শুনেছি তোমার দ্বার হ'তে চ'লে যায় না ভিখারী
ফিরে কোন কালে,
এসেছি ছুটিয়া সে আশার বলে তোমারি চরণে গো !
সংসার বাঁধনে বড়ই বেঁধেছে, প্রলোভনে মোরে বড়ই ঘিরেছে,
পাপের দাহনে বড়ই জলিছে দগ্ধ হৃদয় গো—
তুমি এ বাঁধন দাও হে ছিঁড়িয়া, এ মহা যাতনা দাও ঘুচাইয়া,
তব স্নেহ কোলে লও হে টানিয়া অধম পাপীরে গো !
চাই শুধু তব শ্রীমুখ দেখিতে, স্নেহ-সুখা মাথা বচন শুনিতে,
শ্রীপদপ্রাপ্তে পড়িয়া থাকিতে জীবনে মরণে গো—
চাহি নাকো আমি বশঃ মান ভার, চাহি নাকো প্রভু
কোন কিছু আর,
তুমি আছ যার কি অভাব তার—তুমি যে সকলি গো !

১৪৬

মিশ্র—একতালা !

আমায় করছে তোমাময় !
তোমার আমার এই মিলনের মাঝে
কোন বাধা, যেন কোন ব্যবধান, কোন কিছু আর নাহি রয় ।
ঘুচে যাক্ সব সন্দেহ আঁধার,
ঘুচে যাক্ যত মনের বিকার,
যাহা কিছু মোরে টেনে রাখে দূরে
সব ঘুচে হোক্ লয় ।
তব ইচ্ছা হোক্ প্রতিজ্ঞা আমার,
মনোসাধ হোক্ অনুজ্ঞা তোমার,
তব প্রেম ধ্যানে, তব গুণ গানে,
হোক্ এ জীবন মধুময় !

১৪৭

বিভাস—আড়াঠেকা ।

আমার প্রাণ তাঁরে চায়
লৌহ শলাকার চিহ্ন যার হাতে পায় ।
যার বিশ্ব ওষ্ঠাধরে ত্রাণ-মধু সদা ফরে,
পাপীর প্রাণ স্নিগ্ধ করে বাঁহার প্রণয় ।
বাঁহার প্রেম সলিলে কঠোর অন্তর গলে,
পাপীর কারণে জলে বাঁহার হৃদয় ।
যার আলিঙ্গন পেয়ে ভক্তগণ নিরভয়ে,
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে সঁপেছিল কায় ।
বীণা তরে মম প্রাণ কাঁদিতেছে অশ্রুক্ষণ,
প্রেমেতে পীড়িত মন, ব্যাকুল হৃদয় ।

১৪৮

কাফি—একতালা ।

যেন জীবনে মরণে তোমারি চরণে পড়িয়া থাকিতে পাই—
এই বর আজি দাও মোরে স্বামী, এই বর আমি চাই ।
সংসার তাপে দ্বংথ বেদনায় যেন গো এ প্রেম নাহি শুকায়,
তোমা ছাড়া যেন কভু প্রিয়তম অন্ম পানে মন নাহি ধায় ।
তোমারি কার্যো তোনারি সেবায় এ জীবন যেন ব্যয়িত হয়,
তোমারি আদেশ পালনই প্রভু যেন সদা মম লক্ষ্য হয় ।

১৪৯

মিশ্র খান্সাজ—একতালা ।

আমার এ জীবনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
তোমারে আমি যে চাই গো—
সুখে দুঃখে শোকে আঁধারে আলোকে
মোর প্রাণে তুমি থেকো গো !
প্রলোভন যবে ঘেরিয়া আমারে
ল'য়ে যেতে চায় তোমা হ'তে দূরে,
তব অভয় বাণী প্রাণের ভিতরে
শুনিতে যেন পাই গো !
সুখের মাঝারে আমি তোমায় চাই,
দুঃখে যেন গো কভু না ডরাই,
যাহা দিবে তুমি ল'য়ে যেন তাই
তোমা পানে চেয়ে রই গো !

১৫০

ভীমপলশ্রী—একতালা ।

আমার শুধু সে শক্তি দিও হে—
যেন ভুলে কোন দিন তোমার বিচার
অবিচার নাহি ভাবি হে !
স্বথ পেয়ে যদি তোমারে হারাই,
স্বথে মোর কাজ নাই হে,
আমায় দুঃখ দিও—শুধু তার সাথে যেন
তোমারে হৃদয়ে পাই হে !
যাহা কিছু মোরে টেনে ল'য়ে যায়
তব পথ হ'তে বিপথে,
কঠিন আঘাতে দূর ক'রে দিও,
রক্ষিও মোরে তা' হ'তে ;
যদি ব্যথা লাগে, তোমার পরশ
বেদনা ভুলায়ে দিবে হে—
যা' ঘটে ঘটুক, শুধু যেন স্বামী
আস্থা টুকু নাহি টুটে হে ।

১৫১

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ।
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে ।
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করছে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে ;
যাচি হে তোমার চরম শাস্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে ।

১৫২

ধূন—ঠংরি ।

অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ,
তুমি করুণামৃত সিদ্ধ, কর করুণা কণা দান ।
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষণ সম,
প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান ।
যে তোমারে ডাকে না হে, তা'রে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হ'তে দূরে যে যায় তা'রে তুমি রাখো রাখো ;
তৃষিত যে জন ফিরে তব স্নান সাগর তীরে
জুড়াও তাহারে স্নেহ নীরে, স্নান করাও হে পান ।

১৫৩

কাফি—চৌতাল ।

আছ হিম্মার মাঝারে তবু ভুলে থাকি,
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতিঃ,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ।
অকুলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে বাই মরণের পারাবারে ।
কান্দাল সখা বীণা ! তুমি যার প্রভু
তার কি ভাবনা এ ভব সংসারে ।

১৫৪

কীর্তন ।

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাই নি,
আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানেই চাইনি ।
আমার সকল ভালবাসায়, আমার সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, আমি তোমার কাছে বাইনি ।
তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে ছিলে আমার খেলায়,
আনন্দে তাই ভুলে ছিলাম, কেটেছে দিন হেলায় ;
গোপন রহি গভীর প্রাণে, আমার ত্রুণ-সুখের গানে
স্বর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান ত গাই নি ।

১৫৫

কীর্তন ।

(লোফা) এই ত হৃদয়ে রে এই ত হৃদয়ে
আমার প্রাণসখা সদা বিরাজিত রে
আমি বখন ডাকি, (ডাকি) প্রেমভরে, (তোমায় দেখ'ব ব'লে হে)
দেখি আছ হৃদয় আলো ক'বে রে । (প্রাণের মাঝে প্রাণসখা)
(দশকুলী) তুমি আছ নাথ মম হৃদয়ে আমি দেখি না বারেক চেয়ে,
মোহে মগন নিশিদিন, (চেয়ে দেখিনা দেখিনা সখা তোমার
অতুল শোভা)
আমি চাহি দারাসুত পানে, চাহি ধন উপার্জনে,
তাহে নহে তিরপিত মন । (শান্তি তাহে যে নাই হে—শান্তি
নিলয় ছাড়ি)
যদি মধুর পিয়াসা নাথ জলে নিবারণ হ'ত
(তবে) ধাইত না অলি মধুপানে । (এত ব্যাকুলিত হ'য়ে হে)
আমার প্রাণের পিয়াসা নাথ কিছুতেই ঘুচিবে না ত
তব প্রেম মকরন্দ বিনে ।

(খয়রা) তাই বলি হে প্রভো ! হৃদয় কানন মাঝে
বিহর নাথ নিশিদিন হে । (আমার হিয়াবন আলো করি)
প্রেম তটিনী তটে, ও পদপল্লব নিকটে
(আমি) বৈঠিব আনন্দে নাথ, হবে কি হেন স্মৃদিন হে ।
তুলি সুললিত তান আমি ডাকিব তোমারে হে ;
অমনি প্রাণসখা দিবে দেখা হৃদয় মাঝারে হে ।
(আমার হিয়াবন আলো করি)

১৫৬

কীর্তনভাঙ্গা সুর—ঝাঁপতাল ।

এ কি মোহন দেউল গড়িলে মরু প্রান্তরে !
শীতল অঙ্গনে যাত্রী সংসার জ্বালা পাসরে ।
এ দেউল রচনা তরে হ'লে বিদ্ধ ক্রুশোপরে,
দেহ প্রাণ অকাতরে বিসর্জিলে প্রেমভরে ।
সে প্রেম সম্ভাপহারী, ভক্তচিতে অবতরি
গড়ে যুগ যুগ ধরি' দেউল জীবন্ত প্রস্তরে ।
আছে হেথা উৎসারিত, অনন্ত জীবন স্রোতঃ,
হ'য়ে তাহে নিমজ্জিত পাপীজনে মৃত্যু তরে ।
দেউলে শোভিছে বেদী, হত যাহে নিরবধি
মেঘশিশু পুণ্যজ্যোতিঃ তরা'তে পাতকী নরে ।
সে উৎসৃষ্ট দেহরক্ত ভোজনেতে পরিতৃপ্ত
ক্ষুধিত যতেক ভক্ত তব স্তুতি গান করে ।

১৫৭

বিভাস—একতালা ।

এ জগতের মাঝে তব বীণা বাজে,
ডাকিছ মানবে তুমি অবিরত ;
সাগরে কান্তারে পৰ্ব্বত শিখরে তব প্রেম গীতি ধ্বনিছে নিয়ত ।
তব প্রেম বীণা গগনে পবনে, পত্রে পুষ্পে ফলে বিহগ কুঞ্জে,
পিতৃমাতৃ স্নেহে সখার নয়নে,
দম্পতি প্রণয়ে হ'তেছে ঝঙ্কত ।
সে প্রেম আহ্বান ভকতের প্রাণে জাগাইছে বাণী গভীর নিঃস্বনে,
পশিয়া মানব হৃদয় অঙ্গনে
উদাসী করিছে নরনারী চিত ।
মানবের সহ মিলন পিয়াসে হ'লে অবতীর্ণ মানবের বেশে,
নিখিলের ব্যথা বহিয়া নিঃশেষে,
মানবের পাপে হ'লে ক্রুশে হত ।
হে মৃত্যু বিজয়ী, তোমারি জীবনে কর সঞ্জীবিত দীন অভাজনে,
নাশ পাপতৃষ্ণা অমৃত সিঞ্জে
ধরাতলে স্বর্গ কর প্রতিষ্ঠিত ।

১৫৮

স্বরট মল্লার—একতালা ।

করি নিবেদন ধরি' শ্রীচরণ, ওহে দীননাথ যীশু দয়াময়,
তোমার পরশে প্রেম সুধারসে দেহমন যেন অভিভূত রয় ।
আমিত্র আমার করিয়া নিধন, কর প্রভু মোরে তোমারি বাহন,
হৃদয় মাঝারে তোমারি আসন করহে রচনা করুণাময় ।

নয়নে শ্রবণে কর অধিষ্ঠান, রসনায় কর তব বাণী দান,
হস্ত পদ দিয়ে স্বকার্য সাধিয়ে তোমাতে আমারে করহে লয় ।
দেহ প্রভু দীনে প্রেম আলিঙ্গন, দুঃখব্যথা তব করিব বরণ,
তব ক্রুশ-কৃত করহে মুদ্রিত দেহে চিতে প্রাণে, এই অনুনয় ।

১৫৯

মুলতান—৪৭ ।

কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে
(আমার) হৃদয় নিভূতে, নাথ, যাহা আছে লুকায়ে ।
ধনজন যৌবন, পাপ পূর্ণ এই মন,
যার লাগি যেতে নারি তোমার ঐ আলয়ে ।
এ সব নাশ হে তুমি, কৃপা করি' হৃদয় স্বামী,
দেও হে জনমের মত তব প্রেমে মাতায়ে ।

১৬০

ইমন কল্যাণ—

কুতাজলিপুটে চরণে তোমারি
মাগি ভিক্ষা প্রভু পতিত পাবন,
চাহি না ঐশ্বর্য্য ধনজন রাজ্য,
রহি যেন সদা দীন অভাজন ।
দুঃখ ব্যথা মোরে দিও দয়া ক'রে
সুখ নিদ্রা ঘোরে রেখ না মগন ।
তব আলিঙ্গনে প্রেম ছতাসনে
দহে হৃদি যেন, হে পাপ নাশন ।

১৬১

বাউল—থেমটা ।

তোমার ছেড়ে কোথায় যাব, এমন আর কেবা আছে,
তুমি যেমন পাপীর বন্ধু, এমন স্নহদ্ কে বা আছে ।
যখন পাপ-সাগরে প'ড়ে থাকি অন্ধকারে,
তখন আমার করে ধ'রে, উদ্ধারে আর কে বা আছে ।
যখন শূন্য হৃদয়ে কাঁদি ব'সে নিরাশ হ'য়ে
তখন প্রেমভরে আশ্বাসিয়ে চক্ষের জল দেও গো মুছে ।
এত ভালবাস তুমি, (তবু) তোমাকে না চিন্লাম আমি,
ছেড় না ছেড় না তুমি, থেক আমার কাছে কাছে ।

১৬২

আলেক্সা—ঝাঁপতাল ।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্জবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ।
যথা আমি বাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণ ধারা ।
তব মুখ সজোপনে, জাগিতেছে সদা মনে,
তিলেক বিচ্ছেদ হ'লে না দেখি কুল কিনারা ;
কখন বিপথে যদি, বাইতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি, সরমে সে হয় সারা ।

১৬৩

কীর্তন ।

দয়াল যীশু হে, যীশু আমার, আমায় কেন ডাক সখা বলে আর,
(আর ডেকোনা ডেকোনা, ডেকোনা হে) (অমন ক'রে সখা বলে)
আমায় অমন ক'রে, আমার নামটি ধ'রে, দয়াল ডেকোনা ডেকোনা হে,
তোমার মধুমাখা স্বর শুনে আমি লাজে মরে যাই প্রাণে হে ।
কলুষ সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে,
তার কি গুণে ভুলিয়ে, দয়াল যীশু যীশু আমার,
তুমি সখা বলে ডাক তায় হে । (একি ভালবাসা)
যে জন মোহ মদে মত্ত সদাই উন্মত্ত গরবে গর্ষিত রয় হে,
তার স্মরি কিবা গুণ, যীশু জ্ঞানধন, তুমি সেধে ভালবাস তায় হে ।
আমি বুঝিষু এখন পতিত পাবন তোমার প্রেমের রীত,
যে জন চাহে না তোমারে চাও তুমি তারে, ডাকিয়া কর সুহৃদ ।
যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধু দেখাতে ঐ প্রেমসিদ্ধি,
তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে । (আর ছেড়না ছেড়না হে)

১৬৪

মিশ্র—ঠুংরি ।

দাও হে আমার ভয় ভেঙ্গে দাও,
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ।

পাশে থেকে চিন্তে নারি কোন্ দিকে যে কি নেহারি,
তুমি আগার হৃদবিহারী হৃদয় পানে হাসিয়া চাও ।
বল আমায় বল কথা, গায়ে আমার পরশ কর,
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় তুমি তুলে ধর ।
বা বুঝি সব ভুল বুঝি হে, যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে কান্না মিছে, সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও ।

১৬৫

রামকেলী - কাওয়ালী ।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে,
চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দূরান্তর গগনে ।
দেখিব তোমায় গৃহ মাঝারে, জননী মেহে ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে,
হেরিব উৎসব মাঝে মঙ্গল কাষে, প্রতিদিন হেরিব জীবনে ।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্তি তব শোকে ভ্রুংখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর আসনে ।

১৬৬

দেশ—আড়াঠেকা ।

পসারিয়া দুই বাহু ওই কে ডাকিছে,
মেহ-কাতর চোখে চেয়ে রয়েছে ?
কণ্টক বিধিছে শিরে, হস্তে পদে রক্ত ঝরে,
নিখিল মানব তরে প্রাণ সঁপিছে ।
বিষয়বাসনাবিষে জর জর প্রাণ—
মরীচিকা পানে ছুটি' দিবা অবসান ;
জুড়াও তুষিত হিয়া, দিয়া, প্রভু, পদছায়া,
তব কৃপাবারি আশে, পাপী এসেছে ।

১৬৭

কীর্তন ।

প্রভু-পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে ?

কি ছার সংসার সুখ সেই সুখরাশি কাছে রে ! (একবার ভেবে দেখ রে)

রসনা সে রস যদি বারেক চাখয় রে ;

(তবে) অণু রস আশ, না থাকে পিয়াস, পরাণ মগন হয় রে । (সেই সুধাহ্রদে)

সে প্রেম রসেতে মজি আপনা পাসরি রে ;

দেখ যত সাধু জনে, সে পদ সেবনে, রত প্রাণপণ করি রে । (এ জনমের মত)

সে প্রেম অনল সম প্রাণে যদি লাগে রে ;

তবে কুবাসনা চয় হয় ভস্মময়, খীষ্ট ভাতি জাগে রে । (হৃদয় আলো করি)

১৬৮

খাস্তাজ—একতালা ।

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ ;

তব ভুবনে তব ভবনে

মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান ।

আরো আলো আরো আলো

এই নয়নে প্রভু ঢালো ;

সুরে সুরে বাঁশি পূরে

তুমি আরো আরো আরো দাও তান ।

আরো বেদনা আরো বেদনা

দাও মোরে আরো চেতনা ;

দ্বার ছুটায় বাঁধা টুটায়

মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে ;
সুখা ধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো কর দান ।

১৬৯

ভৈরবী—একতাল।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়, গাহি ব'সে তব গান ।
অস্তরধামী, ক্ষম সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন, ভক্তি বিহীন তান ।
ডাকি তব নাম শুধু কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে ;
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান ।

১৭০

ঝিঁঝিট (কীর্তন)—একতাল।

সাধ মনে যীশু ধনে নয়নে নয়নে রাখি,
করি নাম গান প্রেম সুধাপান চরণামৃত অঙ্গে রাখি ।
(যীশুর চরণামৃত)
ভজি তাঁর পদ, দিবে প্রাণ মন, প্রেমাম্বল রসে হইয়ে মগন,
তঁহারি কথায় তঁহারি সেবায় দিবানিশি মজে থাকি ।
হৃদে ল'য়ে তাঁরে বাহিরিব পথে, কণ্টক মুকুট পরিব মাথে,
জীবন ভরিয়া হলাহল পিয়া মরণেরে দিব ফাঁকি ।

১৭১

কীর্তন—থয়রা ।

হৃদয় আসনে বসায়ে যতনে হেরিব হে তব মুখ ।

(বড় সাধ আছে নাথ, বহুদিন হ’তে মনে বড় সাধ আছে হে,
ঐ রূপ নিরখি হে ;

অতি সংগোপনে হৃদয় মাঝে নিরখি হে)

হেরি ক্রুশবিক্রূপ পরাণ গলিবে উপজিবে কত দুঃখ ।

(তোমার রূপ হেরি)

যে রূপ ধেম্মানে বিষয় বন্ধনে ছেদিল সাধকগণ ; (এ জনমের মত তারা

বাধন কেটেছেন হে ; বাধন ছিন্ন করে ডুবেছেন রূপসাগরে)

আমি সে রূপ-অনলে দেহ, প্রাণ, মন করিব হে বিসর্জন ।

(চিরদিনের মত, অনলে পতঙ্গ প্রায়)

বড় আশা মনে প্রেম নয়নে নিরখিব ঐ রূপ ; (ঐ রূপ নিরখিব হে,

অতি সংগোপনে হৃদয় মাঝে নিরখিব হে ;

সেথা তুমি র’বে আর আমি রব হে)

আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে ও পদ কমলে হ’য়ে রব হে মধুপ ।

(ঐ প্রেক বিদ্ধ পদে)

নয়নাশ্রুজলে ও পদ পাখালি, বসাইব হৃদাসনে ;

(মগ্ধলিনীর মত, চক্ষের জল দিয়ে ঐ অভয় পদ ধুয়াইব ;

চক্ষের জল বিনা পাপীর আর কি ধন আছে হে)

আবার প্রেম চন্দনে করিয়ে চর্চিত পূজিব আনন্দ মনে ।

(ভক্তি কুসুম দিয়ে)

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

১৭২

কীর্তনাস্ত্র—একতালা ।

আমি সংসারে মন দিয়েছিছু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি স্নেহ ব'লে দুঃখ চেয়েছিছু, তুমি দুঃখ ব'লে স্নেহ দিয়েছ !

(দয়া ক'রে) (দুঃখ দিলে আমায় দয়া ক'রে)

হৃদয় বাহার শত খানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ।

(কুড়ায়ে এনে) (শত খান হ'তে কুড়ায়ে এনে)

স্নেহ স্নেহ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বুঝালে ।

(বুঝিয়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি' বুঝিয়ে দিলে)

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিছু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমার দ্বারে !

(কোথা দিয়ে আমায় এনেছ, আমি না জানিতে)

১৭৩

নায়েকী কানেড়া—একতালা ।

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবন-নাথ ।
যে দিন তোমার জগত নিরখি' হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি'
সে দিন আমার নয়নে হ'য়েছে তোমারি নয়নপাত ।
বারে বারে তুমি আপনার হাতে, স্বাদে সৌরভে গানে,
বাহির হইতে প্রশ্ন ক'রেছ অন্তর মাঝখানে ;
পিতৃ মাতা ভ্রাতা, সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি' হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথ ।

১৭৪

কীর্তনঙ্গ — একতালা ।

(আহা) ধন্য সেই জন তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে যেই দান,

(তুমি) চিরদিন তরে প্রভু হে তাহারে ক'রেছ অভয় দান ।

(চিরদিন তরে)

(আহা) পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, মৃতপ্রায় যে জীবন,

ওহে প্রাণাধার পরশে তোমার পায় সে নবজীবন ।

(চিরদিন তরে)

(তোমায়) লৌহময় প্রাণ করিলে অর্পণ, গোণার প্রাণ কর দান,

আমি সব জেনে শুনে তোমার চরণে সঁপি না এ ছার প্রাণ !

(অন্ধের দশা দেখ)

(আমার) ঐহিকের সুখ হবে না ব'লে দিলাম না প্রাণ তোমায়,

আমার এ সংসারের সুখ তাও তো হ'ল না, দুকূল হারালেম হায় !

(অন্ধের দশা দেখ)

(আমার) ঘুচাও এ দুর্ন্যতি, দাও শুভমতি, দাও জলন্ত বিশ্বাস,

আমি দেহ মন প্রাণ তোমায় ক'রে দান হইব হে তব দাস ।

(চিরদিন তরে)

১৭৫

ভীমপলঙ্গী — একতালা ।

আমি চাহি নাকো প্রভু বড় হ'তে আর, জগতের যশঃ লভিতে,

আপনা ভুলায়ে চাহি নাকো আর মিথ্যার বোঝা বহিতে ।

আমার সকল গর্ব দূর ক'রে দাও, করহে আমায় নত,

ভেঙ্গে চূরে প্রভু ক'রে লও মোরে তোমারি মনের মত ।

তোমারি চরণে রেখো চিরদিন ভকতি অচঞ্চল,

এ জীবন যেন তোমারি সেবায় রহে চির উজ্জল ।

শ্রীমত-সঙ্গীত

১৭৬

মিশ্র বারোয়া—একতাল।

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে—হবে গো এই বার,

আমার এই মলিন অহঙ্কার।

দিনের কাজে ধূলা লাগি' অনেক দাগে হ'ল দাগী,

এমনি তপ্ত হ'য়ে আছে সহ্য করা ভার—

আমার এই মলিন অহঙ্কার।

এখন ত কাজ সাজ হ'ল দিনের অবসানে,

হ'ল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল এাণে ;

স্বান ক'রে আর এখন তবে, প্রেমের বসন প'রতে হবে,

সন্ধ্যা বনে কুসুম তুলে গাঁথতে হবে হার—

ওরে আর, সময় নেই যে আর।

১৭৭

জয়জয়ন্তী - একতাল।

জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এস,

সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এস।

কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার,

হৃদয় প্রান্তে হে নীরব নাথ শাস্ত চরণে এস।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে প'ড়ে থাকে দীনহীন মন,

ভ্রমার খুলিয়া হে উদার নাথ রাজ-সমারোহে এস।

বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবাধে ভুলায়,

ওহে পবিত্র ওহে অনিদ্র রত্ন আলোকে এস।

১৭৮

মিশ্র জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল ।

প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণারাম !
 কি যেন নুকানো নামে তাই মিষ্ট এত তব নাম !
 নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
 বিশ্বে বহে প্রেম-নদী—সুধার ধারা অবিরাম !
 নামে ভুলায়েছ যারে সে কি বেতে পারে দূরে ?
 নাম-রসে যে ডুবেছে—সে বুঝেছে কি আরাম !
 আমাদের ভুলায়ে রাখ, হৃদি আলো ক'রে থাক,
 জীবনে মরণে গম—তুমি চির সুখধাম !

১৭৯

ভৈরবী—একতালা ।

যীশু কর হে মোরে গ্রহণ—

অধম দুর্বল নাহিক সম্বল, কৃপা পাব ব'লে ল'য়েছি শরণ ।
 পাপে কলঙ্কিত, প্রেম-ভক্তি-হীন, মোহপাশবদ্ধ, নহি ত স্বাধীন,
 শত অপরাধী অন্ধ অজ্ঞান—কর প্রভু মোরে কর কৃপাদান ।
 সংসার বাসনা কর হে বিনাশ, সর্বস্ব লইয়া কর তব দাস,
 মাটিতে রাখ হে তুণের সমান, নাশ তুচ্ছ ধন জীবনের অভিমান ।
 যেমন ক'রে রাখ কোন ক্ষতি নাই, শুধু পদপ্রান্তে পাই যেন ঠাঁই,
 চরণ ভরসা ত্রিচরণ তব পাই যেন বক্ষে করিতে ধারণ !

১৮০

কাফি সিন্ধু—একতালা ।

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এ জীবনে,
 তবে তোমার আমি পাইনি যেন এ কথা রয় মনে,
 যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই হু' হাত ভ'রে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ।
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ।
যতই উঠে হাসি, ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ।

১৮১

কীর্তনাজ—একতারা ।

যীশু তুমি জীবন-সম্বল, তুমি পাতকী-বান্ধব,
তুমি প্রেমের নিদান, সত্য সনাতন, অতুল মহিমা তব,
আমি জীবন মন চরণে দিয়া প্রাণের আশা মিটাব ।
আমি অপরাধ কত করিয়াছি পদে, নাহিক তাহার সীমা,
সে সকলি তুমি ক্ষম হে ক্ষম করুণা গুণে তব ।
এই সংসার-পথ সঙ্কট অতি, কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে ল'য়ে প্রেম মুরতি তব ।
আমি স্মৃথ হুঃখ সব তুচ্ছ করিগু তব লাগিয়ে হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব ।
প্রভু জীবন অস্ত্রে চরণ প্রান্তে স্থান দিও এই অধীনে,
আমি বিজয় তানে হোশান্না গানে, প্রাণের আশা পূরাব ।

১৮২

মিশ্র খান্ধাজ—কাওয়ালী ।

কেন বঞ্চিত হব চরণে ? আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে । আহা তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আত্মরে তুলে না লবে গো,
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে পারে ব'সে “পার কর” ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন শরণে ?
আমি শুনেছি হে তুষাহারী ! তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি ; তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার—একি সব মিছে কথা ?
ভাবিতে যে বাথা বড় বাজে প্রভু মরমে !

১৮৩

রামকেলী—তেওরা ।

মোরে ডাকি' ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে !
উদয় গিরি হ'তে উচ্ছে কহ মোরে—‘তিমির লয় হ'ল দীপ্তি সাগরে ;
স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্ত হ'তে জাগ, সব জড়তা হ'তে জাগ জাগরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে' ।
বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে,
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে ।

গ্রীক-সঙ্গীত

১৮৪

মিশ্র বিভাস—একতালা ।

আজি প্রণমি তোমাতে চলিব নাথ সংসার কাজে,
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে ।
হৃদয়-দেবতা র'য়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি, দুঃসহ লাজে ।
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে ;
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে সকল কন্ঠে সকল মননে
সকল হৃদয় তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ।

১৮৫

আলোয়া—একতালা ।

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন,
যে দর্শনে মৃতপ্রাণে, নাথ, সধগারে নবজীবন !
যে ভাবে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমালোক প্রকাশিয়ে
ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন ;
বহে প্রেম অজস্রধারে, ভাসে প্রাণ স্নেহ-সাগরে,
স্বরূপ-মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন ।
ঘুচিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ-ভয়,
নিঃশ্রম হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন ;
লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে
ব'লবো সবে চক্ষু কর্ণের হ'য়েছে বিবাদ ভঞ্জন ।

১৮৬

কীর্তনাস্ত—ঠংরি ।

ঐ আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হব ।
কেন আমার মান দিয়ে আর দূরে রাখো ?
চির জনম এমন ক'রে ভুলিও নাকো,
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব—
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হব ।
আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিওহে আমার তুমি সবার নীচে ;
প্রসাদ লাগি' কতই লোকে আসে ধেষে,
আমি কিছু চাইব না ত রইব চেয়ে,
সবার শেষে যা' বাকি রয় তাহাই লব—
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হব !

১৮৭

খাস্তাজ—একতালা ।

ওহে দয়াময় তোমার সেবায় যেন যার মম এ পাপ-জীবন,
সর্বস্ব আমার যেন প্রাণাধার তোমারে করিতে পারি সমর্পণ !
মন যেন করে তব রূপ ধ্যান, মুখ যেন করে তব গুণ গান,
হস্তদ্বয় মম করে হে সাধন তব প্রিয়কার্য যেন অনুক্ষণ !
যখন যে দিকে ফিরিবে নয়ন, করে যেন তব মহিমা দর্শন,
যেন সদা তব নামানুকীর্তন শুনিতে উৎসুক রহে এ শ্রবণ ।
তোমার আদেশ করিতে পালন দিবানিশি যেন ছুটে ছ'চরণ,
যেন তব পায় সতত লুটায় মস্তক আমার করিতে বন্দন ।
অঞ্জলি ঢালিতে যেন তব পায়, প্রেম-ফুল মম হৃদয় ফুটায়,
রিপুগণ সবে সেবকের প্রায়, করে যেন তব পূজার আয়োজন ।
যতদিন আমি জীবিত রহিব, তোমার সেবায় সব নিয়োজিব,
মৃত্যুভয়ে কভু ভীত নাহি হব, মৃত্যু তব সাথে ঘটাবে মিলন ।

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

১৮৮

হাস্তীর—তেওরা ।

কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই ।
পুরাণে আবাস ছেড়ে চলি যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই ।
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে সবে ;
তোমারে চিনিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কিছু মানা, নাহি কোন ডর
সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি, দেখা যেন সদা পাই

১৮৯

দেশ মল্লার—কাওয়ালী ।

আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ-দীপখানি জালো হে,
সব দুঃখ শোক সার্থক হোক লভিয়া তোমারি আলো হে ।
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার মিলাবে ধন্ত হ'য়ে,
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে ।
পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতিঃ,
সোণা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো ;
আমি যত দীপ জালিয়াছি, তাহে শুধু জালা শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো হে ।

১৯০

স্মরণ মল্লার—একতাল।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার !

(কবে) হ'য়ে পূর্ণকাম ব'ল্ব যীশু নাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেম-নিকেতন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাজনে যাবে লোচন আঁধার !
কবে পরশমণি করি' পরশন, লৌহময় চিত হইবে কাঞ্চন,
যীশুময় বিশ্ব করিব দর্শন—লুটাইব ভক্তি-পথে অনিবার ।
কবে যাবে অসার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম পরিহরি অভিমান লোকাচার !
মাগি' সর্ব অঙ্গে ভক্ত পদধূলি, তুলে ল'য়ে কাঁধে বৈরাগ্যের ঝুলি,
বাহিরিব পথে দুই বাহু তুলি', যীশু নাম দেশে করিব প্রচার ।
পর-সেবা তরে পরাণ সঁপিব, প্রেম সাগরে নিমগ্ন রহিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, যীশু পদে নিত্য করিব বিহার ।

১৯১

মিশ্র বেলাওল—ঝাঁপতাল ।

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন ।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো.অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন ।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন ;
পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তারা কার কাছে,
কোথা আর পথ আছে, দাও তারে দরশন ।

১৯২

পাহাড়ী—আড়াঠেকা !

কবে এ হৃদয় নাথ একেবারে তোমার হবে,
তব ইচ্ছায় মম ইচ্ছা সমভাবে মিলে যাবে ?
অবাধ্যতা অবিশ্বাস নিঃশেষে হবে বিনাশ,
ঘুচিবে ভবের ত্রাস, পাপ-ভ্রম দূরে যাবে ।
ক্রুরূপ সর্বক্ষণ করিব হে নিরীক্ষণ,
ভুলে এ পোড়া নয়ন পাপ-মূর্তি না হেরিবে ।
শুনিবে তব বচন নিরন্তর এ শ্রবণ,
তব পদ আলিঙ্গন ক'রে প্রাণ সুখী হবে ।
সুখী কিংবা দুঃখী হই তাতে মম ক্ষতি নাই,
তব ইচ্ছা পূর্ণ চাই আমাতে সম্পূর্ণ ভাবে ।
তোমাতে মম অন্তর দয়া করি' পূর্ণ কর,
স্বার্থভাব দূর কর, নাশ পাপ ইচ্ছা নবে ।

১৯৩

জয়জয়ন্তী—রাঁপতাল ।

কে আর আছে নাথ আমার তোমা বই ?
স্বর্গ কি ধরায় প্রাণ করে চায় ?
আমার হৃদয়ের সুখ দুঃখ তোমা বই আর করে কই ?
আমি কি সম্পদে কি বিপদে ভাবি বল কার পদে,
জাগে কার রূপরাশি এ হৃদে ?
পাতকী জীবন ! মানব তারণ !
আমি কার ক্রুশ পানে চেয়ে এ পোড়া আঁখি জুড়াই ?

নাথ ষারে সবে স্মৃণা করে হেন অধম পাতকীরে
কে বল গো রাখে সদা অন্তরে ?
আমার কারণ কীদে কার মন ?
আমি কার কোলে মাথা রেখে কেঁদে সদা সুখী হই ?
আমার হৃদয় জ্বলিলে পরে ডাকি কার নাম ধ'রে
কে তোষে গো মধুর রবে আমারে ?
বিপদ সময় উদ্ধারে আনায় ?
আমি কার বরে অনিবার রণ মাঝে জয়ী হই ?

১৯৪

বাউলের স্মরণ—দাদরা ।

তুমি এবার আমার লহ হে নাথ লহ !
এবার তুমি ফির না হে হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ ।
যে দিন গেছে তোমা বিনা তারে আর ফিরে চাহিনা,
যা'ক সে ধূলাতে ;
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে যেন জাগি অহরহ ।
কি আবেশে কিসের কথায় ফিরেছি হে যথায় তথায়—
পথে প্রান্তরে ;
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে তোমার আপন বাণী কহ ।
কত কলুষ কত ফাঁকি এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে ;
আমায় তার লাগি' আর ফিরায়ো না, তারে আগুন দিয়ে দহ

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

১৯৫

খান্সাজ—একতালা ।

তোমাতে ছাড়িয়ে প্রসাদ তোমার লভিতে নাথ হে চাহি না,
তোমা ছাড়া যদি থাকে সুখ আর, নাহি তাহে মোর বাসনা ।
ভুলিব না আর শুধু খেলনায়, আশিস্ নিমিষে ফুরাইয়া যায়,
নাহি যদি দিবে নাথ হে তোমায়, আর কিছু তবে দিও না ।
চাহিনা বান্ধব চাহিনা বিভব, চাহিনা স্বরগ চাহিনা গৌরব,
নাহি যদি পাই হৃদয়ে তোমায়, প্রাণের পিপাসা যাবে না !

১৯৬

খান্সাজ—একতালা ।

সকল বাসনা নাশ হে মম, একই বাসনা কেবল রাখিও,
তুমি দিবস যানিনী আলোকে আঁধারে হৃদয় জুড়িয়া থাকিও ।
সকল উপায় কর নাশ, শুধু তোমাতেই মম আশ,
সকল আশ্রয় ভেঙ্গে যাক নাথ, তুমি শুধু মোর রহিও ।
সকল দুয়ার করি' রোধ একই দুয়ার খুলে দেও,
রাখ সে দুয়ার খোলা তব পানে, তুমি শুধু তাহে পশিও ।
সকল পথ থাক রোধিয়া, একই পথ রাখ খুলিয়া,
যাব বিপদে আপদে তোমারি কাছে, তব আশ্রয়ে ঢাকিও ।

১৯৭

ভৈরবী—একতালা ।

তোমাতে না পেলে মিটিবে না মোর প্রাণের গভীর তৃষা,
যাবে না যাতনা হৃদয় বেদনা, পূরিবে না নাথ প্রাণের আশা ।
দাও অপসারি মোহ আবরণ, খুলে দাও নাথ আঁখি,
প্রেমের নয়নে তোমার মাধুরী প্রাণ ভ'রে আমি দেখি ;
তুমি হে যাহারে দাও দরশন তার সফল জনম সফল জীবন,
লভিয়া তোমার প্রেম আলিঙ্গন মিটে তার সব প্রাণের পিপাসা ।

১৯৮

কীর্তনাজ—একতালা ।

তোমায় ভুলিতে পারি না অথচ বরি না—
 একি প্রভু নিরানন্দ !
 তোমায় ছাড়িতে চাহি না, রাখিতে পারি না—
 সদসতে একি স্বন্দ !
 আমার এ হীন বিরাগ দূর ক'রে দাও—
 অনুরাগে কর পূর্ণ !
 মম কুণ্ঠিত চিত নুণ্ঠিত কর—
 এ দ্বিধা কর হে চূর্ণ !
 কঠিন তরবার ভেঙ্গে ফেলে তুমি
 পশ এ হৃদয়ে মম—
 আমি পরাণ ভরিয়া তোমারে সেবিয়া
 করি এ জীবন ধন্য !

— — —

১৯৯

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

আকুল আবেগে প্রাণ তোমারি পানেতে ধায়,
 তোমারি অনন্ত প্রেমে মিশিতে ছুটিয়া যায় ।
 ভবের ভাবনা ভুলে, আপনা হারায়ে ফেলে,
 তোমারি চরণ তলে পড়িয়া থাকিতে চায় ।
 কে আমি কোথায় ছিলাম, তুমি তো আনিলে ধ'রে,
 তুমি তো আদর ক'রে ডাকিলে আমার ;
 তুমি তো মুছালে মোর কলুষ কালিমা ঘোর,
 শিথালে ভকতি ভরে নুটতে তোমারি পায় ।
 উঠিল উজ্জল ভাতি—পূত আশার জ্যোতিঃ—
 আঁধার হৃদয়ে মোর, হে দীন তারণ !
 ছুটিল মোহের ঘোর, টুটিল বাসনা ডোর,
 চিনিলাম তোমারে প্রভু তোমারি মহা কৃপায় ।

শ্রীমত-সঙ্গীত

২০০

বিভাস—একতালা ।

হুঃখে অনাহারে, বিপদ আধারে, ফেল যদি মোরে, হে দীন-শরণ !
বিপদভঞ্জন মুরতি তখন হৃদয় মাঝারে দিও দরশন ।
নিজে হুঃখী হ'য়ে পরসুখ লাগি' থাকি যেন আমি সদা অনুরাগী,
আপনি কাঁদিয়ে, দয়াদ্র' হৃদয়ে, পরহুঃখ-অশ্রু করিব মোচন ।
হুঃখ দাবানলে পুড়ে যদি প্রাণ, হুঃখে হুঃখে দিন হয় অবসান,
তাহে যেন নাহি হই অধোগামী, কঠোর-হৃদয় কখন ;
হুঃখের ভিতরে হেরি' তব মুখ পাসরিব সব আপনার হুঃখ,
কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া বলিব, তব শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ ।

২০১

মিশ্র ইমন কল্যাণ—ঝাম্পক ।

হুঃখের বেশে এসেছ ব'লে তোমাতে নাহি ডরিব হে—
যেখানে ব্যথা তোমাতে সেথা নিবিড় করি' ধরিব হে ।
আধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমাতে তবু চিনিব আমি,
মরণ রূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে দাওনা দেখা, তোমাতে নাহি ডরিব হে ।
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে,
বাজিছে বুকে, বাজুক তব কঠিন বাহু বাঁধনে হে ।
তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,
চাবনা কিছু, কবনা কথা, চাহিয়া রব বদনে হে—
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে ।

২০২

বাগেশ্রী—তেওরা ।

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামি,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি,
ও গো অন্তরযামি !

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে, তোমার চরণে নমিয়া পূজকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কৰ্ম্ম তোমারে সঁপিব স্বামি,
ও গো অন্তরযামি !

দিনের কৰ্ম্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে,
কৰ্ম্ম অস্ত্রে সক্ষ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে ;
দিন অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে—তোমার নিশীথ বিরাম-মাগরে
শান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে ঘাইবে নামি,
ও গো অন্তরযামি !

২০৩

ঝাঁঝিট—একতালা ।

পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে
শান্তি-সদন সাধন-ধন দেব-দেব হে
সৰ্বলোক পরমশরণ, সকল মোহ-কলুষহরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতারণ, শোক-শান্ত-স্নিগ্ধ চরণ,
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে, দেব-মন্মজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে !
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু,
প্রেমেন্দ্রে চাহ সেবকে, বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়-দেব হে !
পুণ্যজ্যোতিঃ পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ মদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয় ভবন,
এস এস শূন্য জীবনে, মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃত প্লাবনে !
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্কচিত্তে বরিষ মেহ,
ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ ।

২০৪

কেদারা—একতালা ।

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে,
চির পথের সঙ্গী আমার, চিরজীবন হে ।
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর,
ছঃখ স্নেহের চরম আমার, জীবন মরণ হে ।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে ;
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার,
অস্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ।

২০৫

ইমন কল্যাণ—একতালা ।

এই ক'রেছ ভালো, নির্দুঃখ, এই ক'রেছ ভালো !
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জালো ।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো ।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার ;
অন্ধকারে মোহে লাজে চক্ষে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার ষত কালো ।

২০৬

কীর্তন ।

প্রভু এস হে হৃদি মন্দিরে—

তোমায় দীন হীন সম্মানে ডাকে পিতঃ । (পাপে কাতর হ'য়ে)
(ওহে দয়াল পিতা)

এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর, (ওহে শান্তি দাতা)

একবার দেখে জীবন সফল করি । (অপক্লপ ক্লপ)

এস পাপীয়ে পবিত্র কর ।

আমার বড় সাধ আছে মনে তোমার হেরিব প্রেম নয়নে ।

একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও, হ'য়ে দীন হীনের পূজা লও ।

তোমায় পাবার আশে আমরা ডাকি সবে,

দাসের বাসনা পূরাতে হবে । (বাঞ্ছা পূর্ণকারী)

২০৭

আলোয়া খাম্বাজ—ঠুংরি ।

প্রসন্ন বদনে, প্রিয় সম্বোধনে, ডাকিছ পতিত মানব সম্মানে ।

শুনিলে তোমার মধুর বচন, হেরিলে তোমার ও প্রেম আনন,

দুঃখ যায় দূরে, হৃদি সরোবরে উঠে প্রেম তরঙ্গ আশা-পবনে ।

আহা কি কোনদা মেহের প্রকৃতি, বিতরিছ কত সুখ শান্তি প্রীতি ;

দাও দাও ঢালিয়ে তাপিত হৃদয়ে, করি হে মিনতি, প্রণতি চরণে ।

২০৮

ছায়ানট—একতালা ।

হে সখা মম হৃদয়ে রহ ।

সংসারের সব কাজে, ধ্যানে জ্ঞানে, হৃদয়ে রহ ।

নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ দুঃখ হাসি নয়ন নীরে,

লহ আমার জীবন ঘিরে ;

সংসারের সব কাজে, ধ্যানে জ্ঞানে, হৃদয়ে রহ ।

ইমন ভূপালী—একতালা ।

ভুবনেশ্বর হে

মোচন কর বন্ধন সব মোচন কর হে ;
(প্রভু) মোচন কর ভয়, সব দৈন্ত করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর নিঃসংশয় ;

তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে ।

ভুবনেশ্বর হে

মোচন কর জড় বিষাদ মোচন কর হে ;
(প্রভু) তব প্রসন্ন মুখ সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলি-পতিত দুর্বল চিত করহ জাগরুক ;

তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে ।

ভুবনেশ্বর হে

মোচন কর স্বার্থপাশ মোচন কর হে ;
(প্রভু) বিরস বিকল প্রাণ, কর প্রেম-সলিল দান,
ক্ষতি-গীড়িত শঙ্কিত চিত কর সম্পদবান ;

তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে ।

সাহানা—রাঁপতাল ।

ভয় করিলে ধীরে না রহে জগতে ভয়,
সতত স্মরণ কর রে মম চিত তাঁহায় ।
যিনি বিশ্ব-অধিপতি, অনন্ত ধীর শক্তি,
রাখ তাঁর শ্রীপদে মতি, ভুলনা যেন তাঁহায়,
শোক দুঃখ বিপদেতে তিনি রে তব সহায় ।
গালীল-বারিধি-নীরে রঞ্জন যিনি পিতরে,
স্মর তাঁর অভয় স্বরে, পাপ তাপ হবে লয়,
শান্তিতে পূরিবে চিত্ত, পলাবে মরণ-ভয় ।

২১১

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

মম আশা ওহে নাথ চিরদিন কি মনেই রবে,
তুমি না পুরালে আশা বল আর কে পূরাবে ?
মরিয়ম সম তব পদতলে প'ড়ে রব,
তোমার মধুর রব হৃদি শীতল করিবে ।
রাখি শিরঃ তব বুকে যোহনের মত স্নেহে,
নিরখিয়া তব মুখে আঁখি আশ মিটাইবে ।
বলিব মনের কথা, হৃদয়ের যত ব্যথা,
শুনে সে সব বারতা তুমি সাক্ষ্যনা করিবে ।

২১২

স্মরট মল্লার—ঝাঁপতাল ।

রাখ হে অধীনে নাথ, প্রতি পদে প্রতি ক্ষণে,
দুর্বল অজ্ঞান আমি, দেখিতে নারি নয়নে ।
তোমার প্রশস্ত করে ধর মম ক্ষীণ করে,
চালাও আমারে ধ'রে অমর-ভবন পানে ।
তুমি জান মম বল, ওহে দুর্বলের বল,
তুমি হও আমারি বল, পূর্ণ কর দিব্য জ্ঞানে ।
এখন আমি চল্‌ব নাথ ধরিয়া তোমার হাত,
তুমি থাকলে আমার সাথে ভীত না হইব মনে ;
যে করে প্রকাণ্ড বিক্ষে চালাইছ বিনা ক্রেশে,
সে কর প্রতি নিমিষে অবশ্য রক্ষিবে দানে ।

২১৩

সিন্ধু ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ।
যদি কোন দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ।
যদি কোনো দিন তব আস্থানে স্মৃতি আমার চেতনা না মানে,
বজ্র বেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ।
যদি কোনো দিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ।

২১৪

ভৈরবী—একতাল ।

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
তব শাসন বাক্য মাথাগ করিয়া রাখি,
কে যেন সে দিন আঁখি-তারকায় নোহন-তুলিকা বুলাইয়া যায় ;
সুন্দর ভব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি ।
স্মৃতিতর ঐ নভো নীলিমায়, উজ্জলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায় কুঞ্জভবনে পাখী ।
দেহ হৃদয়ে পাই নব বল, দূরে যায় যত ক্ষুদ্রতা ছল,
কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল প্রাণে দিলে যায় মাখি' ।
যেন তোমার পুণ্য পরশ ক'রে তোলে এই চিন্ত সরস,
উখলিয়া উঠে বন্ধে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি ।

২১৫

কীর্তনাজ—একতালা ।

যীশু করুণা কর কিঞ্চিত—আমায় কোরোনা কৃপাবঞ্চিত,
কত আশা কোরে এসেছি নাথ (কৃপা পাবো বোলে) (তব চরণতলে)
বড় আশা কোরে এসেছি নাথ ।

আমি পিপাসিত চাতকের মত—আমি দীনহীন কান্ডালের মত
আছি চেয়ে তব আশাপথ (দয়া পাবার আশে) (ভিখারীর বেশে)
আছি চেয়ে তব আশাপথ ।

আমার মন-আশা তুমি না পুরালে—আমার মনোসাধ প্রভু না মিটালে
তোমায় ছাড়বো নাকো কোনও কালে (তোনার চরণ-কমল আমি)
(তোমার পদযুগল) আমি ছাড়বো নাকো প্রাণও গেলে ।
আমায় দাও হে শরণ ও চরণ তলে—আমায় ত্যজো না পাতকী বোলে,
অধম যাবে ত'রে চরণ পেলে (ওগো অধমতারণ) (ওগো কান্ডাল শরণ)
কান্ডাল যাবে ত'রে চরণ পেলে ।

২১৬

আলোয়া—একতালা ।

যীশু দেও হে চরণ,
পাতিয়া রেখেছি দেখ হৃদয় আসন ।
অধর্মের রাশি পুরেছিল মনে, দূর ক'রে যীশু আপনার গুণে,
ধুইলে রুধিরে এই পাতকীরে, তাই পরিস্কৃত এখন ।
তুলেছি বিমল প্রেমরূপ প্রশ্নন, মাথিয়াছি দিয়া ভকতি-চন্দন,
পূজিব যতনে, এস হৃদাসনে, জুড়াইব এ জীবন ।
জানি নাথ আছে কত পাপ আমার, তা হ'তে তো দয়া অধিক তোমার,
কেন তা না হ'লে ক্রুশেতে সহিলে যাতনা পাপীর কারণ ।
তব চূর্ণ মন তুমি ভালবাস, তাই বলি নাথ এ হৃদয়ে এস,
কর অধিকার হৃদয় আমার, হৃদে থাক অনুক্ষণ ।

২১৭

ভৈরবী—একতালা ।

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শক্তি,
সকল হৃদয় লুটায় তোমারে করিতে প্রণতি ।
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব দমিতে, খর্ব করিতে কুমতি ।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিন্তের চিরবসতি ।
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি ।
তোমার বিশ্ব ছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে হেরিতে তোমার আরতি ।
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী ।

২১৮

আলেয়া—একতালা ।

সদা তুমি আছ কাছে এ বিশ্বাস দেহ দাসে,
কি আলোকে কি আঁধারে কি রজনী কি দিবসে ।
পাপ-চিন্তা এলে মনে যেন প্রভু সেইক্ষণে
তোমায় উপস্থিত জেনে হৃদয়েরে রাখি বশে ।
পাপাত্মা যখন মোরে ফেলিবারে চাহে ফেরে,
যেন তোমা পানে ফিরে রাখি দৃষ্টি তব ক্রুশে ।
একা হ'লেও একা নহি, এ বিশ্বাস আমি চাহি,
থাক ওহে ক্রুশবাহী এ পাপীর হৃদয়াকাশে ।

২১৯

আলোয়া—একতালা ।

স্মরিলে তোমাতে হৃদি ভাসে প্রেম সলিলে,
 প্রেমের হিল্লোল বহে স্বরগের অনিলে ।
 পাপ তাপ অহঙ্কার, নিরাশার অন্ধকার,
 অসার প্রাণের ভার ডুবে যায় অতলে,
 হৃদি মাঝে শান্তিরাজে একমনে পূজিলে ।
 সংসারে বিদায় ল'য়ে, তোমাতে সংযত হ'য়ে,
 মুক্ত প্রাণে স্থির ধ্যানে তোমা পানে চাহিলে,
 হৃদয় প্লাবিত করি' সুধাসিন্ধু উথলে ।
 ওহে ধীশু তব সম ভকতের প্রিয়তম,
 বিশ্বমাঝে নিরুপম, কোথা পাই খুঁজিলে ?
 শান্তির অমৃত ঝরে তব নাম স্মরিলে ।

— —

২২০

বসন্ত—একতালা ।

তোমারি প্রেম সতত জাগে ভকত হৃদয়ে স্বামি !
 শ্রবণে তার সদাই বাজে তোমারি অভয় বাণী ।
 আশ্রয় তার চরণে তব, ক্রুশ তার সঞ্চল সব,
 তোমারি ধ্যানে রহে সে প্রভু মগন দিবা ষামিনী ।
 স্বজন সখা যদিও তারে একেলা ফেলি' চলিয়া যায়,
 বিশ্বস্থষ্টি চরণে তলে যদি বা তারে দলিতে চায়,
 সে সব দুঃখ ভাবনা মিলে তাহারে তত টানিবে তুলে
 তোমারি শান্তি-আগার পানে—ভকত-আনন্দ-ভূমি ।

—

হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে ।
তুমি অন্তর্ধামী হৃদয়-স্বামী সকলি জানিছ হে,
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে ।
অপরাধ কত ক'রেছি নাথ মোহ-পাশে প'ড়ে,
তুমি ছাড়া প্রভু মার্জনা কেহ করিবে না সংসারে ।
সব বাসনা দিব বিসর্জন তোমার প্রেম পাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃত ধারে ।
আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু ল'য়ে যাও সংসার সাগর পারে ।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি ;
শুদ্ধ হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে উর্দ্ধমুখে নরনারী ।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ,
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি ।
কেন এ হিংসা ঘেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান ?
বিতর বিতর প্রেম পাষণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি ।

আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর

—:~:—

২২৩

বিভাস—একতালা ।

কেন রে ভাবনা ? কিসের ভাবনা ? পিতা সর্বাধিপ তাহা কি জান না ?
ভ্রাতা তাঁর দক্ষিণে তোমার কারণে করিছেন মিনতি, নাহি রে ভাবনা !
তিনি যে সঙ্কটে অতিশয় নিকটে আসি' করেন দূর সকল যন্ত্রণা,
বিশেষ প্রত্যাষে, দুঃখ রাত্রি শেষে আসি' নিজ দাসে করেন সাস্থনা ।
পৃথিবী স্বর্গের শক্তি অপার হ'য়েছে অর্পিত বাঁহার উপর,
সৃজন-কারণ ঈশ্বরনন্দন সঙ্গে সেই বীণা, নাহি রে ভাবনা !

২২৪

মিশ্র তৈরবী—আড়াঠেকা ।

কেমনে ভুলিব তাঁরে যে জন কভু ভুলে না,
কি সম্পদে কি বিপদে আমারে করে সাস্থনা ।
অনিবার যঁার নয়ন আমারে করে দরশন,
এক বার ভুলে কখন মুদিত কভু হয় না ।
দুঃখপোষ্য বালকেরে জননী ভুলিতে পারে,
তথাপি বীণা আমারে বিশ্বিত হ'তে পারেন না ।
মম তরে অম্লক্ষণ জাগে রে তাঁহারি মন,
প্রহরী জাগে যেমন, সদাই চকিতমনা ।
বীণা, তুমি মম ভ্রাতা, বন্ধু রাজা পালক ভ্রাতা,
তব সম পাব কোথা, তোমায় ভুলিতে পারি না ।

২২৫

পাহাড়ী—একতালা ।

চির তব অনুগামী হব ওহে ত্রাণেশ্বর !
যথা রবে, আমি সেথা হব তব অনুচর ।
তোমা ছাড়ি' কোথা যাব ? কোথা হেন বন্ধু পাব ?
তব সম কেবা আর তুমিবে দুঃখিতাস্তর ?
সংসার যাতনা ভয়ে রহি যবে মগ্ন হ'য়ে,
তোমার সান্নিধ্য বাণী শান্তি বর্ষে নিরন্তর ।
শুনিলে তোমার রব যাতনা বেদনা সব
উপশম হয় কিবা ওহে শোক-দুঃখ-হর !
এ হেন-বান্ধব জনে ছাড়িব না এ জীবনে ;
চিরদিন হও, নাথ, অনাথের প্রাণেশ্বর ।

২২৬

খট্ট তৈরবী—আড়াঠেকা ।

জগৎ যত পার দাও যাতনা,

দিলাম বুক পেতে যাতনা সহিতে, তবু ত্রাণনাথে কভু ছাড়িব না ।
আমি যে আর জগৎ ! নহি আপনার, বিক্রিত হ'য়েছি চরণে তাঁহার,
আমার যত দাম কেবল খ্রীষ্টনাম, সে নামে নিবারে আমার বেদনা ।
যীশুই আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, যীশুই আমার কণ্ঠের পুষ্পহার,
যীশু মম ধন, যীশুই জীবন, কেমনে তাঁহারে ভুলি বল না !
তাঁর সম ভাল কে বাসিবে মোরে, সহিবে যাতনা কেবা ক্রুশোপরে,
কেবা নিজ প্রাণ করিবে অর্পণ, তাঁর সম কার আছে করুণা !
খ্রীষ্ট যীশু তরে সকলি সহিব, প্রাণ চাহ যদি তাহাও দিব,
তরবারি-ধার, অগ্নি পারাবার সে নাম ভূলাতে কভু পারিবে না ।

২২৭

পিলু—ঝাঁপতাল ।

ষায় যদি যাক্ প্রাণ তোমারি সেবার তরে,
সঁপিয়াছি এ জীবন চিরতরে তব করে ।
বিষয়-ভোগ-বাসনা, জাগতিক সুখ নানা,
চাহি না চাহি না নাথ, থাক তুমি এ অন্তরে ।
তব প্রেম প্রলোভনে, তোমারি স্নেহ-বন্ধনে,
ভুলাইয়া রাখ মোরে, রাখ নাথ চিরতরে ।
ভয় ভাবনা যত নাশ জনমের মত,
থাক তুমি মম পাশে, যেও না যেও না দূরে ।
মম জীবন-কাণ্ডারী হও প্রভু কৃপা করি',
চালাও জীবন-তরী হস্তর ভব-সাগরে ।

২২৮

খট্ ভৈরবী—একতারা ।

আমার এই যাত্রা হল সুরু এখন 'ওগো কর্ণধার,
তোমাতে করি নমস্কার ।
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরবো নাকো আর,
তোমাতে করি নমস্কার ।
আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গনি
ওগো কর্ণধার
এখন মাতৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাওগো করি পার,
তোমাতে করি নমস্কার ।

* * * *

শ্রীমত-সঙ্গীত

আমি নিয়েছি দাঁড় তুলেছি পাল, তুমি এখন ধর গো হাল
ওগো কর্ণধার
আমার মরণ বাঁচন চেউয়ের নাচন ভাবনা কিবা তার,
তোমাতে করি নমস্কার ।
আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার
কেবল তুমিই আছ আমি আছি এই জেনেছি সার,
তোমাতে করি নমস্কার ।

২২৯

আলোয়া—একতালা ।

আমার যে সব দিতে হবে সে ত আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বানী ।
সব দিতে হবে ।
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কাণের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা ।
সব দিতে হবে ।
আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয় পত্র পুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে ;
এখন সে যে আমার বীণা, হ'তেছে তার বাঁধা,
বাজবে যখন তোমার হবে, তোমার সুরে সাধা ।
সব দিতে হবে ।
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুরে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে ;
আমার ব'লে যা' পেয়েছি শুভক্ষণে যবে,
তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে ।
সব দিতে হবে ।

২৩০

খান্জাজ—একতাল।

আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী
যাতে হয় মনোমত তেমনি করে লওহে গড়ি' ।
এ তরুতে নাই ফুলফল, শাখাগুলি বাড়ছে কেবল,
ক'রে আঘাত জীবনমূলে লও 'গানারে ছিন্ন করি' ।
শক্ত তারে ক'রবে ব'লে ফেলে রাখ রৌদ্রজলে,
পুড়িয়ে তারে বাঁকা করো যখন তুমি গড়বে তরী ।
যাদের ধন আছে তাদের সোনার নায়ে কর হে পার,
আমার বুকে ক'রোহে পার যাদের নাইকো পারের কড়ি ।
তোমার ঐ মাঝ গাঙ্গে এ তরীটি যদি ভাঙ্গে,
তবে ঐ অতল হ'তে কুড়িয়ে নিরো দয়া করি' ।

২৩১

কাফি—বাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে !
আর কেহ নাহি যে বিপদভয় বারে,
আধারে যে তারে ।

এক তুমি অভয়পদ জগৎ সংসারে,
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে ।
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনই মন আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে ;
জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তুষিত মনপ্রাণ মম ডাকে তোমারে ।

নাথ ! তুমি সর্বস্ব আমার !

প্রাণাধার সারাৎসার, নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার ।

তুমি সুখশান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল,

তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার ।

তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম,

তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্লতরু, অনন্ত সুখের আধার ।

তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি শ্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাশ্র,

দণ্ডদাতা পিতা মেহময়ী মাতা, ভবান্নবে কর্ণধার ।

—

বড় সাধ মনে, ভক্তবৃন্দ সনে পশিব যীশুর হৃদয় কন্দরে,

আপনা ভুলিয়া মন প্রাণ দিয়া রহিব মজিয়া সে প্রেম সাগরে ।

সে চিত্ত ছয়ার মুক্ত অনিবার, কাতর বচনে ডাকে বারম্বার,

এস পরিশ্রান্ত, পাপভারাক্রান্ত, জুড়াবে পরাণ সুশীতল নীরে ।

সে চিত্ত মাঝারে র'য়েছে সঙ্কিত নিখিলের তরে জীবন-অমৃত,

মানবের স্বর্গ সেথায় রচিত, উথলিছে প্রীতি হৃদি পারাবারে ।

মানবসন্তাপে দহিছে সে হৃদি, বহিছে বিশ্বের পাপতাপব্যাধি,

কলুষ কালিমা হরে নিরবধি, শোণিত সিঞ্জে জীবন সঞ্চারে ।

বিদীর্ণ সে হৃদে বিহার করিব, প্রেমসুধারসে বিগলিত হব,

দেহ প্রাণ মন তাঁরে সমর্পিব, মরিয়া বাঁচিব সে হৃদি মাঝারে ।

—

২৩৪

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

সকলই ত্যজিয়ে আমি গ্রহিণু ক্রুশ তোমার,
নিন্দিত তাড়িত হ'তে নাহি ভাবি কিছু আর ।
জগত যদি আমারে ঘৃণাভরে পরিহরে,
যদিও বন্ধু বান্ধবে কেহ নাহি হেরে,
তোমার সহানু আশ্রু রহিল আমার ।
মানবে যত যাতনা, হুঃখ অপবাদ নানা
দিবে, দিতে পারে, তাহে নাহি করি মানা,
বুক পাতি' লব নাথ কারণে তোমার ।
তুমি হে সব আমার, ধন মান জীবন সার,
আশা-মতা তব পদে রাখিছু এবার ;
নাথ তুমি চিরকাল রহিলে আমার ।

২৩৫

লুম ঝাঁঝিট—একতাল ।

সঁপিছু সকলি বীণু চরণে তব সাদরে,
তোমার ধন তোমায় দিয়া নিশ্চিন্ত রব অন্তরে ।
লহ মম অভিমান, লহ মম প্রিয় মান,
লহ মম বিদ্যা জ্ঞান, তোমারি সেবার তরে ।
লহ মম উচ্চপদ, লহ মম জাতি-মদ,
লহ মম হস্ত পদ, তোমারি সেবার তরে ।
লহ মম ধন জন, লহ মম পরিজন,
লহ মম প্রাণ ধন. তোমারি সেবার তরে ।
লহ মম ভালবাসা, লহ মম উচ্চ আশা,
লহ স্নেহের লালসা, তোমারি সেবার তরে ।

২৩৬

বাহার পঞ্চম—একতালা ।

কাঁহারে সাঁপিব মন ? তুমি জীবের জীবন !
তোমারি নিকটে আছে অনন্ত জীবন ধন ।
তুমি জগতের পতি, তুমি অগতির গতি,
তুমি হে স্বর্গের দ্বার, তুমি হে নরতারণ ।
তুমি অমর অক্ষয়, তুমি প্রভু মৃত্যুঞ্জয়,
তুমি হে বিশ্বপালক, তুমি হে সৃষ্টি কারণ ।
তুমি ঈশ্বর নন্দন, তুমি কলুষখণ্ডন,
তুমি পতিতপাবন, পাপতাপবিনাশন ।

২৩৭

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

যীশু কি দিয়ে শোধিব ধার, কি আছে আমার,
ধন জন মন প্রাণ সকলি তোমার ।
আমার ত্রাণের তরে প্রাণ দিলে ক্রুশোপরে,
সহিলে সহস্র কষ্ট কারণে আমার,
শত্রু ছুরাচারী জনে করিলে উদ্ধার ।
কত যে করুণা তব এক মুখে কত ক'ব,
তুমি হে করুণাময় প্রেমের পাথার !
কে বুঝিবে তব কৃপা অনন্ত অপার ?
তব ক্রীতদাস ক'রে রাখছে সদা আমারে,
এ জীবন কৃপা ক'রে কর অধিকার,
স্বর্কস্ব গ্রহণ কর—আমি যে তোমার ।

২৩৮

ঝিঁঝিট—একতালা ।

যায় যেন মোর সকল ভালবাসা
 প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে !
 যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
 প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে ।
 চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে, সাড়া যেন দেয়' সে তোমার ডাকে,
 যত বাঁধা সব টুটে যায় যেন
 প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে ।
 বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় থালি,
 অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে
 প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে ।
 হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর,
 সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে,
 প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ।

সাক্ষ্য

—*—

২৩৯

আলোয়া—একতালা ।

এমন সুহৃদ ত্রাতায় কদাচ না ভুলিব,
 বিপদে সম্পদে প্রভুর সঙ্গ নাহি ছাড়িব ।
 যিনি নম ত্রাণ লাগি' ছুরুহ যাতনাভাগী,
 রোগ শোক তাপে আমি তাঁর সেবা করিব ।
 যে জন আমার তরে প্রাণ দিলেন ক্রুশোপরে,
 আমি সে জীবনেস্বরে অপ্রেমে কি ত্যজিব ?
 ক্রুশ ল'য়ে স্বক্লোপরে, মুক্ত কর্তে উচ্চৈঃস্বরে,
 প্রেমোন্মত্তে প্রেমময়ের প্রেমগুণ গাহিব ।

২৪০

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কি আশ্চর্য্য প্রেম, প্রভো, আমার প্রতি প্রকাশিলে,
ভুলবো না ভুলবো না কভু আমার এ প্রাণও গেলে !
অন্ধ, মূলা, খঞ্জ হ'য়ে ছিলাম মৃত্যুচ্ছায়ায় শুয়ে,
তুমি নিজ রূপা বলে মরণ হ'তে আনলে তুলে ।
তোমায় আমি ছিলাম ভুলে, তুমি কভু না ভুলিলে,
নয়নের তারা ব'লে সতত মোরে রক্ষিলে ।
আমি নিরুপায় ব'লে বিনামূল্যে মুক্তি দিলে,
আপন প্রাণ মূল্য দিলে, পাপ-ঋণ শোধ করিলে ।
সেই অমর সিয়োনাচলে তুমি প্রাণের সখা হ'লে,
জয় যীশু, জয় যীশু ব'লে তোমার সঙ্গে যাব চ'লে ।

২৪১

বিভাস—কাওয়ালী ।

ভুলিতে কি পারি তাঁরে,

যিনি নিজ প্রাণ দিয়া তান্নিলেন অভাগারে ?
সেই নাথ মহীরান মম চিন্তা মম ধ্যান,
জীবন থাকিতে আমি ভুলিতে কি পারি তাঁরে ?
অপূর্ব্ব করুণা তাঁর, নাহিক তুলনা যার,
খুঁজিলে এমন প্রেম কোথা পাব এ সংসারে ?
নাহি চাহি কোন ধন, পেয়েছি যে প্রিয়জন,
কণ্ঠহার করি' আমি রাখিব নিয়ত তাঁরে ।

২৪২

বিভাস—আড়াঠেকা ।

সব হৃৎখ যীশুর কাছে বল রে হৃদয় খুলে,
তাঁর সম স্নহদ তব কে আছে অবনীতলে ?

হৃদয় বেদনা যত নহে তাঁর অবিদিত,
 তিনি দুঃখপরিচিত দুঃখ ভুগেছেন ব'লে ।
 পাপভারে হ'য়ে ভারী ডুববে কি আশা-তরী ?
 তিনি হবেন কাণ্ডারী, তারিবেন অকূলে ;
 পরীক্ষা ভয় চতুর্ভিত দেখে যদি হও ভীত,
 তাঁর বলবান হাত বাঁচাইবে অবহেলে ।
 মানব হৃদয় মাঝে যত শোক দুঃখ আছে,
 বলিলে তাঁহার কাছে মন প্রাণ খুলে,
 প্রণয়পূর্ণ বচনে সাস্থনা করেন মনে,
 তাঁর মধুস্বর শুনে হৃদে আনন্দ উথলে ।

২৪৩

মিশ্রভৈরবী—একতালা ।

আঁধার ঘন কুহেলাবৃত দীন হৃদয় মাঝে
 কনক কিরণ ছড়ায় আজি খ্রীষ্ট তপন রাজে ।
 বিজন পথে হারায় পথ ভ্রমিতেছিহু একেলা আমি
 নিরাশ প্রাণে মগিন মুখে সারাটি দিন সারাটি যামী—
 এহেন কালে প্রভুগো তুমি বক্ষে তুলিয়া লইলে,
 আদরে আঁখি মুছালে
 নিমেষে গেল পলায়ে দূরে প্রাণের ঘোর বেদনা সব,
 টুটিল মোর ভ্রমণ-ভীতি মুখের পানে চাহিয়া তব,
 পুলক-ভরা হৃদয়ে শত ভকতি-উৎস ফুটিল,
 আশায় প্রাণ পুরিল ।
 ধ'রেছ যদি রাখিও ধ'রে, যেন না দূরে ভ্রমিতে পারি,
 শক্তি দেহ চলিতে মোরে তোমারি পদ-চিহ্ন ধরি' ;
 জীবন ব্যাপী সমরে মহা করিও বিজয়ী দীনে,
 মিনতি প্রভু চরণে ।

২৪৪

মিশ্র ঝাঁঝিট—একতাল।

পেলেম জীবন বীণুর করুণায়,
আমি মরণে কি আর করি ভয় !
আমি যতদিন থাকিব ভবে,
আমার এ জীবনে প্রভু বীণুর গৌরব হবে,
গেলে পরলোকে মন স্মৃথে হেরিব সেই দয়াময় ।
আমি জানিয়াছি পাপের যাতনা,
পাপ কার্যোতে সদা দুঃখ, মনে শাস্তি থাকে না,
আমি পাপকে ছেড়ে ত্রিষ্ট ধরে পেয়েছি নূতন হৃদয় ।

২৪৫

আলোয়া ঝাঁঝিট—ঠুংরি ।

আমি দুঃখে স্মৃথে সদা তাঁরি মুখ চেয়ে রই,
এ সংসারে কেবা আমার প্রিয় বীণ বই ।
দুঃখের সময় হ'লে, তাঁরি কাছে যাই চ'লে,
চক্ষু দুটি মুছে দিলে সবই ভুলে রই !
হ'রে সুখী সুখকালে ডাকি তাঁরে বীণ ব'লে,
মন কথা তাঁরে ব'লে আরও সুখী হই ।
বীণ আমার স্মৃথে সুখী, বীণ আমার দুঃখে দুঃখী,
বীণুর কাছে যত থাকি তত সুখ পাই ।

২৪৬

মিশ্র—একতালা ।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্তমান —

এ যে দেখিবার ধন অমূল্য রতন,
তুষ্ট কি হয় মন করি' অহুমান ?

এই ত সর্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই ত পাপীর বন্ধু দীন-দয়াময়, পূর্ণকর্মা পুরুষ প্রধান !
এই ত চিন্তামণি চিরন্তন ধন, এই ত দয়াল প্রভু হৃদয় রতন,
প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতর, কোথা যাব আর করিতে সন্ধান ?
এই ত নিত্য সত্য পথ জীবন, মধুর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কিবা পুণ্যপ্রভা অপরূপ শোভা, শাস্তিরসে ভরা প্রসন্ন বদন !
স্থানেতে এখানে, কালেতে এখন, প্রাণসখা আমার প্রিয় দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হারালে হৃদয় হয় যে শ্মশান ।

— —

২৪৭

মিশ্র—একতালা ।

হৃদয় মাঝে আসি' যীশু আঁধার ক'রেছ দূর—

আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !

জাগে প্রাণে কত আশা, বর্ণিবারে নাহি ভাষা,

উজল তোমার সত্যের প্রভায় দ্বিধা হ'রেছে দূর—

আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !

আপদে আমায় রেখেছ ধ'রে, দিয়েছ নব শক্তি,

মুক্ত-বিপদ-চিত্ত প্লাবি' উঠে অমল ভক্তি ,

তোমার রূপার নাই ত শেষ, নাইকো তব ক্লাস্তির লেশ,

শাসন তোমার ব্রাহ্ম পথে হৃদয় মধুর—

আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !

— —

২৪৮

বেহাগ—একতাল।

আমি অকৃতী অধম ব'লেও তো কিছু কম ক'রে মোরে দাও নি !
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়ে কেড়েও তো কিছু নাও নি ।
তব আশিস-কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাও নি ।
আমি ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে, সুখা পান ক'রে মরি গো
পিয়াসে,

তবু বাহা চাই সকলি পেয়েছি, তুমি তো কিছুই পাও নি ;
আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া, শতবার বাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি এক পাও ছেড়ে যাও নি ।

পবিত্র বাপ্তিস্ম

—:~:—

২৪৯

সুরট মল্লার—রাঁপতাল।

এনেছি শিশুরে যীশু, রাখ মোর স্নেহ-ধনে
রাখ তব স্নেহের বুকে, রাখ রাখ সযতনে ।

* * *

আশীর্বাদ কর এরে বুলাইয়া কর শিরে,
তোমার বাহুতে ধ'রে রক্ষ এরে নিশিদিনে ;
নিরাপদে রবে ব'লে দিতেছি তোমার কোলে,
লহ যীশু কোলে তুলে মম এ অমূল্য ধনে ।

২৫০

ভৈরবী—ঠংরি ।

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি,
তোমার সেবার মহান হুঃখ সহিবারে দাও ভক্তি ।
আমি চাই তাই ভরিয়া পরাণ হুঃখের সাথে হুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুক্তি ;
হুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ, সাথে যদি দাও ভক্তি ।
যত দিতে চাও কাজ দিও, যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অস্তর যদি জড়াতে না দাও জাল জঞ্জালগুলিতে ;
বাঁধিও আমারে যত খুসি ডোরে, মুক্ত রাখিও তোমা পানে মোরে,
ধূলায় রাখিও পবিত্র ক'রে তোমার চরণ ধুলিতে ;
ভুলায়ে রাখিও সংসার তলে, তোমারে দিও না ভুলিতে ।

* * *

—

২৫১

বেহাগ—চৌতাল ।

ভয় হ'তে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে ।
দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, সংশয় হ'তে সত্য সদনে,
জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, স্তম্ভ হুঃখ হ'তে শাস্তি ক্রোড়ে,
আমা হ'তে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে ।

২৫২

গারা ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

তাপিত হৃদয়ে আজি জল-সংস্কার লও,
পালিতে পবিত্র বিধি অবনত শিরঃ হও ।
অনুতাপ শোক করি', পাপ ইচ্ছা পরিহারি,
যীশু-পুণ্যবস্ত্র পরি' হৃষ্ট মনে স্তুতি গাও ।
যীশু দীক্ষার তনয়, সবারে শোণিতে ক্রম
করেছেন প্রেমময়, তাঁহারে হৃদয় দাও ।
সম্বতনে গুণনিধি রেখো মনে নিরবধি,
তাঁহার সরল বিধি পালিতে তৎপর হও ।

২৫৩

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

আজি এ শিশুর তুমি দিলে নাম, তোমার করুণা ধন্য !
জীবন-কুমুম ফুটিয়া উঠুক তোমারি পূজার জন্ত ।
করুণা করিয়া করে আপনার লহ লহ তুমি এ শিশুর ভার,
তোমার মতন কে আছে আপন এ ধরায় আর অন্ত ।
করুণা করিয়া করিও শিশুর মধুর হৃদয় সরল মধুর,
যেন সর্বকাজে হয় সব প্রিয় সন্তান বলিয়া গণ্য ।

পুণ্য সহভাগ

—:~:—

২৫৪

বাহার—ঝাঁপতাল।

এতদিনে এ জীবনে মম আশা পূরিবে,
অন্তরের হুঃখ রাশি এত দিনে ঘুচিবে।
এই পুণ্য নিকেতনে আসিয়াছি নিমন্ত্রণে,
সুধাপানে আজি মোর মনোবাঞ্ছা মিটিবে।
কিবা দিব্য আয়োজন ! হেরি' পুলকিত মন,
স্বর্গীয় মান্নায় হৃদি পরিতৃপ্ত করিবে।
ব্রাহ্মেশ্বর-কলেবর, পুণ্য রক্ত পাপহর,
কুটী দ্রাক্ষারসে আজি এ নয়ন হেরিবে।
জীবন সফল হবে ভোজন করিব যবে,
হৃদয় নাথেরে পেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশিবে।

২৫৫

ঝিঁঝিট—একতাল।

তুমি হে স্বর্গীয় মান্না, ভক্তের জীবন,
ক্ষুধিত তৃষিত জনে করাও ভোজন।
জীবনদায়ী খাদ্য সত্য গ্রহণ করি নিত্য নিত্য,
তুমি হে পাপীর পথ্য, তোমাতে মম জীবন।
সত্য দ্রাক্ষালতা তুমি, তব রক্তে সতেজ আমি,
হৃর্বল সেবক, আমি, ল'য়েছি তব শরণ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

ক্লেশপ্রতি দৃষ্টি করি' সর্বপাপ পরিহরি,
তুমি হে পাতকহারী, তার পাপী তাপী জন।
তব প্রেমে সঞ্জীবিত কর সকলের চিত,
হবে তাহে পুলকিত তব অনুগত জন।

২৫৬

ঝিঁঝিটমিশ্র—থেম্‌টা।

সবারে তারিতে যীশু ক্রুশে সঁপিলেন প্রাণ।
পিতঃ অক্ষয় পবিত্র জীবন্ত সে বলিদান,
স্বর্গে সাধু সনে যীশু যাহা করেন প্রদান,
প্রভুগো মোরাও দিতেছি তাহা তোমার চরণে।
এ পবিত্র বলিগুণে মোদের দেও প্রসাদ তোমার,
বন্ধুবান্ধব, পীড়িত, মুমূর্ষু সবারে,
দেহ শান্তি দেহ আলো মৃত বিশ্বাসী জনে।

২৫৭

আশা-ভৈরবী—ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেমসুধা চলরে ঘরে ল'য়ে যাই,
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তুষিত আছে
কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই,
দুঃখী কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহ ঠাই।
সতত চাহি' তাঁরে ভোলরে আপনারে, সবারে কররে আপন,
শান্তি আহরণে, শান্তি বিতরণে, জীবন কররে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা গুনরাছে, চলরে সবারে শুনাই-
বলরে ডেকে বল 'পিতার ঘরে চল, হেথার শোক তাপ নাই'।

২৫৮

বাহার—তিওট।

যীশুর শোণিত-স্রোতঃ বহিছে অবিরত
তারিতে আমার মত পাপীরে।
অমি শুনিলাম যীশুর স্বর—হও পাপি পরিষ্কার,
ডুব ডুব রে আমার ক্রুশ রুধিরে।
আমি সে মধুর স্বর শুনে, ডুবিলাম ততক্ষণে
যীশুর সর্ব পাপহারী স্রোতঃ মাঝারে।
মরি একিরে চমৎকার! পাপী হয় পরিষ্কার,
এল স্বর্গ-স্থল নরক সম অন্তরে।
গাবে অপূর্ব ক্রুশ-গান সর্বদা মম প্রাণ,
আমি জপিব যীশুর ক্রুশ অন্তরে।

২৫৯

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

ফিরে যেও না যেও না এসে কাছে তাঁর,
অমৃত সদন ছাড়ি' কোথা যাবে আর?
দেখনা চাহিয়ে নয়ন মেলিয়ে আশিস লইয়া প্রভু
নিকটে তোমার।
মধুর আহ্বান শুনিয়া তাঁহার কেমনে বাইবে দূরে আবার?
জন-মন-হারী সেরূপ তাঁহারি নয়ন ভরিয়া দেখ দেখ একবার।
তাঁর সম আর কে আছে আপন, তাঁর প্রেমপরশ
শীতলে পরাণ,
তাঁর কাছে এলে জগত যাবে ভুলে, জীবন সার্থক হবে
প্রসাদে তাঁহার।
শাস্ত্রত বিভব সম্মুখে তোমার, পশ্চাতে নশ্বর জগত অসার,
সে স্থখ অপার করি' পরিহার চেও না চেও না ফিরে
পশ্চাতে আবার।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৬০

স্বরট মল্লার—একতালা ।

খুলে গেল স্বর্গধামের দুয়ার, পাপী তাপী সবে আয়রে আয়,
বিবাদ কালিমা জড়িয়ে কেনরে, শুভক্ষণ দেখে বহিয়ে যায় ।
দেখ চেয়ে ঐ দিব্য বেদী'পরে খ্রীষ্ট সঁপিছেন প্রেমে আপনারে,
দিতে পরিজ্ঞান সর্বমানবেরে, জগতের অশ্রু মুছাতে হায় ।
লহ লহ এবে ভকতি ভরে, অমৃতাপ-শুক হৃদয়-পুরে,
খ্রীষ্ট দেহ রক্ত বিশ্বাস ক'রে, সঁপে দেও প্রাণ তাঁহারি সেবার ;
করি হে প্রার্থনা তব শ্রীচরণে—হে পিতা যীশুর সিদ্ধ বলিগুণে
দয়া কর সবে জীবন মরণে, রাখ স্নানীতল চরণ ছায়ায় ।

২৬১

বাহার—একতালা ।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান,
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান ।
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস, মুখে লয়ে এস হাসি !
হৃদয়ের খালে ল'য়ে এস ভাই প্রেম-ফুল রাশি রাশি ।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখ পানে আহা চাহিলে না মুখ তুলে ;
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ,
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হ'ল অবসান ।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না,
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না ?
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন রতনের সকলেই অধিকারী ।

২৬২

স্বরট মল্লার—একতালা ।

এই লভিহু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর,
 ধন্য হ'ল অঙ্গ মম পুণ্য হ'ল অন্তর ।
 আলোকে মোর চক্ষু ছুট মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুট'
 হৃদগগনে পবন হ'ল সৌরভেতে গম্বর ।
 এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
 এই তোমারি মিলনসুখা রইল প্রাণে সঞ্চিত ;
 তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি' লওহে মোরে,
 এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম জনমান্তর ।

২৬৩

বেহাগ খান্সাজ—তেওরা ।

ওহে পতিত পাবন, একি করুণা তব !
 একি অসীম স্নেহ ! একি বিধান নব !
 কুষ্ঠীরে বাঁধিলে তুমি প্রেম-আলিঙ্গনে,
 পাপীর চরণ ধূলি ধুইলে যতনে,
 সঁপিলে দেহ প্রাণ ক্রুশের মরণে,
 শোণিত সিঞ্জে তব পুত মানব সব ।
 যে বলি হইল সিদ্ধ ক্রুশ-বেদী 'পরে
 অপিছ তা' পিতৃপদে পাপী ত্রাণ তরে,
 নামে সেই দেহ রক্ত স্বর্গধাম হ'তে,
 মৃত সঞ্জীবনী-সুখা, পাপীরে তরা'তে ;
 এস হে দয়াল মোর অশ্রু-ধৌত চিতে
 জীর্ণ মন্দিরে আজ হবে মহোৎসব ।

২৬৪

ভৈরবী—একতালা ।

খ্রীষ্ট থাক মম সাথে, থাক সম্মুখে পশ্চাতে,
বাহিরে চিত্ত নিভূতে, খ্রীষ্ট রহ সর্বক্ষণে ।
থাক দেহে মনে মম, খ্রীষ্ট সখা প্রিয়তম,
শত্রু মিত্র সর্বজনে খ্রীষ্ট রক্ষ দিনে দিনে !
বাঁধি আজি ত্রিষ নাম হৃদি 'পরে বন্দ্য সম,
যেন রাজ্যে ত্রিষ প্রেম সর্ব অঙ্গে মনে প্রাণে ;
বহি' ত্রিষনাম বলে শোক তাপ অবহেলে,
জিনিব সম্মুখ রণে সর্ব পাপ প্রলোভনে ।

২৬৫

ঝিঁঝিট—একতালা ।

দীনবন্ধু করুণাসিদ্ধু কৃপাবিন্দু বিতর (দীনে)
আমার হৃদি-নিকেতনে কমল-চরণে দিবা নিশি প্রভু বিহর ।
পাপীর তরে ওহে জগৎপতি, সহিলে ক্রুশে দারুণ-ভুর্গতি,
দেহ রক্ত দানে, অগতির গতি, পাতক সন্তাপ হর ।
নয়নে তোমারে নাই বা হেরি, আছ হে জানি হৃদি আলো করি',
শোণিত-প্রবাহে পবিত্র ক'রেছ, শীতল ক'রেছ অন্তর ।
এই কোরো প্রভু দীন দয়াময়, তোমায় আমায় যেন বিচ্ছেদ না হয়,
হৃদয় মাঝারে হওহে উদয় ক্রুশরূপে চিরসুন্দর ।

২৬৬

বিভাস—একতালা ।

পিতা ! দেখ চাহি, যত দীনজন পদতলে তব মিলেছে এখন
লয়ে খ্রীষ্ট-বলি সিদ্ধ সনাতন মানব সন্তাপ কলুষ হরণ ।
পাপীত্রাণ তরে দেহ ভগ্ন ধার, তাঁরি বলিগুণে হর পাপভার,
ইহ পরলোকে সকল জনার, তব খ্রীচরণে করি নিবেদন ।

২৬৭

লুম ঝিঁঝিট—একতাল।

যে হাতে লইলু এবে দিব্য ত্রীষ্ট দেহ রক্ত,
সেই হস্ত রয়ে বেন নিত্য পরসেবারত ।
যে কর্ণে পশিল এবে তব পুণ্য প্রেমকথা
তাহে নাহি পশে যেন হিংসা কলহ বারতা ।
যে রসনা উচ্চারিল ‘পবিত্র’ গীতি বন্দনা
তাহা যেন নাহি রচে কপট মিথ্যা ছলনা ।

পবিত্র বিবাহ

—:~:—

২৬৮

সিন্ধু ভৈরবী—একতাল।

হুজনে যেথার মিলিছে, সেথায় তুমি থাক, প্রভু, তুমি থাক !
হুজনে যাহারা চলিছে, তাদের তুমি রাখ, প্রভু, সাথে রাখ !
যেথা হুজনের মিলিছে দৃষ্টি, সেথা হোক তব স্মৃধার বৃষ্টি,
দৌহে যারা ডাকে দৌহারে তাদের তুমি ডাক, প্রভু তুমি ডাক
হুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বলাইছে যে আলোক,
তাহাতে হে নাথ, হে বিশ্বনাথ, তোমারি আরতি হোক !
মধুর মিলনে মিলি’ দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অন্তঃ হইতে তাহারে তুমি ঢাক, প্রভু, তুমি ঢাক !

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৬৯

ভূপালী—কাণ্ডালী ।

যে তরলীখানি ভাসালে হুজনে আজি হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী ক'রো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী ।
কাল পারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরাম বিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন্ প্রসাদ পবন সঞ্চারি ।
নিয়ো নিয়ো 'চির জীবন-পাথের, ভরি' নিয়ো তরী কল্যাণে,
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, যেয়ো অমৃতের সন্ধানে ;
বাঁধা নাহি থেকে আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঙ্কার চলে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ে দেশে দেশে, বিশ্বের মাঝে বিস্তারি' ।

২৭০

বেহাগ খান্ধাজ—তেওরা ।

ওহে জগত-কারণ একি নিয়ম তব ! একি মহোৎসব ! একি মিলন নব !
গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে, অগ্নু অগ্নুরে ডাকে চির অতুরাগে ;
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম সোহাগে, অখিল নিখিল তরা একি আহ্বান রব !
যে নিয়মে জীবগণ সুখ দুঃখ অন্ধ, প্রেম-পারিজাতে প্রভো, একি মকরন্দ !
দুইটী অন্তর তাই দূরান্তর হ'তে করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে,
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে, তুচ্ছ দৈন্ত, অতি তুচ্ছ বিভব ।

২৭১

নায়েকী কানেড়া—একতালা ।

দুইটী হৃদয়ে একটা আসন পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ ।
কল্যাণকরে মঙ্গল-ডোরে বাঁধিয়া রাখহে দৌহার হাত ।
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক্ হৃদয়ে চির বসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে কর হে করুণা-নয়ন-পাত ।

সংসার-পথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে ছুটি পাশ্ব তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ, করুক প্রকাশ নব প্রভাত ;
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী তোমারি সত্ত্ব,
দৌহার চিতে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবস রাত ।

২৭২

খান্জাজ—একতালা ।

সুখে থেকে আর সুখী ক'রো সবে, তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে,
মঙ্গলের পথে থেকে নিরন্তর, মহত্বের' পরে রাখিও নির্ভর,
ঋণজ্যোতিঃ তাঁরে ঋণতারা কর, সংশয়-তিমিরে, সংসার-অর্ণবে ।
চির শোভাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
ছ'জনার বলে সবল ছ'জন জীবনের কাজ সাধিও নীরবে ।
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল, প্রেম-বলে তবু রহিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল সম্পদে বিপদে শোকে উৎসবে ।

পরলোক

—:~:—

২৭৩

বেহাগ—কওয়ালী ।

তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে যত দূরে আমি যাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই ।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই ।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই তব সে শুধু আমারি, নিশি দিন কাঁদি তাই ।
অন্তরঙ্গানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ।

জানিহে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর কিনারে । (হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি' তব অমৃত দুয়ারে । (হে প্রভু)
জানি হে তুমি যুগে যুগে, তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে ;
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হইতে আলোকে,
জীবন হ'তে নিয়েছ নব জীবনে । (হে প্রভু)
জানি হে নাথ, পুণ্য পাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন সমুখে ; (হে প্রভু)
আগার হাতে তোমার হাত র'য়েছে দিন রজনী
সকল পথে বিপথে, সুখে অসুখে । (হে প্রভু)
জানি হে জানি, জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি' বিনাশ-ভয়-পাথারে ;
এমন দিন আসিবে, যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে । (হে প্রভু)

ঐ যে দেখা যার সিয়োনপুরী—

অনিলাসুন্দর, ভব-যর্দন পারে তেজোময় ।
দীপ্ত রবীন্দ্র কোটি চন্দ্র ভাতি স্বর্ণ মণ্ডিত তোরণে,
রত্নরাজি সদা উজলিছে তারা-খচিত পথোপরি ।
নত পবিত্র কিরূব সিরাক, আলোক বসনে ভূষিত,
পক্ষ সাজে রূপরাশি ঢাকি বন্দে আনন্দে পাপহারী ;
সূর্য্য রশ্মি ফলিত সিংহাসনে রাজেন্দ্র মুখজ্যোতিঃ মুগ্ধ,
মেঘশিশু জয়ধ্বজা তুলি' নৃত্য করিছে নর নারী ।

২৭৬

ঝিঁঝিট—একতালা ।

বিরাজে অদূরে স্বরগ মাঝারে ভবন তোমার তরে—
যীশু স্বরুধিরে, নয়নের নীরে, যতনে রচিলা তারে ।
প্রিয়জন যত হ'য়েছে বিগত, বর-বাহিত বাস পরিহিত,
রাখি শিরঃ স্মৃথে ত্রাণেশ্বর বৃকে চুষিছে চরণ করে ।
রোগ শোক তাপ পশে না সেখানে, হানে না প্রাণ বিচ্ছেদের বাণে,
বীণা ধরি' করে, ঘেরি' ত্রাণেশ্বরে ঝঙ্কারে মধুর স্বরে ।
অক্ষয় কিরীটে শিরঃ স্মৃশোভিত, শুভ্র বসন অঙ্গে পরিহিত,
প্রভাতীয় তারা কিবা মনোহরা শোভিছে তাদের শিরে ।

শিশুদের গীত

—:~:—

২৭৭

ঝিঁঝিট—একতালা ।

শিশু-প্রেমী যীশু প্রাণ প্রিয়তম, মিলি সবে মোরা যত শিশুজন
হরষিত চিতে ভকতি প্রেমেতে করিছে বন্দনা তব শ্রীচরণ ।
স্বর্গ ছিল তব সিংহাসন, দূতগণ জয়ধ্বনি করি'
গাহিত তব মহিমা-গীতি তুলিয়া সুস্বর লহরী ।
তাজি' তাহা পাপীর কারণ নর বংশে লইলে জনম,
নর সাথে করিলে বসতি, প্রেম তব অতি অনুপম ।
অন্ধজনে তুমি দিলে নেত্র, খঞ্জজনে চরণের গতি,
বধির জন পাইল শ্রবণ, মুকে দিলে বচন শক্তি ।
মৃতজনে তুমি দিলে প্রাণ, দুঃখীজনে হৃদে সান্ত্বনা,
অপরূপ প্রেম দেখাইয়া ঘুচাইলে ভবের যন্ত্রণা ।
দ্রুশে দিলে আপনারে বলি প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধন,
মৃত্যু জিনি' করিয়া উত্থান দিলে নরে অনন্ত জীবন ।

২৭৮

খান্সাজ—একতালা ।

ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা হৃদয়ে মাগিয়া লব,
জগতের কাজে, জগতের মাঝে, আপনা ভুলিয়া রব ।
ছোট তারা হাসে আকাশের গায়, ছোট ফুলে ফুটে গাছে,
ছোট বটে তবু তোমার জগতে আমাদেরো কাজ আছে ।
দাও তবে প্রভু হেন শুভ মতি, প্রাণে দাও নব আশা,
জগত মাঝারে যেন সবাকারে দিতে পারি ভালবাসা ।
সুখে দুঃখে শোকে অপরের লাগি' যেন এ জীবন ধরি,
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে মোরা জীবন সফল করি ।

২৭৯

মিশ্র ভীমপলশ্রী—ঝাঁপতাল ।

জীবন আমার কর আলোকের মত সুন্দর নির্মল,
যেখানে যখন র'ব সে স্থান নিয়ত করিব উজ্জল ।
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে আলো করি' আমার জীবন,
সুদিন দুর্দিন কিম্বা অন্ধকার রাতে চিরজ্যোতিঃ থাক অনুক্ষণ ।
জীবন আমার কর ফুলের মতন শোভার আধার,
পবিত্র স্নগন্ধে যেন সবাকার মন তুষি অনিবার ;
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে শোভা করি' আমার জীবন,
শরত হেমন্ত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষাতে হে সুন্দর থাক অনুক্ষণ ।
অন্ধের যষ্টির মত কর গো আমারে দুঃখীর নির্ভর,
প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথারে সেবি নিরন্তর ;
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে, প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সঙ্কায় প্রভাতে কাছে থাক সর্বশক্তিমান ।

২৮০

ধাধাজ—একতালা ।

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-কোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন ক'রেছ আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগ যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।

২৮১

মিশ্র—

কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন শত শত আশার কিরণ ;
নিরাশার অন্ধকারে ল'য়ে যেন যেতে পারে
নব শক্তি, নবোৎসাহ, উজ্জ্বল নূতন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন স্নেহ ভরা আনন্দ ভবন ;
দীন অসহায় যারা, স্থান যেন পায় তারা,
মুছাইতে পারে যেন সজল নয়ন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন ।
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন স্বরগের নন্দন-কানন ;
শ্রায়, সত্য, পবিত্রতা বিকশিত হোক তথা,
সুধার সৌরভে পূর্ণ করুক ভুবন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৮২

লগ্নী—ঠংরি ।

হৃদয়ে দাও প্রীতি, প্রাণে দাও স্মৃতি,
তোমার জয় গীতি গাই হে ।
কর হে সরল, সুন্দর কোমল,
চরিত নিরমল, এই ভিক্ষা চাই হে ।
আমাদের হাতে ধ'রে বাঁধ তব স্নেহ-ডোরে,
তোমার প্রেমের ঘরে কত সুখ পাই হে ;
আজি এই শুভদিনে, শুভ এই সম্মিলনে,
অশীর্বাদ ল'য়ে প্রাণে গৃহে ফিরে যাই হে ।

প্রশংসা—উপাসনা শেষে

—:~:—

২৮৩

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল ।

আজি, আজি বিভূরে প্রশংস সর্বজন—
পূর্ণ হবে সবার মনোবাসনা ।
প্রশংস পিতা পরমে ! প্রশংস ঈশ-নন্দনে !
প্রশংস পরমাত্মনে—তিনে এক একে তিনে !
দূতগণ করে যার বন্দনা !
(কায়মনোবাক্য করি যোজনা)

দ্বিতীয় খণ্ড

(ইংরেজী স্তর)

বিষয় সূচী

	গীত সংখ্যা
প্রাতঃকাল	২৮৩
সায়ংকাল	২৮৫—২৮৯
প্রভুর দিন	২৯০
আগমনী	২৯১—২৯৫
খ্রীষ্টের জন্মোৎসব	২৯৬—৩০২
এপিফানী	৩০৩
মহোপবাস ও অনুতাপ	৩০৪—৩১৪
পান্মা রবিবার	৩১৫—৩১৬
খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু	৩১৭—৩২৭
খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ	৩২৮—৩৩৮
পবিত্র আত্মা	৩৩৯—৩৪৩
পবিত্র ত্রিভু	৩৪৪—৩৪৭
ত্রীশীশ্বনাম	৩৪৮—৩৫১
সাধুদিগের পর্ব	৩৫২—৩৬৪
শত্বোৎসর্গ পর্ব	৩৬৫
খ্রীষ্টরাজ্য	৩৬৬—৩৬৮
কাথলিক মণ্ডলী	৩৬৯—৩৭৩

		গীত সংখ্যা
প্রশংসা ও ধন্যবাদ	...	৩৭৪—৩৭৮
ধ্যান ও প্রার্থনা	...	৩৭৯—৩৮৮
আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর	...	৩৮৯—৩৯২
সাক্ষ্য	...	৩৯৩—৩৯৫
পবিত্র বাপ্তিস্ম	...	৩৯৬—৩৯৮
হস্তার্পণ	...	৩৯৯—৪০০
পুণ্য সহভাগ	...	৪০১—৪১৫
পীড়িত ব্যক্তির জ্ঞ	...	৪১৬
মৃত্যু ও সমাধি	...	৪১৭—৪১৮
স্বর্গ	...	৪১৯
পুণ্যপদ	...	৪২০
শিশুদের গীত	...	৪২১—৪২২

সূচীপত্র

—*—

			গীত সংখ্যা
অধমে তুমি ডেকেছ	...	...	৩৮৯
অনন্ত ঈশ্বর তুমি	...	...	৪০১
অনাদি পবিত্র পিতা	..	...	৩৪৪
আছে এক সবুজ	...	There is a green hill	৩২৪
আজি কৃতজ্ঞ অন্তরে	...	Praise my soul the King	৩৭৫
আজি গুণনিধি	...	...	৪০২
আজি মোরা সবে মিলি	...	To Thee, O Lord	৩৬৫
আজি লহ চিত মম	...	My God accept	৩৯৯
আমি করেছি মনন	...	O Jesu I have promised	৪০০
আশ্রয় গিরি সনাতন	...	Rock of ages	৩০৫
আহত খ্রীষ্টের ভোজে	...	...	৩৩৩
ঈশ্বর আমার ঈশ্বর	...	My God, My God	৩০৩
ঈশ্বর পুত্র নরদেহে	...	When came in flesh	২৯১
উঠ খ্রীষ্ট সৈনিক	...	Soldiers of Christ, arise...	৩৭০
উর্দ্ধনেত্রে শিষ্যগণ	...	...	৩৩৫
এক রাজ্য জানি সুখময়	...	...	৪১৯
এ বারতা অবাক্ করে	...	It is a thing most	৩৯০
এল নিরুপিত দিন	...	See the destined day	৩১৭
এস এস কর ত্রাণ	...	O come, O come	২৯২

এস এস প্রিয় বৎস	...	...	...	৩৯৬
এস দাবিদ তনয়	...	Hail to the Lord's	...	২৯৩
এস ভক্তবৃন্দ	...	O come all ye faithful	...	২৯৬
এস স্বর্গপতি	...	O King enthroned	...	৩৯০
এস স্বর্গীয় প্রেম	...	Come down O Love divine	...	৩৩৯
এস হে পবিত্রাত্মা	...	Come Thou Holy Paraclete	...	৩৪১
ওগো কোমল হৃদয়	...	Jesu, meek and gentle	...	৩৭৯
ওগো জীবনস্বামী	...	Most glorious Lord of life	...	২৯৭
ওগো দিব্যধানবাসী	...	Ye watchers and ye	...	৩৭৪
ওহে ঈশ্বর পিতা	...	...	...	৩১১
ওহে আশ্রয় ঈশ্বর	...	...	...	৩০৭
কপালেতে ক্রুশচিহ্ন	...	In token that thou shalt	...	৩২৭
কালভেরী শ্মশানে	...	And now O Father	...	৪০৩
কি দোষে হয় যীশু	...	An holy Jesu. how hast	...	৩১৩
কেবা মৃত্যু জয় করি'	...	...	...	৩৩২
কেবা শিশু গোশালায়	...	Who is He in yonder stall	...	২৯৩
কেবা শিশু তৃণ 'পরে	...	...	...	২৯৪
কে সাজাল স্তম্ভবেশে	...	How bright these glorious	...	৩৫৯
কঁাদে মাতা শোকাকুলা	...	At the Cross her station	...	৩২১
খ্রীষ্ট থাক মম সনে	...	Christ be with me	...	৩৮০
খ্রীষ্ট প্রভু উত্থিত	...	Christ the Lord is risen	...	৩৩০
গাই পিতার স্তুতি	...	...	...	৩৪৫
গাহি সে বিজয় গীতি	...	We sing the glorious	...	৩৫৬
গোপন বিহারী ত্রাতা	...	Thee we adore	...	৪০৪

গৌরব জ্যোতির পথে	...	From glory to glory	...	৪০৫
ঘিরি স্বর্গ সিংহাসনে	...	Around the throne of God	...	৩৬৩
চল দ্রুততালে	...	Onward Christian soldiers	...	৩৬৯
চল ধীরে হও আগুয়ান	...	Ride on ! ride on	...	৩১৫
চল্লিশ দিন চল্লিশ	...	Forty days and forty nights	...	৩০৪
ছিল না জগত হেথা	...	Of the Father's heart	...	৩০১
জনম গোশালায়	...	...	...	৩০২
জাগ জাগ জাগ আজি	...	...	...	৩৭১
জানু হবে নত শুনে	...	At the name of Jesus	...	৩৭৬
জীবনদাতা হে	...	Lord of our life, and God	...	৩৭২
জীবন বহিয়ে যান	...	Lord in this Thy mercy's	...	৩১৪
জীবনের উৎস	...	Jesu son of Mary	...	৪১৮
জ্যোতির্ময় পিতা	...	Hail, gladdening Light	...	২৮৬
তব আত্মা বরিষণে	...	Pour out Thy spirit	...	৪২০
তারকার সম তেজে	...	...	...	৩৬০
তুমি ধ্রুব আলো	...	Lead Kindly Light	...	৩৮১
তুমি রাজ সিংহাসন	...	Thou didst leave Thy	...	৩৮২
তুমি হৃদয় মন্দিরে	...	Sun of my soul	...	৩৮৩
তোমার আদেশে আঁধার	...	Thou whose almighty	...	৩৬৬
ব্রাতা উঠছে প্রবেশ	...	...	...	৩৩৬
তোমারি মন্দিরে	...	Hail to the Lord who	...	৩৫৪
থাক মম সাথে	...	Abide with me	...	২৮৫
দূত অমর গাহে আনন্দে	...	...	...	৩৬৪
দাঁড়াও আজি বিশ্ব	...	Let all mortal flesh	...	৪০৬

ধন্য তাঁর আরোহণ	...	Hail the day that sees Him	৩৩৭
ধন্য যীশু তুমি	...	Glory be to Jesus	৩২৩
ধন্যবাদ জগদীশ	...	Now thank we all our God	৩৭৭
ধন্য মারীয়া কুমারী	...	Ave Maria, Blessed Maid	৩৫২
ধন্য যীশু-মাতা	...	Hail, O star that pointest	৩৫৩
ধূপের ধূমে সাধুরা	...	...	৩৫৮
নমঃ জগৎ জ্যোতিঃ	...	O gladsome light	২৮৭
নরদেহ অষ্টা যিনি	...	The royal banners	৩২২
নাহি ভালবাসি তোমা	...	My God, I love Thee	৩০৮
নিশাকালে রাখালেরা	...	While shepherds watched	২৯৮
নীরবে সমাধিতীরে	...	By Jesus' grave on	৩২৬
নীল নভঃ ছাড়ি	...	There's a friend for	৪২১
নীল নভঃ 'পরে	...	Above the clear blue sky	৪২২
পাপে দুঃখে চাহ যদি	...	All ye who seek	৩১২
পিতঃ করহে গ্রহণ	...	Holy God we offer here	৪০৭
পিতঃ দেখ চেয়ে	...	Wherefore O Father	৪০৮
পিতঃ ধন্য করুণা	...	...	৪০৯
পুণ্য পুণ্য পুণ্য প্রভু	...	Holy, Holy, Holy	৩৪৬
পুত্র ঈশ্বর ক্রুশের	...	...	৩১৯
পূর্বদেশ হ'তে আসে	...	From the eastern mountains	৩০৩
প্রভু মোদের অতীত	...	O God our help in ages past	৩৯৪
প্রভো আমার এ জীবন	...	Take my life and let it be	৩৯২
প্রাণের প্রিয় যীশু হে	...	Jesus, Lover of my soul	৩৮৪
প্রেম আলো পুণ্য আত্মা...	...	...	৩৪৩

প্রেমের রাজা পালক	...	The King of Love	...	৩৯৩
ভক্তি প্রীতি বন্দনা	...	All glory laud and honour	...	৩১৬
ভজন পূজন মন	...	O worship the King	...	৩৭৮
ভব কোলাহল মাঝে	...	Jesus calls us	...	৩৫৫
মণ্ডলী এক ধাতু রাজ্য	...	The church of God a kingdom	...	৩৭৩
মরেন যখন যীশুর	...	...	...	৪১৭
মাদ্রাজী পাঞ্জাবীগণ	...	...	...	৩৬৮
মেঘরথে মৃত্যুঞ্জয়ী	...	See the Conqueror mounts	...	৩৩৪
মোর পথ যে তোমার	...	Thy way not mine	...	৩৮৫
যিনি সে ক্রুশোপরে	...	Jesus Christ is risen to-day	...	৩৩১
যীশু পাপ মৃত্যু 'পরে	...	The strife is o'er	...	৩২৮
যীশু প্রভু ত্রাতা মম	...	Jesu my Lord, my God	...	৩৮৬
যীশু প্রিয় ত্রাতা	...	Jesu gentlest Saviour	...	৪১০
যীশু ভোজে আছ	...	...	...	৪১১
যীশু মোরা কোন দিন	...	...	...	৩০৯
যীশু রাজার নিত্য দান	...	The eternal gifts of Christ	...	৩৫৭
যীশু-রাজ্য হবে বিস্তার	...	Jesus shall reign	...	৩৬৭
যীশুর আত্মন পুণ্য	...	Soul of Jesus make me	...	৩১০
যীশুর শোণিত স্রোতঃ	...	...	...	৩২০
যে ক্রুশে হত রাজরাজ	...	When I survey	...	৩২৫
যোদ্ধাবেশে কেবা চলে	...	The Son of God goes forth	...	৩৬২
রহিব নিরাপদে	...	Safe in the arms of Jesus	...	৩৯৮
রাজ্য জয় করে যারা	...	Conquering Kings their	...	৩৫০
লইলু যাহে পুণ্য দান	...	Strengthen for service, Lord	...	৪১৫

লও হে কাছে তব	...	Nearer my God to Thee	...	৩৮৭
বল গো মোরে বল	...	Tell me the old old story	...	৩৮৮
বিশ্বাসরূপ নয়নে	...	My faith looks up to Thee	...	৩৯১
বৈৎলেহমের গোয়াল	...	Once in royal David's city	...	৩০০
শুন স্বর্গদূতের রব	...	Hark the herald angels sing	...	২৯৭
শুনলাম যীশুর মধুর	...	I heard the voice of Jesus	...	৩৯৫
শুভ পুনরুত্থান দিনে	...	O sons and daughters	...	৩২৯
শেষ করি আপনার	...	...	...	৩২৭
শোণিত রঞ্জিত বসনে	...	The Story of the Cross	...	৩১৮
শ্রীযীশু নাম কি সুধা	...	How sweet the Name	...	৩৪৮
সাধু সেনাপতিগণ	...	Captains of the saintly	...	৩৬১
সুন্দর বড় সুন্দর	...	...	...	৩৪৯
সৃজিলে দিবস রাত	...	God that madest earth	...	২৮৮
স্রষ্টা আত্মা এস	...	Come O Creator Spirit	...	৩৪২
স্বর্গের রাজা তুমি হে	...	Bread of heaven	...	৪১২
হত যিনি পাপীর তরে	...	Lo ! He comes with clouds	...	২৯৫
হ'য়ে সচেতন রজনী	...	Father, we praise Thee	...	২৮৯
হে আরোগ্যদাতা	...	Thou Lord hast power	...	৪১৬
হে জীবনদাতা	...	Author of life divine	...	৪১৩
হে নিত্য অদৃশ্য ঈশ্বর	...	Immortal invisible	...	৩৪৭
হে নিত্য পিতা	...	O most merciful	...	৪১৪
হে মহাজন জগতস্বামী	...	Eternal monarch	...	৩৩৮
হোক যীশু নামের	...	All hail the power of Jesu's	...	৩৫১
হোথা রক্তরাগে	...	The sun is sinking fast	...	২৮৯

শ্রীষ্ট সঙ্গীত

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাতঃকাল

—:~:—

২৮৪

E. H. 165

হয়ে সচেতন রজনী প্রভাতে
গাহি গুণ তব হরষিত চিতে,
সঁপি হে পিতঃ তব চরণেতে
দেহ প্রাণ মন ।

পাতকীর বন্ধু পুণ্য আত্মা দানে
বিপদ মাঝারে রক্ষ অভাজনে ;
ধরি' ক্রুশ তব রহি প্রাণপণে
যেন অনুক্ষণ ।

সায়ংকাল

—:~:—

২৮৫

E. H. 363

থাক মম সাথে, সন্ধ্যা-তমঃ	বিঘ্ন মাঝে, রক্ষ তুমি মোরে,
গাঢ় এবে, হৃদে এস মম ;	তুমি ছাড়া, পাপ অন্ধকারে
রক্ষ তুমি নিরাশ্রয় জনে,	কে দিবে আলো, কে নিবে পথে ?
দীননাথ, দয়া কর দীনে ।	প্রভু, সদা থাক মম সাথে ।

সংসারের মিথ্যা মোহ যত,	তুমি যদি সঙ্গে থাক তবে
সকলি শীঘ্র হইবে গত ;	নাহি ডরি পাপ-শত্রু সবে ;
যাহা দেখি, সকলি অনিত্য,	সর্ব শোক, দুঃখ, পদে দলি',
থাক সাথে, ওহে ঙ্গব, নিত্য ।	প্রসাদে তব, যাব হে চলি' ।

ধ'র ক্রুশ কাছে মৃত্যু দিনে,
রাখ তব উজ্জল কিরণে,
চল হে নিয়ে স্বরগ-পথে,
জীবনে মরণে থেক সাথে ।

২৮৬

A. M. 18

জ্যোতির্শ্রয় পিতা, পবিত্র, অপার,	সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হ'য়ে আসে,
পুণ্যময় পূর্ণ বিকাশ তোমার	ক্লান্ত দিবসের অবসান শেষে
বীণা ব্রীষ্ট, পূর্ণ দীপ্তির আধার ।	গাই ত্রিভুকের স্তোত্র, আনন্দ-ভাবে ।

হে জীবন উৎস জগত-প্রাণ
বীণা, ঈশ্বর-স্বত, প্রেমনিধান,
গাহি মোরা আজ তব গুণগান,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া ।

২৮৭

E. H. 269

নমঃ জগৎ-জ্যোতিঃ	দিবা অবসানে
আনন্দ মূরতি,	পুলকিত মনে
বরেণ্য পুণ্যময় হে !	বন্দি ঈশ-নন্দন !
তব রূপ ছটায়	যশো-গাথা গাহি
হেরি বিশ্ব পিতাম্,	কৃপা তব চাহি,
নমঃ ত্রাতা ত্রীষ্ট হে !	নমঃ জগৎ-জীবন !

২৮৮

E. H. 268

সজ্জিলে দিবস রাতি, প্রভো, তুমি,	রক্ষ দিবাভাগে, রেখো রজনীতে !
বিশ্রামে, শ্রমেতে সাথী, থেক তুমি ;	প্রভো, মৃত্যু দিনে থেক মম সাথে ;
সুখদ সুনিদ্রা দেহ,	অস্তিমে পাপীরে তুমি
আশিসে আবরি' গেহ,	ভুলো না, জীবন-স্বামী,
রজনীতে শাস্তি দেহ, প্রভো, তুমি ।	রেখো তব অনুগামী, তব সাথে ।

২৮৯

E. H. 280

হোথা রক্তরাগে,
নিভে রবি ;
মোরা সন্ধ্যা যোগে,
অরি তব ছবি ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

তুমি পিতৃ পদে,
ক্রুশোপরে,
দিলে আত্মবলি,
মানবের তরে ।

কর যদি পূর্ণ,
প্রেমে তব,
শোক, দুঃখ দেহ,
সকলি সহিব ।

ইচ্ছা সমর্পিতে,
গম মনে,
দেহ, আত্মা মম
তব শ্রীচরণে ।

যীশু, থাক সদা
মম হৃদে,
রক্ষা কর মোরে
সকল বিপদে ।

প্রভু, ইচ্ছা গম,
আত্ম ভুলি,
ইচ্ছা, আশা তোমা
দিব হাতে তুলি ।

হে পবিত্র ত্রিভু,
পুণ্য প্রভু,
তোমা ছাড়ি' যেন
নাহি চলি কভু ।

প্রভুর দিন

—:~:—

২৯০

E. H. 283

ওগো জীবনস্বামী এমন দিনে,
লভিলে জয় পাপ মরণ'পরে,
বন্ধন-মুক্ত হল বন্দী জনে,
স্বর্গদ্বার খুলিলে পাপী তরে ।

মোদের তরে পুণ্য রক্ত তব
দিলে অকাতরে, প্রেমময় হে ;
হ'য়ে রক্তে তব ধৌত নব,
নিত্য থাকি যেন তব গেহে ।

যতনে প্রেম তব স্মরণ করি'
ভালবাসি তোমা হৃদয় ভরে ;
ঢাল চিত্ত 'পরে প্রেম বারি,
যেন ভালবাসি সর্ব নরে ।

আগমনী

—:~:—

২৯১

E. H. 13

ঈশ্বর পুত্র নর দেহে
এলেন ভবে যবে,
জানিল সে বার্তা শুধু
দীন রাখাল সবে ।

বিচার দিনে ত্রাতা যবে
হবেন প্রকাশিত,
সে আলোকে চমকিবে
ধরাবাসী যত ।

আগমন জ্যোতিঃ তাঁরি
কে সহিতে পারে ?
পাতকীর বন্ধু বলি’
যে জানে তাঁহারে ।

ধন্য হবে ভক্ত জনে
লভি হৃদে তাঁরে—
ধন্য যথা মা মারিয়া
তাঁরে কোলে ধ’রে ।

ধন্য প্রভু, এস হৃদে—
তব আগমনে
পাপ হুঃখ মুক্ত হবে
নরনারিগণে ।

২৯২

E. H. 8

এস, এস, কর ত্রাণ
হে ত্রাতা, ভারত প্রাণ,
ঈশ্বরপুত্র বিহনে
ম্লান সে পাপ বন্ধনে ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব ।

গভীর বেদনা হ’তে
এ জাতি উদ্ধার কর,
পাপে জয়ী করিবারে
এস ত্রাতা মানবের ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত
আসিছেন ত্রাতা তব ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

এস হে জীবন-দাতা,	এসহে নেতা আমাদের,
বাঁচাও মোদের আত্মা,	খোল হে দুয়ার স্বর্গের,
অজ্ঞান আঁধার নাশ,	দূর কর সব ক্লেশ,
দূর কর মৃত্যু-ত্রাস ;	সব পাপ কর শেষ ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,	ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব ।	আসিছেন ত্রাতা তব ।

এসগো জীবন-দাতা,
তুমি ত সবারি ত্রাতা,
মৃত্যুপথে চলে যারা,
সবে ত্রাণ লভুক্, তারা ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব ।

২৯৩

E. H. 45

এস দাবিদ-তনয়,	তোমারি আগমনে
বন্দি হে তোমারে,	মরু বিকশিবে,
বিস্তার পৃথিবীময়,	নীরস কঠিন প্রাণে
রাজ্য হে সত্ত্বরে,	প্রেম উথলিবে,
জুড়াতে দুঃখীর প্রাণ,	বহিবে শান্তি ধারা
মুছাতে আঁখি জল,	যত দেশে দেশে,
বন্দীরে করিতে ত্রাণ,	টুটিবে অপ্রেম-কারা
দুর্কালে দিতে বল ।	তোমারি পরশে ।

২৯৪

E. H. 198

কেবা শিশু তুণ 'পরে,
শুয়ে পশুদল মাঝে ?
কেবা তুমি ক্লান্ত করে
রত স্ত্রধর কাজে ?

তুমি প্রেম, স্রষ্টা, পাতা,
সন্তান মরিছে পাপে,
তাই তুমি নিজে ত্রাতা,
বহি পাপ অভিশাপে ।

কেবা রোগী পাপী নরে,
করে স্বাস্থ্য শক্তি দান ?
অবনত শোক-ভারে
ক্রুশে কেবা তাজে প্রাণ ।

এস হে পাতকী ত্রাতা,
পাপ শক্তি কর ক্ষয় ;
এস হে জীবনদাতা,
বিনাশ হে মৃত্যু ভয় ।

জানি জানি প্রভো তুমি,
পুণ্য-প্রেম-পারাবার,
নিখিল জগতস্বামী
নর দেহে অবতার !

তব প্রেম-মূর্তি এবে
প্রকাশ মোদের দেশে,
অন্ধকার দূরে যাবে,
অরুণ উদিকে হেসে ।

২৯৫

E. H. 7

হত যিনি পাপী তরে,
হের তাঁরি আগমন ;
কোটি সাধু ঘিরে তাঁরে,
মেঘে তাঁরি সিংহাসন ।
হাল্লেলুয়া
হের খ্রীষ্ট আগমন ।

সর্বজনে হেরবে তাঁরি
তেজোদীপ্ত মুরতি,
গর্ভভরে তুচ্ছ করি'
বিধে যারা ক্রুশেতে ;
দুঃখে ভয়ে
হেরবে খ্রীষ্ট মুরতি ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

ক্রুশ-ক্ষত-চিহ্ন যত
দিব্য দেহে প্রকাশে,
হেরি তাহা পুলকিত
ভক্ত জনে হরষে !

হাঙ্গেনুয়া
গাবে গীতি হরষে !

সর্বজনে তব পদে
দিবে পূজা বন্দনা,
মহ রাজ্য প্রভু এবে,
নাশ পাপের ছলনা ;

এস শীঘ্র,
পূরাও ভক্ত বাসনা ।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব

—:~:—

২৯৬

E. H. 28

এস ভক্তবৃন্দ
কর জয়ধ্বনি ;
এস, সবে এস বৈৎসেহমে ;
এস হেরি তাঁয়
সেই দূত-রাজায় ;

এস পূজি তাঁহারে,
এস পূজি তাঁহারে,
এস পূজি তাঁহারে, খ্রীষ্টেরে ।

ঈশ্বর জাত ঈশ্বর,
দীপ্তি জাত দীপ্তি,
জন্ম তাঁরি কুমারি উদরে ;
ঈশ্বর প্রকৃত, জাত, নহে সৃষ্ট ;

গাও সব দূত দল,
কর গান আনন্দে,
গাও হে সর্ব উদ্ধ স্বর্গবাসি,
গৌরব ঈশ্বরের সর্বোপরি স্বর্গে ;

যীশু, প্রণাম তোমায়,
হ'লে তবে জাত ;
যীশু, চিরদিন হউক তোমার গৌরব
পিতার এ পুত্র
তাঁর অবতার ।

শুন স্বর্গদূতের রব,
নবজাত রাজার স্তব ;
উর্ধ্বে প্রভুর মহিমা,
ভূতলে প্রসন্নতা ;
উঠ, সর্ব জাতিগণ,
হর্ষে কর আরাধন,
কর জগতে প্রচার,
ঈশ্বর হ'লেন অবতার ।

শুন স্বর্গদূতের রব,
নবজাত রাজার স্তব ।

যিনি স্বর্গে পূজিত,
চিরকাল বিরাজিত,
তিনি পূর্ণ সময়ে
জন্মিলেন এ জগতে,
হরিতে পাতক ভার
হ'লেন তিনি নরাকার,
ধরাধামে ক্ষুদ্র নর,
ত্রীষ্ট ত্রাণ প্রভাকর !

এস ধন্য শান্তিরাজ,
সিদ্ধ কর তব কাজ,
তুমি সত্য দিবাকর,
দূর কর অন্ধকার,
মহাশক্তি প্রকাশি'
পাপ শক্তি দেও নাশি',
নরে স্বর্গ রাজ্যে লও,
মৃত্যু নাশি' জীবন দেও ।

২৯৮

A. M. 62

নিশাকালে রাখালেরা,	‘দাবিদ নগরে জাত
রাখে মেঘপালে,	দাবিদের কূলে,
স্বর্গদূত দরশন	আজি খ্রীষ্ট ঈশ্বর
দিল হেন কালে ।	দীন পশুশালে ।’
দূত কহে রাখালেরে	অমনি আকাশতলে
‘ভয় পরিহর,	গাহে দূত দলে,
বহি তোমাদেরি তরে	‘ঈশ্বর মহিমা উল্কে
শুভ সমাচার !’	শান্তি ধরাতলে’ !

২৯৯

E. H. 612

কেবা শিশু গোশালায় ?
রাখালেরা পূজে তাঁয় ।
ঈশ্বর অনন্ত যিনি,
হের দীন নর তিনি !
এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,
নিত্য প্রভু যিনি তাঁরে পূজি হে ;
জয়, জয়, জয়, জয়, প্রাণ খুলে গাহি যীশু জয় ।
কেবা কুমারীর কোলে,
জানীজন পূজে কাঁরে,
শিশু দীন পশুশালে ? মূল্যবান উপহারে ?
আকাশে শীতের রাতে,
হোরোদ খুঁজিল কাঁরে,
স্তব কাঁর গাহে দূতে ? প্রাণে বধ করিবারে ?

৩০০

E. H. 605

বৈৎসেহমের গোয়াল ঘরে
তুণের 'পরে জনম তাঁর ;
না মারীয়া শিশুর তরে
পেল না বে শয্যা আর ।
গোয়াল ঘরে জনম য়ার,
এস পূজি চরণ তাঁর ।

রাখালেরা অবাক হ'য়ে
প্রণাম ক'রল শিশুরে ;
পাণ্ডিতেরা নত হ'য়ে
দিল সোণা ধূপ তাঁরে ।
গোয়াল ঘরে জনম য়ার,
এস পূজি চরণ তাঁর ।

নরের কান্না হাসি যত
জানলেন আপন পরাণে ;
নর-পাপ তাপ বোঝার মত
ধ'রলেন শিরে যতনে ।
বহেন যিনি পাপের ভার,
এস পূজি চরণ তাঁর ।

দীন যিনি গোয়াল ঘরে,
দীন দুঃখী ক্রুশের 'পর,
পুণ্যভোজে মোদের তরে
যিনি দীন অবতার ;
ভক্তিভরে বারম্বার
এস পূজি চরণ তাঁর ।

৩০১

E. H. 613

ছিল না জগত হেথা ;
ছিলেন তিনি তো সদা
পিতার প্রেমে অপার ;
আদি ও অন্ত তিনি,
যা কিছু আছে বা হবে,
মূল তিনি সবাকার ;
চিরকাল ও চিরকাল ।

এ জগৎ আদেশে য়ার,
ইচ্ছায় তাঁর সকল হ'ল,
অসীম আকাশ আর
গভীর সাগর-তল,
চন্দ্র-সূর্য্য-তলে যাহা,
একের রচনা তাহা ;
চিরকাল ও চিরকাল ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

আসিলেন মানবরূপে
দুঃখ মৃত্যু ভুগিতে,
দণ্ডিত মানব-সন্তানে
দুঃখ হ'তে তরা'তে ;
যেন ভীষণ নরকে
না মরে মানবগণে,
চিরকাল ও চিরকাল ।

ধন্য সে জন্ম স্মরণে,
ধন্য ঈশ-কৃপাবলে,
পবিত্র আত্মা-প্রভাবে
কুমারী মাতা যবে
প্রসবিল ত্রাণকর্তা,
সে শুভ দিন স্মরি
চিরকাল ও চিরকাল ।

ইনি সে প্রভু স্মরণে,
প্রেরিত ও জ্ঞানিগণ
যাঁর শুভ আগমন
করিত কীর্তন সবে,
সে যীশু এসেছেন ভবে,
কর তাঁর নাম গান,
চিরকাল ও চিরকাল ।

স্বর্গ-দূত পূজ তাঁরে,
কর তাঁর গুণ কীর্তন,
সর্বজাতি নত শিরে,
কর যীশু জয় গান,
কেহ থেক না নীরব,
সবে মিলে গাও তাঁরে,
চিরকাল ও চিরকাল ।

হে খ্রীষ্ট তব বন্দনে,
পরম পিতা চরণে,
পবিত্র আত্মা সদনে
উঠুক যত সঙ্গীত ;
তব গৌরব, জয় তব,
তব রাজ্য, হউক বিস্তার
চিরকাল ও চিরকাল ।

৩০২

Cowley 12

জনম গোশালায়,
হে কুমারী তনয়,
শুন মোর গীত,
হ'লে মোর তরে দীন ;
করিয়ে আমারে দীন
লওহে তব পাশে,
হে এমানুষ্যেণ ।

স্বর্গ-দূত চালিত
মেঘপালকদল
আসিল পূজিতে
পশু-দল-মাঝে
শায়িত, তোমাতে হে ;
লওহে তব পাশে,
হে এমানুষ্যেণ ।

ধন্য যীশু-মাতা,
কত গৌরব-যুতা ;
যীশুর পালক,
ধন্য হে যোমেফ ;
মারীয়া-তনয়, প্রভু,
লওহে তব পাশে,
হে এমানুষ্যেণ ।

যত জ্ঞানীজন,
চাহি তারা পানে,
পূর্ব দেশ হ'তে,
উপহার সাথে,
এল দিতে তোমাতে ;
লওহে তব পাশে,
হে এমানুষ্যেণ ।

এপিফানী

৩০৩

E. H. 643

পূর্ব দেশ হ'তে আসে তিনজনে,
যীশুরে হেরিতে, বৈৎলেহম পানে ।
হৃদে ভক্তি লয়ে, জ্ঞানীজন আসে,
উপহার ব'য়ে মনের হরষে ।

শায়িত একদা গোশালার তূণে,
এবে তুমি সদা রাজার আসনে ;
যীশু, আত্মা তব ভক্তের অন্তরে,
রচে রাজ্য নব, তব বাস তরে ।

যীশু তব পানে করহে আহ্বান,
পরজাতিগণে, কর আলো দান ।

শ্রীমত-সঙ্গীত

যে চলে আধারে, পতিত যে জন,
পাপ-দুঃখ নীরে ভাসে অনুক্ষণ,
আলোক প্রকাশ তাহার উপরে,
পাপ-তমঃ নাশ, ত্রাণ কর তারে ।

নিশীথ গভীর আধার ভীষণ,
শত্রু ভয়ঙ্কর পথে অগগন ,
সর্বজাতি 'পরে প্রকাশ আলোক,
নিয়ে চল ধীরে যথা স্বর্গ-লোক ।

মহোপবাস ও অনুতাপ

৩০৪

E. H. 73

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি
কাটালে উপবাসে ;
হইয়ে প্রলোভিত,
রহিলে শুদ্ধচিত ।

স্বাপদ সঙ্কুল দেশে
যাপিলে শীতে তাপে,
প্রস্তর উপাধানে
নিদ্রা ভ্রমি শয়নে ।

হব তব ক্লেশ ভাগী,
পার্থিব সুখ ত্যাগী,
তব সাথে সহি' দুঃখ
লভিব পরম সুখ ।

পাপ করিলে আক্রমণ
আমাদের দেহ মন,
পাপ জয়ী ওহে মহান
করিও বিজয় দান ।

দিব্য আনন্দ শাস্তি
হবে আত্মার কাস্তি,
তব সেবক দূতগণে
রক্ষিবে দীনজনে ।

ত্রাতা রাখ রাখ হে
চিরদিন তব সাথে
নিত্য পুনরুত্থানে
দিও স্থান শ্রীচরণে ।

৩০৫

E. H. 477

আশ্রয় গিরি সনাতন !
কর মোরে সঙ্কোপন
দীর্ঘ কুক্ষি-গুহাতে ;
কুক্ষিবারি শোণিতে
ধৌত কর পাপ প্রাণ,
শক্তি তব কর দান ।

নাহি কোন শক্তি মোর,	আমি অতি নিঃস্বল,
অস্তুরে কলঙ্ক ঘোর,	ক্রূশে শুধু মম বল,
নাহি যে সাধনা বল,	নাহি কোন পুণ্য লেশ,
বুধা মম আঁখি জল,	পাপজীর্ণ দীন বেশ,
অগতির গতি নাথ	এ হেন অধম জনে
কর কৃপা দৃষ্টিপাত ।	তার, প্রভু, নিজ গুণে ।

৩০৬

E. H. 101

ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
কেন হায় মোর হেন আচার ?
অবহেলে পাপ করি,
তবু নাহি লাজে মরি ।

কুচিন্তা কুকর্মে লয়ে	হেন ভাবে দিন কি যাবে ?
রহি সদা মত্ত হয়ে,	তব দুঃখ-ফল কি তবে
গেৎশিমানি দুঃখ অরি	ফলিবে না হৃদে মম ?
নয়নে বহে না বারি ।	—পাপে ঘৃণা, ক্রূশে প্রেম !

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

কু-ইচ্ছা জাগিলে মনে—
হেরি যেন গেংশিমানের
শোকে দুঃখে মর্দ্যাহত,
ঈশ্বর মম ভুলুঠিত !

শুধু মম পাপে যেন
অবসন্ন দেহ মন,
বহেন যিনি ধরিত্রী ভার,
এ পাপ যেন দুর্ব্বহ তাঁর ।

৩০৭

E. H. 356

ওহে ত্রাণের ঈশ্বর,
ওহে কৃপাময়,
তুমি প্রেমের সাগর,
যুচাও আমার ভয় ;
চাহিতেছি আমি
এই অসময়,
ওহে হৃদয়-স্বামি,
তব পদাশ্রয় ।

তোমা বিনা আমার
কোন আশা নাই,
আমি কেবল তোমার
কাছে শান্তি পাই ;
কৃপাগুণে যুচাও
মহাবিচার-ভয় ;
আশা দিয়া বাঁচাও,
ওহে প্রেমময় ।

যীশু তব পদে, এই দিবেদন,
আপদে বিপদে, শাস্ত কর মন ;
যেন মরণ দিনে, হৃদয় স্থস্থির রয়,
দিও এই দীনে, সান্ত্বনা অক্ষয় ।

৩০৮

E. H. 369

নাহি ভালবাসি তোমা
স্বর্গলাভ আশে,
দণ্ড ভয়ে প্রভু নাহি
আসি তব পাশে ।

তুমি যীশু ক্রুশোপরে
মোরে আলিঙ্গিলে,
শত্রু যেবা তারি তরে
মরণ সহিলে ।

মহোপবাস ও অনুতাপ

সহিলে আমারি তরে
দুঃখ ব্যথা কত,
রক্তঘর্ষ, মুখে থুথু,
কণ্টক কিরীট ।

হেন প্রেমে দিনে দিনে,
যে চাহে আমারে,
ঠাহারে না ভালবাসি
রহিব কি ক'রে ?

৩০৯

A. M. 182

যীশু, মোরা কোন দিন,
না হই যেন পাপাধীন,
যেন হই কলুষহীন,
তব দয়ায়, যীশু ।

তব তুল্য, দয়াময়,
হই যেন কোমল হৃদয়,
শুদ্ধ চিত্ত অতিশয়,
দেহ শক্তি যীশু ।

জন্ম তব গোশালায়,
ক্রুশে তব প্রাণ যায়,

যেন পাপী মুক্তি পায়,
মুক্তিদাতা যীশু ।

মনের চিন্তা, দয়াময়,
যেন সদা শুদ্ধ রয়,
বাক্য সত্য কোমল হয়,
ওহে প্রভু যীশু ।

হেন প্রসাদ কর দান,
যেন তব এ সম্ভান
হ'তে পারে পূণ্যবান,
তব পুণ্যে, যীশু ।

৩১০

E. H. 108.

যীশুর আত্মন পুণ্য,
পবিত্র নিষ্পল ধন্য,
পাপে হীন আত্মা মম
করহে তোমার সম ;
অনুতাপে নত্ন দীন,
পবিত্র, কলঙ্ক-হীন ;
যীশুর আত্মন পূত,
করহে বিমল চিত ।

যীশুর পবিত্র দেহ,
আত্মার নিষ্পল গেহ,
পবিত্র শরীর শীর্ণ,
নিষ্ঠুর আঘাতে দীর্ণ,
হস্ত পদ কুক্ষি আর
বরষিছে রক্তধার ;
ডুবেছি পাপেতে ঘোর,
তুমি শুধু ত্রাতা মোর ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

যীশুর শোণিত পুত,
অনন্ত জীবন স্রোতঃ ;
ক্লেশ রাজ্য স্রোতে যার,
ভগ্ন-দেহ রক্ত ধার,
এস, এস হৃদে মোর,
তৃষা মম কর দূর ;
যীশুর শোণিত সম
কিবা আর আছে মম ।

বর্ষাহত ক্লষ্ণি তাঁর,
বরষিল বারিধার ;
তাহে মোরা করি স্নান
লভি পুণ্য, পরিত্রাণ ;
প্রভো হে, অন্তরে মোর
কলুষ-কলঙ্ক ঘোর,
হৃদয়-নির্গত নীরে
সুনির্মল কর মোরে ।

৩১১

E. H. Appendix 2

ওহে ঈশ্বর, পিতা,
পুত্র, পবিত্র আত্মা,
ত্রিভু, শুন প্রার্থনা,
জীবন দেও হে ।

যীশু রাজত্ব ছেড়ে,
আসিলে ভবপুরে,
বাঁচাতে পাতকীরে ;
শুন হে প্রার্থনা ।

যীশু পাপীর সনে,
তুমি, প্রেমভরে যে
করিতে ভোজন হে ;
শুন হে প্রার্থনা ।

অবিশ্বাসী পিতর,
তব দৃষ্টি কাতর
কাদাল যে তাহারে ;
শুন হে প্রার্থনা ।

ক্লেশে আবদ্ধ হ'য়ে,
স্বরগ-আশা দিলে
অনুতপ্ত তঙ্করে ;
শুন হে প্রার্থনা ।

হ'লে অতি ঘৃণিত,
নিম্পাপ তথাপি হত
মানব অপরাধে ;
শুন হে প্রার্থনা ।

মহোপবাস ও অনুতাপ

ক্রুশে মৃত্যু তোমার
খুলি দিল স্বর্গদ্বার,
হরিণ পাতক-ভার ;
শুন হে প্রার্থনা ।

তোমারি পবিত্রতার
মোদের যেন পাপ যায়,
যেন পাপী মুক্তি পায়,
যীশু এই মিনতি ।

বিপথে যে জন যায়,
দুঃখীর শান্তিদাতা,
তুমিহে তরাও তায় ;
যীশু এই মিনতি ।

দূর কর মৃত্যু ভ্রাস,
পাপমোহ কর নাশ,
চিন্তমাঝে কর বাস,
যীশু এই মিনতি ।

সংগ্রাম যবে শেষ হবে,
জীবনের অবসানে,
দিও হে চিরশান্তি,
যীশু এই মিনতি ।

৩১২

E. H. 71

পাপে দুঃখে চাহ যদি
শান্তি সূধা বারি,
পশ দীর্ঘ যীশু হৃদে
সর্ব দুঃখহারী ।

ভক্তের আনন্দ যীশু,
পাপীজন আশা,
তব স্নেহ নিমন্ত্রণে
জাগিল ভরসা ।

শুন কিবা মধু বাণী
স্নেহ প্রীতি ভরা ;
এস শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণী,
শান্তি পাবে তরা ।

তব হৃদি-রক্তে মোরে
শুদ্ধ কর ধুয়ে,
নবশক্তি আশা ভক্তি
জাগাও হৃদয়ে ।

কি দোষে হয় যীশু, এ দশা তোমার ?
পাপী নরে করে তোমাতে বিচার !
সহিছ অপমান আপন জনার—
কত না, প্রহার ।

কার দোষে প্রভু সহিছ যাতনা ?
সে যে মোর পাপে তাহা কি জানি না,
দেই ক্রুশে তোমা করিয়া ছলনা,
আমি বারে বার ।

মম তরে তব শরীর ধারণ,
কণ্টক মুকুট ব্যথা ক্রুশের মরণ,
মেঘ তরে দত্ত পালকের প্রাণ
কিবা চমৎকার ।

কি আছে আমার কিবা দিতে পারি,
পূজিব চরণ হেন রূপা স্মরি ;
রাখ ধরি মোরে ক্রীতদাস করি,
ছেড়োনাকো আর ।

জীবন বহিয়ে যায়,
পাপীয়ে ত্যজনা হয়,
মিনতি করি হে পায় ।

দেহ প্রভু, আধি-জল,
পাপজয়ে দেহ বল,
অস্তুর কর নির্মল ।

প্রেকে বিদ্ধ দুই হাত
পাপী তরে অশ্রুপাত
সহিলে হে কশাঘাত ।

ব'সে ছয়ারে তোমার,
পৃষ্ঠে বহি পাপ ভার,
চাহি সাধনা আত্মার ।

শ্রীচরণে দেহ স্থান,
শুদ্ধ কর পাপপ্রাণ
প্রেমে কর বলীয়ান ।

পাল্মা রবিবার

—*—

৩১৫

A. M. 99.

চল ধীরে, হও আগুয়ান
দীন বাহনে দীনরাজ,
শত কণ্ঠে হোশান্না গান
তোমারে ঘিরি' উঠে আজ ।

চল ধীরে, যাত্রা হেরে
শুদ্ধ যত স্বর্গবাসী ;
যুঝি দারুণ ক্রুররূপে
হবে জয়ী মৃত্যু নাশি' ।

চল ধীরে, শ্মশান পানে—
একি যাত্রা ! হে রাজ-রাজ,
মৃত্যু পরা'বে রাজটীকা !
কে জানে তাহা বল আজ ।

চল ধীরে সমরক্ষেত্রে,
মরণ আহবে দিবে প্রাণ,
হরিবে ধরার পাতকভার,
লভিবে নিত্য সিংহাসন ।

৩১৬

E. H. 622

তঙ্কি প্রীতি বন্দনা
উঠুক তব পানে ;
শিশুরা গায় হোশান্না
তব দরশনে ।

তুমি ইস্রায়েল-পতি
বন্দি হে তোমারে ;
আসিছ প্রভুর নামে
রাজ্য অধিকারে ।

দিব্যধামে গায় দূতে
বন্দনা তোমারি,

তারি সনে একতানে
গাহে নর নারী ।

ইব্রীয় সন্তান দল
তালবৃন্ত হাতে
ধ্বনিল আকাশতল
তোমার বিজয় গীতে ।

মোরাও বন্দনা গান
নিবেদি চরণে,
মুক্ত কর চিত্ত প্রাণ
শান্তি প্রীতি দানে ।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

—*—

৩১৭

E. H. 110

এল নিরুপিত দিন,
হের স্বেচ্ছা বলিদান !
হরিতে মানব পাপ,
বীণ বহেন অভিশাপ ।

তুমি ছাড়া বীণ কার
সাধ্য আছে বহিবার
বিশ্বদুঃখ বেদনা,
ক্লেশে মৃত্যু ষাতনা ?

শিরে কাঁটা, শেল বৃকে,
বেত্রাঘাত, থুথু মুখে,
তিক্ত পাত্র আশ্বাদন,
ক্লেশে দেহ বিসর্জন ?
বীণ কর শক্তিদান,
সঁপি যেন দেহ প্রাণ,
ক্লেশ-বলি বিশ্বাসে,
তব সেবায়, হরষে ।

৩১৮

(১) প্রশ্ন

(1)

শোণিত রঞ্জিত	ভূতলে পড়িল
বসনে, কে	ক্লুশ ভারে,
চলে ধীরে নত	উঠিতে নারিল
সন্তকে ?	বুঝিবে ।
ক্লুশ কাঁধে লরে,	কেবা বল, মোরে,
চলে ধীরে,	ক্লুশ বয়ে
দুঃখ বোঝা ব'য়ে	চলে, দুঃখ ধীরে
কাতরে ।	সহিয়ে !

(২) উত্তর

(1)

চাহ ক্লুশ-নর	ক্লুশে ক্ষণ তরে,
যীশু পানে,	চাহ তবে,
চল সাথে ধীর	যদি তাঁরে ভাল
গমনে ।	বাসিবে ।
গলে না কি তব	ভব-সুখ আজি
প্রাণ মন,	ধন-আশা,
হেরি' যীশু-ক্লুশ-	তবে এস তাজি'
বেদন ?	লালসা ।

(৩) ক্লুশ কাহিনী

(2)

হে মানব পুত্র,	সিংহাসন তব
ক্লুশোপরে,	ক্লুশ-কাঠে ;
আর্দ্র তব গাত্র	শোভিছ কণ্টক-
রুধিরে ।	কিরীটে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

মস্তক আনত
বক্ষোপরে,
প্রেকে কর পদ
বিদরে ।
তব আর্ন্ত রবে,
হুঃখ-ভরে,
ধরা বুঝি ডুবে
আধারে ।

দিবালোক ডুবে
অন্ধকারে,
বন্ধু, শিষ্য এবে
সুদূরে ।
বল, প্রতো, কেন
দীন হ'লে,
মম তরে প্রাণ
ত্যাগিলে ?

(৪) ক্রুশ বার্তা

(২)

আমি স্বর্গ ছেড়ে,
ধরা 'পরে
হে প্রিয় তরা'তে,
তোমাতে ।
পাপ-তাপে শীর্ণ
তব প্রাণে,
দিতে প্রেম, পুণ্য,
জীবনে ।

প্রাণ ত্যাগি আমি
তব তরে,
যেন মোরে তুমি
চাহরে ।
চল সাথে মম,
শান্তি পাবে,
শক্তি, পুণ্য প্রেম
লভিবে ।

(৫) সঙ্কল্প

(১)

তোমারি পশ্চাতে
পথে তব,
আধারে, আলোতে
চলিব ।

তব মুখ পানে
.চেয়ে র'ব,
যা' দিবে জীবনে,
সহিব ।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

জানিব পরাণে
দুঃখ তব,
ক্লেশ হৃষ্টমনে
বহিব ।

হে সখা, প্রভো হে,
চিরতরে,
রেখ তব পথে
পাপীরে ।

৩১৯

E. H. 329

পুত্র ঈশ্বর ক্লেশের উপর
সহেন মৃত্যু যাতনা ;
ত্রিভুবনে সর্বজনে
ক'রবে তাঁরে বন্দনা ।

৩২০

E. H. 351

যীশুর শোণিত স্রোতঃ
বহিছে অবিরত,
ধৌত করিতে নিত্য
বিশ্ব পাপ ব্যথা যত ।

বহি দুঃখ ব্যথা প্রাণে,
চল ধীরে ক্লেশ পানে,
ক্লেশবাহী যীশু সনে ।

৩২১

E. H. 115

কাঁদে মাতা শোকাকুলা
হেরি পুত্র জীবলীলা
ক্লেশোপরে সাজ প্রায় ;
কাঁপে দেহ, বারে নয়ন,
হেরি যীশু দুঃখ বেদন,
দীর্ঘ হৃদি শেল যায় ।

যতনে আদরে যারে
রাখিলা জীবন ভরে,
রক্তে ভাসে দেহ তাঁর !
কেবা আছে ত্রিভুবনে
চাহি মাতার অশ্রু পানে
গলিবে না চিত্ত যার ?

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

খ্রীষ্ট প্রভু, তব হৃৎথে
বাজে যেন শেল এ বৃকে
জাগে প্রাণে হাহাকার ;
ধন্যমাতা সাথে মোরে
ভাসাও শোক অশ্রু নীরে,
পশুকৃ হৃদে খড়া তাঁর ।

যীশু তব ক্রুশ গুণে
সুস্থ সতেজ কর দীনে,
দেহ শক্তি বহিতে,
যে বেদনা বিধে তব
রচিছে ক্রুশ নিত্য নব
তারি তাপে দহিতে ।

৩২২

E. H. 94

নরদেহ অষ্টা যিনি,
ধরি' নরদেহ তিনি,
পাপদণ্ড বহি' শিরে,
বিলুপ্ত তিক্ত ক্রুশোপরে ।
বর্শা-দীর্ঘ কুক্ষি হ'তে
বাহিরিল পুণ্য স্রোতে,
তাছে স্নান পান করি'
পাপী নরে যাবে তারি' !
পুণ্য রক্তে রাজা মরি !
ধন্য ক্রুশ বলিহারি !

কি গৌরব লভিল রে,
হেন পুণ্য দেহ ধ'রে ।
ঝুলি ক্রুশ তুলাদণ্ডে
মাপিলা বহিলা দণ্ডে,
উদ্ধারিলা পাতকীরে
শত্রু হ'তে কৃপা ক'রে ।
নিত্য প্রভু একে ত্রিভু,
তব ক্রুশে পাপী মুক্ত ;
তব প্রেম স্বর্গ পানে
ল'য়ে চল সর্বজনে ।

৩২৩

E. H. 99

ধন্য যীশু, তুমি
মানবের তরে
সহিলে অশেষ
ক্লেশ ক্রুশোপরে ।

হৃদয় হইতে
করিলে বর্ষণ
পুণ্য রক্ত তব,
হে পাপহরণ !

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

অনন্ত জীবন,
শক্তি অশেষ,
তব রক্ত হ'তে
বহে, হে দীনেশ ।

ধন্য চির তরে
প্রবাহ মহান,
পাপ দণ্ড হ'তে
করে পরিত্রাণ ।

ধোত হ'লে হৃদি
যীশুর শোণিতে,
মুক্তি লভে পাপী
পাপ-ভয় হ'তে ।

দূত, সাধু, নর,
উচ্ছে তুলি' তান,
শোণিত-মহিমা
কর সদা গান ।

৩২৪

E. H. 106

আছে এক সবুজ পাহাড়
নগর বাহিরে,
প্রভু যথা ক্রুশ বিদ্ধ
বাঁচাতে মোদেরে ।

তাঁর দুঃখ ব্যথা বত
পারি না বুঝিতে,
তবু জানি তিনি হত
পাতকী তারিতে ।

মোদের পাপ ক্ষমা তরে,
প্রায়শ্চিত্ত হেতু,
মৃত্যু তাঁর ক্রুশোপরে,
তিনি স্বর্গসেতু ।

অসীম সে স্নেহ স্মরি'
এস অকাতরে,
সঁপি দেহ মন মোরা
তাঁরি সেবা তরে ।

৩২৫

E. H. 107

যে ক্রুশে হত রাজ-রাজ,
সে অপূর্ব ক্রুশ হেরে
সুখ সম্পদ তুচ্ছ গণি,
গর্ব নুটায় ধূলি 'পরে ।

গরব যেন করি নাকো
ক্রুশে ছাড়া আর কিছুতে,
সঁপি যেন সর্বস্ব ধন
স্মরি' খ্রীষ্ট রক্তপাতে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

হস্তপদ কুক্ষি বাহি'
ঝরিছে রুধির ধারা,
প্রেমের কোভের হেন মিশ্রন
দেখে বে হই আত্মহারা ।

বিশ্বভুবন দিলে কি হয়
এ প্রেমের যোগ্য প্রতিদান ?
এ প্রেম চাহে সর্বস্ব মোর—
সকল বিভূ চিত্ত পরাণ ।

৩২৬

E. H. 121

নীরবে সমাধি তীরে
তমসা নামিছে ধীরে,
আর্দ্র ভূমি আঁধি নীরে ।
যুদ্ধ ব্যথা তিরোহিত,
পিতৃ করে সমর্পিত,
শ্রান্ত দেহ নিদ্রাগত ।

যিনি প্রভু ভূমণ্ডলে
হের তাঁরে—মৃত্যুকালে
শৈল গুহা শয্যাতে ।
যারা ফেলে অশ্রদ্ধারা,
শোকতপ্ত শাস্তিহারা,
হেথা শান্তি পাবে তারা ।

৩২৭

E. H. 477

শেষ করি আপনার কাজ
মৃত্তিকার আবরণ মাঝ
বিজন সমাধি স্থানে
পুত স্বেত বসনে
বীণা আবরি' শরীর
লভিলা বিরাম গভীর ।

মারীরা তিনে ধীরে
এল সমাধি তীরে
লয়ে গন্ধ-তৈল ভার
প্রিয় বীণুর তরে ;
এরা প্রেম ক্রমায় যার
ছিল ধাতা সংসারে ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

কাজ তাঁর হ'ল সমাপন,
শেষ আজ সংগ্রাম-বেদন,
পৃথিবীর পাপ হ'রে
মরিলেন ক্রুশোপরে ;
এবে তাঁরা আঁধারে
আসিছে হুঃখ ভরে ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

—:~:—

৩২৮

E. H. 625

হাল্লেলুয়া !
যীশু, পাপ-মৃত্যু 'পরে
লভি' জয় চির তরে,
উত্থিত কবর ছেড়ে ।

মৃত্যুপাশ হ'ল ছিন্ন,
কবর হইল ভিন্ন ;
ধন্য প্রভু, তুমি ধন্য ।

হাল্লেলুয়া !

হাল্লেলুয়া !
মৃত্যু তব ক্রুশোপরে ;
এবে জেতা চিরতরে ;
গাহি আনন্দের স্বরে ।

প্রভু, তব কশা-ক্ষতে
দাস সবে মৃত্যু হ'তে
হয়ে মুক্ত, গাহে গীত ।

৩২৯

E. H. 626 Solesmes

হাল্লেলুয়া !
শুভ পুনরুত্থান দিনে
মাত এবে ভক্তজনে
স্বর্গরাজ গুণগানে ।

হাল্লেলুয়া !

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

পুনরুত্থান প্রাতঃকালে
নারীগণে গেলা চলে
যীশুর কবর হেরবে বলে ।

দূত বসি শিলাসনে
কহে ভীতা নারীগণে
“প্রভু গেছেন গালীল পানে ।”

প্রেমিতেরা ভীতচিতে
আছেন গৃহে রজনীতে,
এলেন প্রভু দেখা দিতে ।

শুনি বাণী মধুময়,
“শান্তি লভ, নাহি ভয়,”
হৃষ্ট অতি শিষ্যচয় ।

থোমা কিন্তু দুঃখভরে,
শুনি শুভ সমাচারে,
বিশ্বাস করিতে নাহে ।

হের, থোমা সবিশেষ,
হস্ত পদ কুক্ষিদেখ,
তাজ্ঞ বৃথা দ্বিধা ক্লেশ ।

হস্তপদ কুক্ষি হেরি’
কহে থোমা পদে পড়ি
“প্রভু ঈশ্বর আমারি !”

আজি এ পবিত্র দিনে
মাতরে কৃতজ্ঞ প্রাণে
মৃত্যুঞ্জয় গুণগানে ।

৩৩০

খ্রীষ্ট প্রভু উত্থিত,
পাপ-বন্ধন মোচিত,
স্বর্গে গাহে দূতেরা,
পুলকে আত্মহারা । হাল্লেলুয়া !

যিনি হত ক্রুশেতে
পাপীজনে বাঁচাতে,
তিনি মোদের পাক্ষামেষ,
নরদেহী পরমেশ ।

E. H. Appendix 12

ক্রুশে যিনি নগ্নবেশ,
অকাতরে সহেন ক্লেশ,
স্বর্গে এবে বলি তাঁর
হরে ধরার পাপ ভার ।

পাক্ষা বলি খ্রীষ্ট হে,
তৃপ্ত কর ক্ষুধিতে,
কর ক্ষমা শাস্তিদান,
দেহ সবে পরিত্রাণ ।

৩৩১

A. M. 134

যিনি সে ক্রুশোপরে, করি খ্রীষ্টের স্তুতি গান,
মরিলেন মোদের তরে, তিনি তো করিলেন
আজ তাঁর পুনরুত্থান, 'পাপীর উদ্ধার সাধন,
কিবা পবিত্র দিন ! হাল্লেনুয়া ! ক্রুশে তাজি' জীবন ।

তাঁহার পরাণ দান
সেধেছে মোদের ত্রাণ ;
স্বরগের দূতগণ
করিছে তাঁর স্তুতি গান ।

৩৩২

E. H. 612

কেবা মৃত্যু জয় করি'
উত্থিত কবর ছাড়ি' ?
মরি' বীণ্ড ক্রুশোপরে,
এবে জেতা চিরতরে ।

এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,
নিত্য প্রভু যিনি, তাঁরে পূজি হে ।
জয়, জয়, জয়, জয়, প্রাণ খুলে গাহি বীণ্ড জয় ।

কে উজল—'দেহ ধরি',
উঠিল কবর ছাড়ি' ?

মগ্‌দলিনী মারীয়ার লভি' কঁার দরশন,
অশ্রু মুছে, বাণী কঁার ? শিষ্য সবে হুটমন ?

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

৩৩৩

E. H. 123

আহত খ্রীষ্টের ভোজে,
শোভিত শ্বেত বসনে,
আনন্দে গাহিব মোরা
আজ খ্রীষ্টের বিজয় গান ।

হত খ্রীষ্ট মোদের বলি—
ঈশ্বরের মেঘ শিশু,
তাঁর মাংস-রূপ শুদ্ধ রুটী
হ'ল দত্ত মোদের তরে ।

ক্রুশ রূপ বেদী 'পরে
ম'রে লভেছেন মোদের ত্রাণ ;
আত্মাদি' তাঁহার রক্ত,
জীবন হয় ঈশ্বরে স্থিত ।

তুমি হে পূর্ণ উৎসর্গ,
নরক আজ পরাজিত,
তব লোক বন্ধন মুক্ত,
পুনঃ লব্ধ জীবন-গৌরব ।

হে উত্থিত, গাই তব নাম,
মৃত্যু জিনি' হ'লে সবল,
শত্রু আজি পরাজিত,
স্বরগ দুয়ার মুক্ত ।

৩৩৪

E. H. 145

মেঘরথে মৃত্যুজয়ী
করেন স্বর্গে আরোহণ !
বিস্ময়ে পুলকে মুগ্ধ
স্বর্গবাসী দূতগণ ;
হাল্লেলুয়া গাহ এবে
দূত সাথে সর্বজন,
রাজা তিনি শত্রু জিনি'
লভেন নিত্য সিংহাসন ।

দীন বেশে যিনি ক্রুশে
করেন দেহ বিসর্জন,
আমাদের এই দেহ তিনি
স্বর্গে করেন উত্তোলন :
স্বর্গে তিনি ভক্ত তরে
করেন আবাস রচনা,
দূতে গাহে হাল্লেলুয়া
হেরি হেন করুণা ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

ধন্য পিতা কৃপা তব,
ধন্য পুত্রের মহিমা,
যিনি মৃত স্বর্গারূঢ়,
লব্ধ রাজ্য গরিমা,
ধন্য তুমি পুণ্য আত্মা,
ত্রিভুবে তুমি এক ঈশ্বর ;
ত্রিভুবনে সর্বজনে
গাবে স্তুতি নিরন্তর ।

৩৩৫

E. H. 612

উর্দ্ধনেত্রে শিষ্যগণ,
হেরে কঁার আরোহণ ?
ঈশ্বর অনাদি যিনি,
নর চিরতরে তিনি ;
এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,
নিত্য প্রভু যিনি, তাঁরে পূজি হে ;
জয় জয় জয় জয় প্রাণ খুলে গাহি যীশু জয় ।
বসি' মেঘাসন 'পরে, পিতৃপদে অনিবার,
কেবা আশীর্বাদ করে ? কেবা সঁপে রক্ত তাঁর ?
পরজাতিগণে, কঁার স্বরগের সিংহাসনে,
রাজ্যে লভে অধিকার ? আসীন কে, পিতা মনে ?
কেবা করি' আত্মা দান
ভক্তজনে করে দ্রাণ ?

জাভা, উঠহে, প্রবেশ
পুনঃ জীবনে স্বর্গের,
মোদের তরে ছাড়ি' যাহা,
মরিলে সহি' যাতনা ।

তুমি দীপ্ত মেঘোপরে,	সিদ্ধ তব বলি হ'তে,
পদতলে তব ধরা ;	হে প্রভু, মণ্ডলী তব
অযুত অযুত লোকে	লভে পবিত্র জীবন,
গাহে তব জয় গান হে ।	লভে কত শত দান ।

শ্রেষ্ঠ যাজক, রক্ষক,	সকল হৃদয় হ'তে,
স্বরগে করি' প্রবেশ,	শুভ আরোহণ-দিনে,
শোণিত করিছ উৎসর্গ	পুত্র পিতা পবিত্রাত্মা,
যা' করেছে ধরা পুত ।	উঠিছে তব বন্দনা ।

ধন্য তাঁর আরোহণ দিন, হাল্লেলুয়া !	প্রবেশ করি' স্বরগে,
ধন্য স্বরগে গমন ;	ফিরি' নিজ সিংহাসনে,
পাপীদের তরে দত্ত	তবু হেরেন মানবে
মেঘরূপে বলি খ্রীষ্ট ।	চির-প্রেম নয়নে ।
স্বর্গে অপূর্ব বিজয়	সঁপি' পুণ্য রক্ত তাঁর
রয়েছে তাঁর অপেক্ষায় ;	পিতৃপদে অনিবার,
মরণ-জয়ী তাঁরে,	রচেন ভক্তের তরে,
লও স্বর্গ বরণ করে ।	বাসস্থান স্বর্গপুরে !

পবিত্র আত্মা

স্বরগে আসীন তুমি,
অদৃশ্য জীবন-স্বামী'
তাই পুণ্য আত্মা দানে,
লও চিত তোমা পানে ।

৩৩৮

E. H. 141 Grenoble

হে মহান জগত-স্বামী
গাই তব যশোগীতি ;
দূর করি' মৃত্যু-ভাঁতি,
লভেছ বিজয় তুমি ।

কলঙ্কিত মানব যত,
তব প্রসাদে আজ পূত ;
নর-দেহে জয় তব
হেরি' দূতেরা বিস্মিত ।

আরোহি' পিতার আসনে,
সকল রাজ্য লভিলে ;
দুর্বলতা নাহি আর,
সকল শক্তি এবে তোমার ।

সকল হৃদয় হ'তে,
শুভ আরোহণ-দিনে,
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
উঠিছে তব বন্দনা ।

পবিত্র আত্মা

—:~:—

৩৩৯

E. H. 152

এস স্বর্গীয় প্রেম
নেমে এস প্রাণে,
সরস কর তব স্নান
সিঞ্চনে ;

হে শক্তি দাতা
বিরাজ অন্তরে,
অনল তব উজ্জল করুক
আজ মোরে ।

শ্রীমৎ-সঙ্গীত

জালাও হৃদয় মম
তব ছত্ৰাশনে,
পুড়ে' হোক্ ছাই মত্ত
বাসনাগণে ;
তব দিব্য আলো
প্রাণে আমার জালো
ঘুচিয়ে দেও হে আমার
ষত কালো ।

পুণ্য প্রেমে যেন
ঘিরে দেহ মন,
দীনতা হয় যেন
অস্তুর ভূষণ ;
অনুতপ্ত চিতে,
দাস্ত সেবা ব্রতে,
যতনে পূজিব
হৃদয়-নাথে ।

৩৪০

E. H. 454

এস স্বর্গ পতি,
দেহ দিব্য শক্তি ;
সত্য আত্মন, কর আপন
দীন জনে ।

তুমি জীবন কারণ,
তুমি পরশ রতন,
নাশ দ্রুত বন্দ যত
শাস্তি দানে ।

হে দিব্য কম্পোত,
প্রাণে-এস নিত্য,
পাপ বন্ধন কর মোচন
প্রেম গুণে ।

৩৪১

E. H. 155

এসহে পবিত্রাত্মা,
তব স্বর্গধাম হ'তে
ঢাল কিরণ-ধারা ;

এস পিতা দরিদ্রের
সকল ধন-দাতা,
হৃদয় করহে আলো ।

পরম শান্তি দাতা,
আত্মার প্রিয় অতিথি,
তুমি শান্তি-হরণ,
বিশ্রাম-কারণ হে ;
তাপিতের চির-শান্তি,
দুঃখীর তুমি সাধনা ।

দেহ স্বাস্থ্য নব বল,
প্রেম দেহ শুষ্ক চিতে ;
কলঙ্ক কর ধৌত,
সুস্থ কর সব ক্ষত ;
গলায়ে পাষণ চিতে
ল'য়ে চল সুপথে ।

তুমি হে দিব্য জ্যোতিঃ,
হৃদয় কর আলো,
অস্তর কর পূর্ণ ;
তোমা বিনে সব শূন্য,
বৃথা সকল কৰ্ম,
সকলই ত অ-পুণ্য ।

সপ্ত প্রসাদ ল'য়ে
হও অবতীর্ণ এবে
ভক্ত হৃদয় 'পরে ;
দেহ পুণ্য পুরস্কার,
দেহ পরিত্রাণ আর
নিত্য স্বর্গানন্দ ।

— —

৩৪২

E. H. 154

স্রষ্টা আত্মা এস নেমে
এস মোদের চিন্তা ধামে,
তব কৃপা বরিষণে
সরস কর শুষ্ক প্রাণে ।

তুমি শক্তি শান্তি দাতা,
তুমি জীবন বিধাতা,
তুমি প্রেম ছত্ৰাশন,
পিতৃদত্ত সপ্তদান ।

কর দেহ আলোকিত
পুণ্য প্রেমে পূর চিত,
পাপতৃষা মোহ সব
ভস্ম কর তেজে তব

ঐক্য-সঙ্গীত

দূর কর অরি বত,
শাস্ত শুদ্ধ রাখ চিত ;
যেন তব প্রেম বলে
তাজি স্বার্থ অবহেলে ।

তুমি পিতা পুত্র হ'তে,
আলোকিত কর চিতে,
যেন জানি পিতা পুত্রে,
হেরি বিশ্বে প্রেম নেত্রে ।

৩৪৩

E. H. 638 (3rd part)

প্রেম আলো, পুণ্য-আত্মা,
পুঞ্জিব তোমারে ;
শ্রান্ত হৃদে শান্তিদাতা,
এস হে অন্তরে ।

পুণ্য আত্মা, পিতা পুত্রে,
বাধ প্রেম-ডোরে ;
ভক্তগণে প্রেম-স্বত্রে
বাধ চির তরে ।

স্বর্গে করি' আরোহণ,
তবু আত্মা-বলে
পরিত্রাতা অনুক্ষণ
ভক্ত হৃদি-তলে ।

ধন্য আত্মা, তব প্রেমে
ভুবন রচিত ;
পুণ্য প্রেমে, এস নেমে,
হৃষ্ট কর চিত ।

তুমি সদা জেগে থাক,
শ্রান্তি নাহি জান ;
সবে স্বর্গপানে ডাক
তুমি অনুক্ষণ ।

নর দেহে, পুত্র-ঈশ,
অবতীর্ণ ভবে ;
নর পাপে বহেন ক্রুশ
আত্মার প্রভাবে ।

নাহি শুনি' তব কথা,
ছুটি' পাপ পানে,
তোমায়ে দিতেছি ব্যথা,
কম, কম, দীনে ।

হৃদে মম জাগ, জাগ
প্রেম-বহি তব ;
পাপরাশি দগ্ধ করি'
দেহ শক্তি নব ।

সদা সাথে থেক, মোরে
বঁধ প্রেম-পাশে ;
পাপ হ'তে আন ফিরে,
শাস্ত মৃত্যুভাষে ।

পবিত্র ত্রিভু

—:~:—

৩৪৪

E. H. 301

অনাদি পবিত্র পিতা, ত্রাতা বীণু প্রেমময়,
শান্তিদাতা, পুণ্য আত্মা, ধনু ত্রিভু পুণ্যময় ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা নীল নভঃ সুবিশাল,
নাহি ছিল যবে ধরা, আছ তুমি চিরকাল ।

হে প্রভো, অনাদি, নিত্য, নাহি তব বৃদ্ধি, লয়,
তুমি এক ঋব সত্য, কভু নাহি তব ক্ষয় ;
ত্রিভু তুমি, একা নহ, তুমি এক নাহি অন্ত,
পিতা, পুত্র, আত্মা সহ, ত্রিভু এক, প্রেমে ধনু ।

ধনু পিতা, তব প্রেমে সৃষ্ট বিশ্ব, জীবগণ,
পাল সবে ধরাধামে করি' কৃপা বরিসণ ;
পুত্র, নর-দেহ ধরি' দ্বিতীয় আদমরূপে,
ক্রুশ বিদ্ধ, আহা মরি ! নর-পাপ-অভিশাপে ।

তব প্রেম, শক্তি ল'য়ে, জীবন করিতে দান,
পুণ্য আত্মা আছে চেয়ে পাপী পানে অমুকণ ;
পাপী হীন মোরা অতি, প্রভু ত্রিভু পুণ্যময়,
চূর্ণ কর পাপ-মতি, পুত কর এ হৃদয় ।

৩৪৫

E. H. 169

গাই পিতার স্তুতি গৌরব,
স্তুতি গৌরব পুত্রের,
স্তুতি গৌরব পবিত্রাত্মার,

নিত্য তিন ও নিত্য এক,
তিনই অনাদি এক বস্তু ;
চিরকাল ও চিরকাল ।

৩৪৬

E. H. 162

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রভু শক্তিমান !
প্রত্যুষে তোমার উদ্দেশে করি গান !
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রেমময়, কৃপাবান,
ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, ত্রিষ্ম মহীয়ান ।

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! যত সাধুগণ,
রাখি' কিরীট পদে, পূজে অনুরাগ ।
কেবলময় সেরাফীম সন্মুখে পতিত,
জানি' তোমায় অনাদি অনন্ত ।

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! কভু অন্ধকার
পারে না লুকাতে উজল কিরণ তোমার ।
তুমি পবিত্র, বিজ্ঞমান চরাচরে ;
তব তুল্য নাহি হেরি কারে ।

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রভু শক্তিমান
তোমার সকল সৃষ্টি করে তব নাম গান ;
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রেমময়, কৃপাবান,
ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, ত্রিষ্ম মহীয়ান ।

৩৪৭

হে নিত্য, অদৃশ্য, ঈশ্বর মহান,
জ্ঞানময় পিতা, সর্বশক্তিমান,
অগম্য জ্যোতিতে কর অবস্থান ;
পুণ্য ত্রিষ্ম, গাহি তব গুণগান ।
প্রাণময় তুমি, দেহ সবে প্রাণ,
সকলি স্বেচ্ছ, ক্ষুদ্র কি মহান,

তব জ্ঞান-বলে মোরা জ্ঞানবান,
তোমা বিনা মোরা অসার অজ্ঞান ।
হে অনন্ত, তব হৃদয় বিদরে,
ক্লেশকাঠে, আহা, কালভেরী 'পরে !
মুক্তি শক্তি দিতে হীন পাতকীরে ;
কত ভালবাস দীন পাপী নরে !

শ্রীযীশু নাম

—:~:—

৩৪৮

শ্রীযীশু নাম কি সুধাময়
বিশ্বাসীর শ্রবণে !
তার হৃৎক, কষ্ট, শোক ও ভয়
না থাকে জীবনে ।
সে নামে আত্মা উপশম,
ও হৃদয় শান্তি পায় ;
ক্ষুধার্ত চিত্ত অরূপম
সুখাঙ্গে তৃপ্ত হয় ।
শ্রীযীশু মম বন্ধুবর,
পালরক্ষক গুণময় ;

আচার্য্য, রাজক, রাজ্যেশ্বর,
ত্রাণকর্তা দয়াময় ।
শ্রীযীশু মম সর্বস্ব,
মোর প্রভু, জীবনধন ;
পথ, সত্য, চির উদ্দেশ্য,
করি তাঁর সঙ্কীৰ্ত্তন ।
তাঁর প্রেমের-বার্তা ঘোষিব
এ ভবে আজীবন ;
তাঁর সাথে হৃৎক সহিব,
সেবিব শ্রীচরণ ।

৩৪৯

E. H. 72

সুন্দর বড় সুন্দর
যতনের রতন,
বীণা নাম মনোহর,
নয়নের অঞ্জন !
তুনি বারে বারে
প্রিয় বীণা নাম,
পূর্ণ করিবারে
আমার মনস্কাম ।
জন্ম সার্থক করি,
আনন্দ অপার !
যখন ওষ্ঠে ধরি
বীণা নাম আমার !

তখন যায় অন্তরে
অন্তর যাতনা,
তাসি সুখ সাগরে
পাইয়া সাধনা ।
বীণা হে গুণধাম,
বিপত্তি নাশন !
ভকতের প্রাণারাম,
বিশ্ব-বিনোদন !
আজি তব পায়ে
এই নিবেদন,
দেও নিরুপায়ে
তব প্রেম-ধন ।

৩৫০

E. H. 37

রাজ্য জয় করে যারা
রাজা নাম লভে তারা ;
বীণা নাম হল দত্ত,
নরকুল করি' মুক্ত ।
কোথা আছে হেন নাম,
শক্তিপূর্ণ প্রাণারাম ;
পতিতেরে করে ত্রাণ
মুক্ত করে প্রাণদান ।

দুঃখে বীণা সঁপি প্রাণ
সেধেছেন তব ত্রাণ,
হেলাভরে হেন দান
ক'রোনাকো প্রত্যাখ্যান ।
আনন্দে নামের তরে
বহু ক্রুশ প্রেম তরে ;
বীণা তরে মৃত্যু যার
বিজয় কিরীট তার ।

৩৫১

হোক যীশু নামের সমাদর !
দূত করুক প্রণিপাত ;
স্তব কর তাঁহার নিরন্তর,
রাজ কিরীট পরাও তাঁয় ।

হে সেবাত্রত দূতগণ,
তাঁর পদে নত হও,
যাঁর সৃষ্ট তোমরা সর্বজন,
রাজ কিরীট পরাও তাঁয় ।

দেও মুকুট যত সাক্ষ্যমর,
হে স্বর্গের সাধুগণ,
হোক দায়ুদস্বতের সমাদর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয় ।

হে আদমবংশের মুক্ত নর !
যাঁর রক্তে পুণ্যবান,
সেই ত্রাতার কর সমাদর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয় ।

হে প্রত্যেক বংশ, প্রত্যেক জাত,
এই বিশ্বমণ্ডলের ;
তাঁর কাছে কর জাহ্নুপাত,
রাজ কিরীট পরাও তাঁয় ।

সাধুদিগের পর্ব

—:~:—

[ধন্যা মারীয়া কুমারী]

৩৫২

ধন্যা মারীয়া কুমারী,
কিবা প্রেম রূপা মরি !
যতনে আদরে
রচিল হৃদয়ে তব
পবিত্র ভবন নব,
যীশু-আত্মা তরে !

ঘটিল তোমার তালে,
দূতে বাহা কোন কালে
আশা নাহি করে ;
অনন্ত ঈশ্বর যিনি,
হৃদয়ল শিশু তিনি,
তব বন্ধ 'পরে ।

ব্রীফ-সঙ্গীত

হৃদে তব উথলিত
কি আনন্দ প্রেম-স্রোতঃ,
কে বলিতে পারে,
যবে আধ আধ স্বরে,
শিশু বীণ, 'মা', 'মা' ক'রে
ডাকিত তোমারে ?
পুত্রের যাতনা হেরে,
ভাসিলে গো আঁখিনীরে,
বক্ষ বিদরিল ;

কিস্তি হেন পুত্র যার,
বিপদে কি করে তাঁর,
জননি গো, বল ?
হে বীণ পবিত্র ত্রাতা,
পুণ্যা, শুদ্ধা, তব মাতা
তোমার প্রসাদে ;
অধম পাতকী জনে,
শুদ্ধ ক'রে দেহে মনে,
রাখ তব পদে ।

৩৫৩

E. H. 213

ধন্য বীণ-মাতা,
সম্মান আনন্দ
তোমার অপার,
বীণ মহিমা ।

পাপ-অভিশাপে
পতিত মানবে
করিতে মোচন,
বীণের আগমন ।

তব স্তম্ভ দানে
কুণ্ঠিত সম্মানে,
সে পুত্র ঈশ্বরে,
দিতে গো সাধনা ।

সব দণ্ড সহিতে,
মোদে তোরিতে,
তব দেহ হ'তে
হইলেন দেহী ।

প্রভুর জননি,
কি আনন্দ তোমার
দেহে মনে তুমি
চিরকাল তাঁহার ।

বীণুর জননি,
লহ লহ প্রীতি,
গাহি সম্মান-গীতি
আমরা তোমার ।

হে কুমারী তনয়,
করি পূজা আমি ;
পিতা আত্মা সনে,
নিত্য এক তুমি ।

[ধন্য মারীয়ার শুদ্ধি]

৩৫৪

E. H. 209

তোমারি মন্দিরে
এসেছ অতিথি,
প্রণমি তোমারে
ওহে জগজ্জ্যোতিঃ,
দীনা মাতা কোলে
শিশু বেশে এলে ।

তুমি সর্বগ্রজ
এসেছ ভূতলে,
হ'য়ে রাজরাজ,
নরদেহী হ'লে,
দাস্ত হ'তে নরে
মুক্ত করিবারে ।

ষোষেফ স্মৃতি
আছে তব পাশে ;
শিমিয়োন গাহে
মাতি ভক্তিরসে,
মানব বাঞ্ছিতে
বাঁধে বাহুপাশে ।

হে ভুবন-আলো !
আজি এ মন্দিরে
তব দীপ জালো,
নাশ অন্ধকারে,
হেরি পুণ্যভাতি
করিব আরতি ।

[সাধু আন্দ্রিয়]

৩৫৫

A. M. 403

ভব কোলাহল মাঝে
ধ্বনিছে বীণুর বাণী—

‘পশ্চাতে মোর এস বৎস,
চল মোর কথা শুনি’ ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

আজিই সে বাণী শুনে
গালীল জলধি তীরে,
গৃহ কর্ম আত্মজনে
ত্যাগিলেন অকাতরে ।

ধ্বনিছে সে বাণী আজো,
ডাকিছে সকল জনে—
'ত্যাগি অনিত্য সংসারে
লভ অমৃত ধনে' ।

জীবনের স্মৃতি হৃৎস্পর্শে,
অশান্তি কোলাহলে
বলেন যীশু, 'পাবে শান্তি
মম প্রেমে ডুবিলে' ।

ডাকেন যীশু ; প্রভু, যেন
শুনি তব আহ্বানে,
তব আজ্ঞা শিরে ধরি'
সেবি তোমায় যতনে ।

[সাধু পৌল]

৩৫৬

E. H. 489

গাহি সে বিজয় গীতি—
দম্বেশক-দ্বারে
এল যবে খ্রীষ্ট-অরি
পালে নাশিবারে,
কি আলোক চমকিল,
হানিল নয়ন তার,
জলদ গম্ভীর বাণী
টুটিল হৃদয় দ্বার ।

ভীষণ শার্দূল এল
পালে গ্রাসিবারে,
পালক বাঁধিল তারে
দৃঢ় প্রেম ডোরে,

হ'ল সে দাসাঙ্গদাস,
দিল অকাতরে
জাতি কুল ধন মান
খ্রীষ্ট সেবা তরে ।

শত্রু যদি চাহে আজ
পালে নাশিবারে,
সংসারের রক্ত আঁখি
আতঙ্ক সঞ্চারে,
জানি প্রভু চিরদিন
তুমি আছ সাথে,
শত্রু হবে তব দাস
বিজয়ের পথে ।

[প্রেরিতগণ]

৩৫৭

E. H. 175

যীশু রাজার নিত্য দান,
প্রেরিত-গৌরব করি গান,
মোরা কৃতজ্ঞ পরাণে,
তুলি কণ্ঠ তাঁর পানে ।

মণ্ডলীর রাজপুত্র সব,	ভাতিছে তাঁদের আত্মায়
সংগ্রামে বিজয়ী চালক,	পিতার গৌরব, পুত্রের ইচ্ছা,
ষোদ্ধা সব স্বরগ রাজ্যের,	উল্লসিছে পবিত্রাত্মা,
ধ্রুব আলো সকল দেশের ।	হরষিছে স্বর্গবাসী ।

তাঁদের স্থির অচল	করি প্রার্থনা ত্রাতা হে,
বিশ্বাস, আশা সবল ;	তাদের সনে, দাসগণে
তাঁরা যীশু-প্রেম-বলে	তুমি দেহ যুক্ত ক'রে,
নাশিল পাপাত্মা দলে ।	অনন্তকালের তরে ।

৩৫৮

ধূপের ধূমে, সাধুরা প্রেমে,
প্রার্থনা করে, মোদের তরে
তাঁদের পুণ্য প্রার্থনা শুন, পিতা গো ধন্য ।

৩৫৯

A. M. 438

কে সাজাল শুভবেশে
দীপ্তি আভরণে,
বসাল হেম সিংহাসনে
ভক্ত আত্মাগণে ?

হৃৎখের অনলে দহি'
দীপ্ত হল তাঁরা,
ঐষ্টরক্ত-ধোত বাসে
শোভিত সাধুরা ।

বিজয় পতাকা হাতে
স্তুতি-গীত গানে

সেবিছে প্রভুরে সদা
হরষিত মনে ।

ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি এবে,
রোদ্র নাহি দহে,
স্বরগ তপন তাপে
বিগলিত স্নেহে ।

মেঘশিশু পালক তাঁদের
নিগ্নে চলেন ধীরে,
তোষেন দিব্য অন্ন দানে
জীবন নদী তীরে ।

৩৬০

E. H. 465

তারকার সম তেজে অনুপম,
দাঁড়িয়ে কাহারো ঈশ্বর সদন ?
চাক্র দরশন, মানসমোহন,
কাঞ্চন কিরীট শিরে স্নশোভন !

শুভ্র বসনে হ'য়ে শোভিত,
আসন সমীপে করেন সঙ্গীত ;
অতুল কিরণ বলসে নয়ন !
কাহারো এ সব জ্ঞান কি রে মন ?

বীণুর সেবক ঐ সাধুগণ,
বীণু তরে ভবে করি' প্রাণপণ,
ভীষণ সংগ্রাম করি' অবিশ্রাম,
বিজয়-কিরীটে ভূষিত এখন ।

ভবের যত যাতনা অপার,
ব্যথিত করিত প্রাণ অনিবার,
যাতনা অশেষ হয়েছে নিঃশেষ,
নাহি শোক ব্যথা নাহি ক্রন্দন ।

মম ভাগ্যে নাথ হবে কি সে দিন,
যবে সাধু সহ হব আসীন,
তব গুণগান বীণুকৃত ত্রাণ
সহস্র কণ্ঠে করিব কীর্তন ?

৩৬১

সাধু সেনাপতিগণ
বীণা নামে করি রণ
বিনাশিল শত্রুভয়,
যোষিল ত্রাতারি জয় ।

যে শত্রুর সহ রণে
পরাস্ত মানবগণে,
ক্রুশ-লজ্জা করি সার
নাশিল তার অহঙ্কার ।

হেরি এ বীরপণা
মোহিত সর্বজনা,
উদিল আশার ভাতি,
পোহাল বিষাদ রাতি ।

ধ্বনিবে সকল দিকে
চিরদিন লোকমুখে
সাধুর বীরত্ব কথা,
বীণুর মুক্তিবারতা ।

৩৬২

(১)

১ যোদ্ধা বেশে কেবা চলে ?

প্রভু বীণা ত্রাতা !

রক্তাক্ত পতাকা তুলে ?

প্রভু বীণা ত্রাতা !

২ কেবা ধীরে প্রেম-ভরে,

তিক্ত পেম পান করে ?

৩ কেবা জয় লভে ক্রুশে,

বিজয়ী রাজার বেশে ?

(২)

৪ বল কাঁরা সাথে তাঁরি ?

ধন্য সাধুগণে !

শুভ্রবেশে, সারি সারি ?

ধন্য সাধুগণে ।

দ্বীপ-সঙ্গীত

- | | |
|---|--|
| ৫ তাঁহারা বহিল ক্রুশে,
বীণ-প্রেমে, হেসে হেসে । | ১০ কেহ রোগ, দুঃখ ভারী,
সহিল জীবন ভারি' । |
| ৬ তেয়াগিল হাসিমুখে
সংসারের ভোগসুখে । | ১১ তেয়াগিল ঘৃণাভরে,
পাপ-মোহ অন্ধকারে । |
| ৭ অত্যাচারী শত্রুজনে,
ক্ষমিল সরল মনে । | ১২ নিজ সুখ না চাহিল,
পরদুঃখে প্রাণ দিল । |
| ৮ পশিল সিংহের গর্ভে,
বীণ-প্রেমে হৃষ্টচিত্তে । | ১৩ বালক, যুবক কত,
ক্লম, বৃদ্ধ, শত শত । |
| ৯ বিপদে না হুয়ে ভীত,
বিশ্বাসে বাঁধিল চিত । | ১৪ অবলা কুমারী, নারী,
দুঃখী, দীন, সারি সারি । |

(৩)

১৫ সবে তাঁরা মিলে' গাহে,
জয় প্রভু বীণ জয় ;
শুধু বীণ পানে চাহে ;
জয়, প্রভু বীণ জয় ।

১৬ অশ্রুধারা গেছে মুছি' !
পাপ দুঃখ গেছে ঘুচি' ।

- | | |
|---|--|
| ১৭ বীণ-প্রেমে মত্ত তাঁরা
প্রেম-গানে আত্মহারা । | ১৯ রোগ শোক দুঃখানলে
পাপলিপ্সা থাক'লে । |
| ১৮ সাধুর জীবন-দাতা,
পানী-তাপী পরিত্রাতা । | ২০ সাধু সঙ্গে জীবনান্তে,
স্থান দিও পদপ্রান্তে । |

[সাধু মিথায়েল ও দূতগণ]

৩৬৩

A. M. 335

ঘিরি' স্বর্গ-সিংহাসনে,
কোটি কোটি দূতগণে,
ঈশ্বর-গৌরব হেরে,
অবনত প্রেম-ভরে ।

কেহ নামে ধরা 'পরে,
ল'য়ে বার্তা ভক্ত তরে ।
কেহ পাপ-প্রলোভনে,
করে রক্ষা ভক্তজনে ।

গৌরব কিরীট শিরে,
উজল বসন প'রে
তাঁরা স্তুতি-গীত গাহে,
ঈশ্বর আদেশ বহে ।

পিতা, পুত্র, আত্মা পুণ্য,
মানবে কর হে ধন্য,
সেবা-প্রেমে শুদ্ধ চিত,
স্বরগ-দূতের মত ।

— — —

৩৬৪

E. H. 641

দূত, অমর গাহে আনন্দে,
তোমার মহিমা প্রেম ছন্দে ;
কোটি সাধু তব পদ বন্দে । হাল্লেগুয়া !

অরি তব উজল মূর্তি,
করুণা প্রেমে বিনম্র অতি ;
ধন্য তুমি অগতির গতি ।

তোমারে সেবিতো নহে শ্রান্ত ;
তোমারে পূজিতে নহে ক্লান্ত ;
সদা নমো তব পদ প্রান্ত ।

ধন্য পুত্র, সৃজন-কারণ,
ধন্য ষাঁশ, পাতক হরণ,
ধন্য ত্রীষ্ট অধমতারণ ।

আজি মোরা দূতদল সঙ্গে,
তোমার মহিমা গা'ব রঙ্গে,
না ডরি' পাপ তরঙ্গ তঙ্গে ।

তুমি হে প্রভো পবিত্রতম,
শান্তি দেহ, নাশি' পাপ-তমঃ ।
তোমারি চরণে নমোনম ।

শম্ভোৎসর্গ পর্ব

—:~:—

৩৬৫

E. H. 292

আজি মোরা সবে মিলি
তুলিব মধুর তান,
তব তরে অর্ঘ্য বহি
গাহিব বন্দনা গান ;
প'রেছে ধরা মোহন বেশ,
ফসলে ভ'রেছে দেশ,
যুচিল তায় সর্বজন্য
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ক্লেশ ।
তাইত আজি এ মহোৎসব ;
সাজাই তব পুরস্কার,
ব'হে আনি ভারে ভারে
স্বর্ণ শস্য পুষ্প ভার ;

এসেছি কৃতজ্ঞ প্রাণে
লয়ে প্রীতি অঞ্জলি,
ওগো ধন জন দাতা
লহ মোদের সকলি ।
আত্মার ক্ষুধা নাহি মিটে
শুধু অশন বসনে,
স্বর্ণ মাস্তা দেহ মোদের,
ভিক্ষা মাগি চরণে ;
প্রাণে সাহস শক্তি দেহ
পাপের সহিত যুঝিতে,
জ্ঞানচক্ষু খুলুক যেন
তোমায় পারি হেরিতে ।

খ্রীষ্টরাজ্য

—:~:—

৩৬৬

E. H. 553

তোমার আদেশে,
আঁধার আকাশে হ'ল আলো,
তব বাক্য যথা
নাহি জানে লোকে,
আজি প্রভু তথা দেহ আলো ।

এসে ভবধামে,
বিতরিলে প্রেমে পূর্ণ আলো
করিলে বিনাশ
পাপ দুঃখ-পাশ ;
জগতে প্রকাশ তব আলো ।

হে জীবনদাতা,
প্রেমময় আত্মা, পূর্ণ আলো ;
সর্ব দেশ কালে
করহে আবৃত,
রূপা-রশ্মিজালে ; দেহ আলো ।

ধন্য পুণ্য ত্রিভু,
তব জ্ঞান, সত্য, দেহ নরে ;
জলধির সম,
তোমার অসীম
প্রেম-আলো, যেন হৃদে ধরে ।

৩৬৭

E. H. 420

যীশু-রাজ্য হবে বিস্তার,
যতদূর সূর্য্যের সঞ্চার ;
দিকে দিকে হবে প্রসার,
নাশিবে পাপ তিমির-ভার ।

যথায় তাঁর রাজত্ব,
বন্দী হয় বন্ধন-মুক্ত ;
প্রাপ্ত পায় চির-বিশ্রাম,
হুঃস্থ জন লভে আশিস্ ।

সব দেশ, সব জাতি
গাবে তাঁর প্রেম গীতি ;
গেয়ে তাঁর নাম গান,
ধন্য হবে শিশুগণ ।

রাজার তরে, সকলে
এস উপহার ল'য়ে,
গাহ গীত সর্ব্বজনে,
স্বর্গ দূতগণ সনে ।

৩৬৮

E. H. 547

মাদ্রাজী, পাঞ্জাবিগণ, বাঙ্গালী, মারাঠী,
হিন্দু, শিখ, মুসলমান, সবে এস ছুটি' ;
শুন শুভ সমাচার,—বিশ্বপতি বিনি,
নর-দেহে অবতার, ক্রুশে হত তিনি ।

তব পাপ-হুঃস্থ হেরে, যীশু-বন্ধ ফাটে,
ঈশ্বর, মানব তরে, বিদ্ধ ক্রুশ-কাঠে ;
থেক না নিদ্রিত আর, জাগ জাগ সবে,
পাপ মিথ্যা-অন্ধকার ত্যজি এস তবে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

যীশু, মোর প্রভু ভ্রাতা, শুনহে প্রার্থনা,—
পাপ তাপে কোটি ভ্রাতা সহিছে যাতনা ;
বরিষ আত্মার দান ভারত অন্তরে,
দেহ স্বাস্থ্য, শক্তি, জ্ঞান, সকল ভ্রাতারে !

আসিবে সে দিন তবে ভারত-মাঝারে,
হিন্দু-মুসলমান যবে পূজিবে তোমাতে ;
বহিবে স্বদেশে মোর প্রেম-পুণ্য-শ্রোতঃ,
পাপ মিথ্যা হবে দূর, হাসিবে ভারত ।

কাথলিক মণ্ডলী

—:~:—

৩৬৯

E. H. 643

চল দ্রুততালে, খ্রীষ্ট-সেনা সব,
এস, সবে মিলে, তুলি বিজয় রব ;
কর খ্রীষ্টের নামে গৌরব সংঘোষণ,
দূত, নরে মিলে, কর সঙ্কীৰ্তন ।

চল দ্রুততালে খ্রীষ্ট-সেনা সব ;
এস, সবে মিলে, তুলি বিজয় রব ।

প্রবল সেনা তুল্য খ্রীষ্টের মণ্ডলী, রাজ্য, সম্রাট, কিরীট কত আসে যায়,
সাধুর পদ-চিহ্নে সকলে চলি, খ্রীষ্টের মণ্ডলী সদা বৃদ্ধি পায় ;
কেহ পৃথক্ নহি, একান্ত সকল, নরক না পারে পরাজিতে তার,
একই আশা, সত্য, একই প্রেম খ্রীষ্ট-অঙ্গীকার সফল তাহার ।
সংঘল ।

৩৭০

E. H. 479

উঠ খ্রীষ্ট সৈনিক,
পর হে রণ সাজ,
লহ ঈশ্ব-দত্ত শক্তি,
তিনি যে রাজ-রাজ ।

যীশু পরাক্রমে
যুঝহে নির্ভয়ে,
পদতলে শত্রু দলি'
চল রাজ্য জয়ে ।

খ্রীষ্ট যীশু নামে
বিনাশ শত্রুরে,
দীপ্ত ক্রুশ-অসি ল'য়ে
নাশ অন্ধকারে ।

সাক্ষ হবে যবে
যুদ্ধ যত্ন দিনে,
গৌরব কিরীট পাবে
অমৃত সদনে ।

৩৭১

জাগ, জাগ, জাগ আজি,
খ্রীষ্ট-সেনা, নিদ্রা ত্যজি'
ধর উদ্ধে ক্রুশ তুলি' ;

ঘোষ ভারত-ভুবনে,
ক্রুশে, অভয়-পর্যাণে,
খ্রীষ্ট যীশু জয় বলি' ।

৩৭২

E. H. 435

জীবনদাতা, হে ত্রাণের ঈশ্বর,
সকল জাতির আশা-প্রভাকর,
মণ্ডলীরে দয়া করহে সত্বর ;
শকতিমান হে ।

মানুষের বাহু হইলে অচল
তরাইতে পার তুমি হে কেবল,
পাপ-পঙ্ক হ'তে মণ্ডলী দুর্বল
রক্ষ প্রভু হে ।

তব তরী গ্রাসে তরঙ্গ ভীষণ,
শত্রু দল, বলে করে আক্রমণ,
মণ্ডলীরে তব কে করে রক্ষণ ?
তুমি রাখ হে ।

শত্রুরে যুঝিতে দেহ নব বল,
বিকল অন্তর করহে সবল,
ধরা মাঝে শান্তি বরিষ কেবল,
তব শান্তি হে ।

৩৭৩

E. H. 488

মণ্ডলী এক ধন্য রাজ্য
যেথা ত্রীষ্ট নিত্য
দূত সাধু সহযোগে
করিছেন রাজত্ব ।
তথা দিব্য বেদী 'পরে
নিষ্কলঙ্ক বলি
হত ত্রীষ্টে পূজা করে
সর্বজাতি মিলি ।
জীবন নদী বহে সেথা
মুহু কলস্বরে,

আশা প্রেমের পুষ্প ফোটে
ত্রীষ্ট রূপা বরে ।
একই মন্ত্র সবার মুখে
'পুণ্য পুণ্য পুণ্য
স্বর্গ মর্তের অধিপতি
ত্রীষ্ট তুমি ধন্য' ।
ভিক্ষা মাগি তব পদে
ত্রীষ্ট দীনবন্ধু,
দেখাও সবে দয়া ক'রে
তব মুখ ইন্দু ।

প্রশংসা ও ধন্যবাদ

--:~:--

৩৭৪

E. H. 519

ওগো দিব্যধামবাসীগণ,
পুণ্যোজ্জ্বল কিরূব সরাফগণ,
গাহ গীতি, হাম্লেলুয়া !
নিত্য ঈশ্বর সন্নিধানে
গাহ পুলকিত প্রাণে
হাম্লেলুয়া, হাম্লেলুয়া, হাম্লেলুয়া,
হাম্লেলুয়া, হাম্লেলুয়া ।

ওগো দূতবন্দ্য মাতা,
ওগো অতুল গৌরব যুতা,
গাহ গীতি, হাম্লেলুয়া !
অনন্ত বাক্য প্রসূতি,
দূত সাথে গাহ গীতি
হাম্লেলুয়া, হাম্লেলুয়া, হাম্লেলুয়া,
হাম্লেলুয়া, হাম্লেলুয়া !

বিশ্রাম মগন আত্মাগণ,
গাহ প্রবাচক ভক্তজন
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !
ধন্য প্রেরিত সাক্ষী জনা,
আনন্দে গাহ বন্দনা
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !

এস মোরা সমন্বরে
গাহি স্তোত্র হর্বভরে
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !
ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর বাক্য,
পুণ্য আত্মা ত্রিহে এক,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !

৩৭৫

E. H. 470

আজি কৃতজ্ঞ অন্তরে
কর তাঁর নাম গান
রূপা ধীর সদা ক্ষরে,
সাধে পাতকীর ত্রাণ ;
গাহ তাঁর প্রেমগীতি,
পদে তাঁর কর নতি ।
দুঃখ বিপদের দিনে
সুদৃঢ় আশ্রয় নিত্য,
দুঃখীরে অভয় দানে

কেবা বল তাঁর মত ?
উঠাও কণ্ঠ তাঁরি পানে,
মাত তাঁরি গুণ গানে ।
পিতা তিনি স্নেহকোলে
করেন রক্ষা সন্তানে,
শত্রু আক্রমণকালে
রাখেন বাহ বেষ্টনে ;
ত্রিভুবনে সর্বজনে,
বন্দ তাঁর শ্রীচরণে ।

৩৭৬

H. H. 368

জানু হবে নত, শুনে বীণ নাম,
সকলে পূজিবে বীণ গুণধাম ;
নিত্য পুত্র যিনি, প্রভু বলি তাঁর'
পুণ্য বাক্য তিনি, অনাদি অপার ।

সৃষ্টি প্রকাশিল তাঁহার আজ্ঞায়
আলোকের শিশু হ'ল দূতদল ।
আকাশে উজল আলোক নিচয়,
তাঁহারি আজ্ঞায় হইল উদয় ।

ঐক্য-সঙ্গীত

পাপের শক্তি নাশ করিবারে,
মানবের পুত্র চিরকাল-তরে ;
মহুশ-স্বভাবে সদা পুণ্যময়,
মরণের পরে তিনি মৃত্যুঞ্জয় ।

ছড়াইয়ে জ্যোতিঃ, উত্থানের পরে
গেলা চলি' উর্দ্ধে মহিমার পুরে !
মহুশ-স্বভাবে করিয়া যতন,
উচ্চতম স্থানে করিলা স্থাপন ।

প্রেম-ধ্বনি তুলি' গাহ অবিরাম,
ভক্তি, প্রেম ভরে, গাহ যীশু নাম,
হৃদে রাখ তাঁরে, যাবে দূরে পাপ
মিথ্যা যাবে চ'লে, সর্ব্ব দুঃখ তাপ ।

প্রেমে পূজ তাঁরে, যিনি হে আবার
বসি মেঘ 'পরে, করিতে বিচার,
দূত সাধু সঙ্গে আসিবেন ভবে,
লইতে আদরে তত্ত্বদল সবে ।

৩৭৭

E. H. 533

ধনুবাদ জগদীশ,
কায়োমনে পূজি হে,
সর্ব্ব সৃষ্টি গাহে
তব গুণ রাজি হে ;
মাতৃকোড় হ'তে
আশিস বর্ষণে
রেখেছ সন্তানে
করুণা বেষ্টনে !

ওহে করুণাময়
নিশিদিন থাক সাথে,
আনন্দ শাস্তিময়
কর জীবন পথে ;

প্রসাদে শাস্তিতে
নিরে চল ধীরে,
রক্ষি' মন্দ হ'তে
মৃত্যু পর-পারে ।

ধনুবাদ জগদীশ
পিতা তব চরণে,
পুত্র, পবিত্র আত্মা,
পূজি কৃতজ্ঞ প্রাণে ;
ত্রিভুবনে পূজে
এক নিত্য ঈশ্বরে,
যিনি সমরূপে
আছেন চিরতরে ।

৩৭৮

ভজন পূজন মন
কর অনুক্ষণ,
মহিমা রাজার
কর রে প্রচার ;
অনাদি অনন্ত
ত্রীষ্ট জ্যোতির্ষ্ময়,
সর্ব প্রশংসিত
মোদেরি আশ্রয় ।

আলোক পবনে
প্রেম ছুটিছে,
গিরি গগনে
কৃপা ভাতিছে ;
মোরা মূঢ়মতি,
হে নিখিল পতি,
কেমনে বর্ণিব
করুণা তব ।

ধ্যান ও প্রার্থনা

—:~:—

৩৭৯

ওগো কোমল-হৃদয়
যীশু প্রেমময় !
শুন, ঈশ্বর-তনয় !
সন্তানে ডাকে ।

ওগো পথ সন্মল
পথ বল বল—

ভব আঁধার থেকে
দিব্য আলোকে ।

করুণা-সাগর
দোষ ক্ষমা কর,
বাঁধন খুলি মোদের
স্বর্গে লও বৃকে ।

৩৮০

E. H. 212

ত্রীষ্ট, থাক মম সনে,
ত্রীষ্ট, দেহে, হৃদে, মনে ;
পশ্চাতে, সম্মুখে মম,
অন্তরে, বাহিরে মম,
সম্পাদে, বিপদে মম,
ত্রীষ্ট সখা প্রিয়তম ।
সকল মানবগণে,
ত্রীষ্ট রক্ষ দিনে দিনে ।

বাঁধি আজি ত্রিষ্ম নাম,
হৃদি-পরে বর্ষ্ম সম ;
দেহে, মনে, আত্মা মাঝে,
ত্রিষ্ম-প্রেম যেন রাজে ;
না ডরিব শত্রুজনে,
না ডরিব প্রলোভনে,
হব জয়ী সর্বকালে,
পুণ্য ত্রিষ্ম নাম বলে ।

৩৮১

E. H. 425

তুমি ঐব আলো, সদা মোরে
নিয়ে চল ;
রজনী আঁধারে, গৃহে মোরে
নিয়ে চল ।

ডাকি নাই সদা তোমা পথে
নিয়ে যেতে ;
এবে নিয়ে চল তব সাথে,
তব পথে !

রক্ষ মোরে, চাহিনা দেখিতে
দূরে কিবা আছে, থেক সাথে ।
নিজ ইচ্ছা মত চলি', এবে
লভি হুঃখ ; ক্ষম পাপ সবে ।

এত আশিস্ দিয়েছ মোরে,
নিয়ে চল ;
যত শোকে হুঃখে অন্ধকারে,
নিয়ে চল ;
উবা হাসি উদিলে গগনে,
পাব শাস্তি অনন্ত ভবনে ।

৩৮২

তুমি রাজ সিংহাসন কিরীট ছেড়ে
জনমিলে ধরা 'পরে,
কিন্তু বৈৎসেহমে না মিলিল
আশ্রয়, প্রভু তব তরে।

এস যীশু এ অন্তরে,
আছে স্থান তব তরে।

ঘোষিল দূতে নিশীথ রাতে	মুক্তি বারতা জীবনের কথা
গোরব তব গগন তলে,	বিতরিলে কত ক্লেশে,
তুমি এলে হায় ধরি' শিশু কান্ন	তারি পুরস্কার দারুণ প্রহার,
দীন বেশে পশুশালে।	বধিল তোমারে জ্বলে।

পশু পক্ষী পায় তব করুণায়	যুগের শেষে ফিরিয়া তুমি
আশ্রয় বিশ্ব ভুবনে,	আসিবে বিজয়ী বেশে,
তব শয্যা হায় গৃহহারা প্রায়	সেদিন মোরে জীবন স্বামী
নির্জন প্রান্তরে বনে।	ডেকে নিও তব পাশে।

৩৮৩

তুমি হৃদয় মন্দিরে	ওহে যীশু, জান তুমি
থাক যদি সদা, প্রভু,	অন্তর-কালিমা মম ;
অন্ধ ভনে লভে আলো,	এ দীনে শক্তি দেহ,
বিপথে চলে না কভু।	পাপের শক্তি দম।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

দয়া কর রোগী জনে,
রাখ দাসে তব পদে,
রক্ষা কর দীন হীনে,
তব শান্তি দেহ হৃদে ।

ওহে পুত্র পবিত্রাত্মা
পিতা পবিত্র অনন্ত,
কৃপা করি' এস হেথা,
কর সর্ব পাপ অন্ত ।

৩৮৪.

E. H. 414

প্রাণের প্রিয় বীণ হে !
তব ক্রোড়ে দেও আশ্রয়,
যখন তুফান সম্মুখে
হইবে ভীষণ অতিশয়,
লুকাও আমায়, ত্রাতা হে !
যাবৎ না সব চলে যায়,
তোমা বিনা কেমনে
বাঁচে, বল, অসহায় ?

নাহি মম আর আশ্রয়,
দিলাম তোমায় মনঃপ্রাণ,
ছেড়ো না এ হৃৎসময়,
ওহে করুণা-নিধান !
মম ভার সব তোমাতে
করিতেছি সমর্পণ,
তব পক্ষচ্ছায়াতে
কর মোরে সন্নিপন ।

তুমি খ্রীষ্ট আমার সব
যথা ইষ্ট তোমায় পাই,
তব বলে অসম্ভব
ঘটে কতই সর্কদাই !
পাপে পতিত জনগণ
তব বাক্যে উত্তিত হয়,
মূর্চ্ছাপন্ন যেই জন
মহানন্দে কথা কর ।

রোগী জনে স্বাস্থ্য-দান,
অন্ধে পথ-প্রদর্শন
কর, তুমিই দয়াবান !
তুমি থঞ্জে দেও চরণ ;
হ্রায় ও পুণ্য তব নাম,
আমি ভ্রান্ত পাপী জন,
তুমি সত্য, কৃপাধাম,
মিথ্যায় পূর্ণ মম মন ।

৩৮৫

E. H. 554

মোর পথ যে তোমার নয়,
তাঁহে নাহি হুঃখ ;
ল'য়ে চল প্রভু,
যেথা চাহ নিতে ।

জানি না হে পথ,
চাহি না জানিতে,
কোথা পথ প্রভু,
ব'লে দেও তুমি ।

তব রাজ্যে যেতে,
তব পথ চাহি,
যেন পথ ছাড়ি'
বিপদে না পড়ি ।

সম্পদে, বিপদে,
পরীক্ষা, অভাবে,
স্বাস্থ্যে কিম্বা রোগে,
রাখ যাহে চাহ ।

ভর প্রাণ পাত্র
স্থখে বা দুঃখে হে,
যা ইচ্ছা, যা কর
তাঁহে মম শুভ ।

তব শুভ ইচ্ছা,
প্রভু, কর পূর্ণ,
হে মম সর্বস্ব,
মম জ্ঞান, প্রাণ ।

৩৮৬

E. H. 417

যীশু প্রভু ত্রাতা মম,
ঈশ্বর সর্বস্ব মম,

ধন্য কর দীন হীনে
কৃপা বারি বরিষণে ।

ধরেছি চরণ তরী,
পার কর হে কাণ্ডারী ।

পাপ পঙ্কে মগ্ন আমি,
প্রেম কোথা পাব স্বামী ?
পুণ্যানাম-গুণ তব
কেমনে মুখেতে লব ?
মম মাঝে কি হেরিলে,
মম তরে প্রাণ দিলে !

নারকীরে নিয়ে কোলে
কিবা প্রেম প্রকাশিলে !
যীশু তব নাম গানে
র'ব রত মনে প্রাণে ;
তব পদে সকল দিয়ে,
নিত্য র'ব তোমার হ'য়ে ।

৩৮৭

E. H. 444

লও হে কাছে তব
আরো কাছে ;
ক্লেশ দিলে যদি
ডাক কাছে,
তবু সদা গাব—
লও হে কাছে তব,
আরো কাছে ।

যদিও আধারে
ঘিরে মোরে,
একাকী প্রাস্তরে
রহি পড়ে',
স্বপনে তবু যে
যাব তব কাছে,
আরো কাছে ।

স্বপনে হেরিব
স্বর্গসোপান,
প্রীতি ভরা সব
তব দান ;
শুনি দূত রব
যাব কাছে তব,
আরো কাছে ।

৩৮৮

E. H. 583

বল গো মোরে বল পুণ্য বীণ-কথা ;
বল গো ধীরে বল বীণ-প্রেম গাথা ;
নাহিক জ্ঞান মম, নাহি যে শক্তি,
নাহিক পুণ্য মম, শুধু পাপে মতি ।

বল গো মোরে বলও, পুণ্য বীণ-কথা ।

বল গো ধীরে ধীরে, বল পুনঃ পুনঃ,
কেমনে প্রেম-ভরে ঈশ্বর-নন্দন,
পাপীয়ে তারিবারে পাপ-তাপ হ'তে,
এলেন তবপুরে প্রেম বিলাইতে ।

আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর

আমি যে কত পাপে, মজেছি জীবনে,
পাপের অভিশাপে সহি যে পরাণে ;
ওগো, তাই, বারে বারে বল দয়া ক'রে,
শুধু যে মম তরে যীশু ক্রুশোপরে ।

সংসারে সদা টানে এ দীন পাপীরে,
পাপেরি প্রলোভনে ভুলি গো যীশুরে,
ওগো তাই মৃদু ভাষে মোয়ে বল বল,
যীশু যে মম পাশে জাগি' চিরকাল ।

আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর

—*—

৩৮৯

E. H. 316

অধমে তুমি ডেকেছ,	সোহাগ করি কাছে লবে,
মোর তরে প্রাণ সঁপেছ,	ক্ষমি' পাপ শাস্তি দিবে,
শুধু তাই আমি এসেছি,	বিশ্বাস ক'রে তাই এসেছি ;
পিতার মেঘ-শাবক হে !	পিতার মেঘ-শাবক হে !

নিগূঢ় প্রেম তরঙ্গে,
সকল বাঁধন দেছ ভেঙ্গে,
তোমারই হ'তে এসেছি ;
পিতার মেঘ-শাবক হে !

৩৯০

E. H. 597

এ বারতা অবাক করে,
বিস্ময়ে শিহরে গাত্র,
বিদ্ধ ক্রুশে মম তরে
ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র।

বুঝিব কেমনে হা রে !
এ অপূর্ব প্রেমতত্ত্ব,
যে জনা চাহে না তাঁরে
তারে পেতে বাঞ্ছা এত।

দীনবেশে ভবে এসে,
অকৃতজ্ঞ পাপী তরে

শ্রমে দুঃখে কত ক্লেশে
প্রাণ দিলেন ক্রুশোপরে।

স্বচক্ষে হেরিতাম যদি
দীর্ঘবন্ধ রক্তস্রোত,
তবু কি বুঝিতাম কভু
প্রেম তব জ্ঞানাতীত।

প্রেমহীন এ মন্দিরে
জাল প্রভো প্রেম দীপ,
যেন পারি হেরিবারে
তব দিব্য প্রেমরূপ।

৩৯১

E. H. 439

বিশ্বাসরূপ নয়নে
চাই উর্দ্ধে যতনে
কালভেরি মেঘ !
শুনি' মোর আর্ত্তরব
দূর কর মন্দ সব,
হও তুমি হে বিভব—
নিত্য অশেষ।

কর এ শীর্ণ প্রাণ
স্বকুপায় তেজীয়ায়,
এই ভিক্ষা চাই ;
তুমি যে ক্রুশে নাথ
মোর তরে বিদ্ধ হাত ;
করিলে প্রাণপাত,
জাণ যেন পাই !

সে জন্ত তোমারে
প্রেম করি সাদরে,
হে প্রাণনাথ !
জগন্ত প্রেমানল,
সুদৃঢ় প্রীতি, বল,
ভকতি সুবিমল
দাও দিবারাত।

আশঙ্কা-তিমিরে,
দুঃখরূপ সাগরে
ঘেরে যখন,
তখন তুমি হে নাথ
থাকিয়া আমার সাথ
দূর করো সে উৎপাত,
এই নিবেদন।

৩৯২

প্রভো, আমার এ জীবন
তোমায় করি সমর্পণ ;
দিবানিশি সর্বক্ষণ
ক'রবো তব সঙ্কীৰ্ত্তন ।

আমার হস্ত পদদ্বয়
গ্রহণ কর দয়াময় ;
তব প্রিয় কার্যে তা
থাকবে রত সর্বদা ।

লহ মম কণ্ঠ-স্বর,
গা'ব স্তুতি নিরন্তর ;
লহ ওষ্ঠ, রসনা,
করবো মুক্তি ঘোষণা ।

স্বর্ণ, রৌপ্য নিঃশেষে
সঁপি তোমার উদ্দেশে ;
বল ও বুদ্ধি বা আমার
কর তুমি ব্যবহার ।

লহ আমার ইচ্ছা হে,
মিশুক্ তব ইচ্ছাতে ;
হৃদয় মাঝে সর্বক্ষণ
কর তোমার সিংহাসন ।

প্রীতি ভক্তি সমুদয়
অর্পণ করি তব পায় ;
মম দেহ, আত্মা, প্রাণ
গ্রহণ কর দয়াবান্ !

সাক্ষ্য

—ঃ*ঃ—

৩৯৩

প্রেমের রাজা পালক মম
অফুরন্ত দয়া ধীর,
কোন অভাব নাহি মম,
তিনি আমার আমি তাঁর ।

মুক্ত ক'রে নিত্য মোরে
জীবনজলে নিয়ে যান ;
শ্রামল ক্ষেত্রে দয়া ক'রে
দিব্য অগ্নে তোষেন প্রাণ ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

পথহারা গেছি চ'লে	রহিলে নাথ তুমি সাথে,
তাঁরে ছাড়ি' কত বার,	নাহি রহে মৃত্যু ভয় ;
খুঁজে মোরে কাঁধে তুলে	তব ক্রুশ চালক পথে,
ফিরে আনেন গৃহে তাঁর ।	পাঁচনি সাস্থনা দেয় ।

কিবা অপক্লপ মরি
তব ভোজ সুধাময়,
পানপাত্র হ'তে তব
কি অমৃত ধারা বয় !

৩৯৪

E. H. 450.

প্রভু মোদের অতীত সহায়,
আশা ভবিষ্যতের ;
দুর্দিনে হে মোদের আশ্রয়,
আবাস চির কালের ।

তব সিংহাসনের তলে	সহস্র যুগ তব নেত্রে
সিদ্ধগণ নিরাপদ ;	ক্ষণিকের সম ;
অসীম তব বাহু বলে	সংক্ষিপ্ত যেমন রাত্রে
ঘুচে মোদের বিপদ ।	সর্বশেষ যাম ।

কালশ্রোতে ভেসে যে যায়	প্রভু মোদের অতীত সহায়
মানবের কীর্তি ;	আশা ভবিষ্যতের ;
স্বপনের মত মুছে যায়	বিপদে তুমি হে রক্ষক,
তাদের যত স্মৃতি ।	আবাস চির কালের

৩৯৫

শুনিলাম যীশুর মধুর রব—

“হে পরিশ্রান্ত জন,
মোর 'পরে রাখি তব ভার
বিশ্রান্ত হও এখন !”

বাঁদুশ ক্লান্ত, দুঃখময়
দশাতে আছিলাম ;
শ্রীযীশুর কাছে আসিয়া
সুশান্তি পাইলাম ।

শুনিলাম যীশুর মধুর রব—
“তৃষ্ণার্ত যে বা হও,
‘আসি’ এ জীবন নদীতে
স্বতৃপ্ত হ'য়ে যাও ।”

তৎক্ষণাৎ যাইয়া সেখানে,
পিয়িলাম জীবন-জল ;
সব তৃষ্ণা নিবারিল তায়
আর পাইলাম খ্রীষ্টে বল ।

শুনিলাম যীশুর মধুর রব,
যে, “আমি জ্যোতির্শ্রয়,
যে দেখে আমার সর্বদা,
তার জীবন উজ্জ্বল হয় ।”

এ শুনি চেয়ে দেখিলাম
কি শোভা চমৎকার ;
প্রভাতী তারা, সূর্য্যরূপ
আঃ, তিনি যে আমার ।

পবিত্র বাণ্ডিস্ম

—:~:—

৩৯৬

এস, এস, প্রিয় বৎস,
জীবন-জলে কর স্নান ;
হের মুক্ত পুণ্য-উৎস,
এস, ধৌত কর প্রাণ !

ধৌত কর অন্তঃকরণ,
বহুমূল্য শোণিতে ;
নব জন্ম কর গ্রহণ,
পুণ্য আত্মার শক্তিতে !

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

স্বৰ্গ রাজ্য পূণ্যধামে,
এস, এবে লভ স্থান,
কোটা সাধু যথা প্রেমে
গাহে খ্রীষ্ট-গুণ-গান ।

হে ত্রিভুজ ঈশ্বর, তব
করুণা-ভাণ্ডার হ'তে,
দেহ প্রেম, শক্তি নব,
এ দীন দাসের চিতে ।

৩৯৭

E. H. 337

কপালেতে ক্রুশ চিহ্ন
দিবু আজি এঁকে,
ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টে সেবা
ক'রবে এখন থেকে ।

খ্রীষ্টের পতাকা তলে
যোদ্ধা তুমি হ'লে,
খ্রীষ্ট পদ চিহ্ন ধ'রে
যেতে হবে চলে ।

তাঁর লজ্জা গৌরবেরই
চিহ্ন ক্রুশে জেনো,
লজ্জা ভয়ে অস্বীকার
ক'রো না কখনো ।

এই ভাবে বিশ্বাসেতে
ধ'রে থেকে ক্রুশে,
যীশু খ্রীষ্টের বিজয় মুকুট
পাবে অবশেষে ।

৩৯৮

E. H. 580

রহিব নিরাপদে
যীশু স্নেহ কোলে,
জুড়াব অশান্ত প্রাণ
প্রেম তরু তলে ;
শুন স্বর্গদূত গান
বহিছে পবনে,
স্বর্গ হ'তে সে ধ্বনি
পশিছে শ্রবণে ।

নিরাপদ যীশু কোলে,
না র'বে চিন্তা ভয়,
পাপের লালসা যত
অচিরে হবে লয় ;
না রবে ছুঃখ দহন,
সন্দেহ আঁখি জল,
রাখি শির যীশু বুকে
লভিব শান্তি বল ।

হস্তার্পণ

যীশু মম প্রিয়তম
আশ্রয় চিরন্তন,
মোর তরে ক্রুশে হত;
পাপ তাপ হরণ ;

সহিব তাঁরি তরে
দুঃখ অককারে,
হাসিবে স্বর্ণ উষা
মৃত্যু পরপারে ।

হস্তার্পণ

—:~:—

৩৯৯

E. H. 341

আঞ্জি লহ চিত মম
প্রভো, তব করে,
বিপথে বিপদে যেন
না ঘুরি আঁধারে ।

পুণ্য আত্মা শক্তিদাতা,
তব কৃপাশুণে
বরিষ অন্তর মাঝে
সপ্তবিধ দানে ।

ক্লেশতলে নতচিত্তে
ক্ষমা চাহি মোরা,
ক্লেশবিন্দু কর পাপে,
ঢাল পুণ্যধারা ।

তব স্পর্শে যেন প্রাণে
শক্তি সঞ্চারে ;
পরসেবা পুণ্যকর্ম্মে
রেখো চিরতরে ।

৪০০

E. H. 137

আমি করেছি মনন, সেবিব তোমারে,
প্রভু রক্ষ সর্বক্ষণ এ দীন পাপীয়ে ;
তুমি যদি দেহ বল, থাক যদি সাথে,
কভু নাহি হবে ভুল, র'ব তব পথে ।

ঐশ্বৰ্য্য-সঙ্গীত

কাছে পেলে তোমা ধন, হৃদে প্রেম ধরি,
সংসারে হে কদাচন আমি নাহি ডরি ;
চারিদিকে শত্রুগণ, অন্তরে বাহিরে,
সদা করে আক্রমণ ; যীশু রক্ষ মোরে ।

তুমি রক্ষক আমার, শুনি' তব বাণী,
চলিতে পথে তোমার, ছুঃখ নাহি গণি ;
কহ স্পষ্টতর ভাবে, তব ইচ্ছা প্রভু,
যেন মিথ্যা স্মৃতি আশে নাহি ফিরি কভু ।

প্রভু, তব অঙ্গীকার—যে চলিবে পথে,
রহিবে সে মহিমার রাজ্যে তব সাথে ;
যীশু, করেছি মনন তোমাতে সেবিব,
দেহ শক্তি অনুক্ষণ তব পথে র'ব ।

পুণ্য সহভাগ

—:~:—

৪০১

Cowley 25

অনন্ত ঈশ্বর তুমি,
প্রেম-দাতা, রাজা,
মোরা তোমার প্রজা,
তুমি সবার স্বামী ।

হে প্রাণের ঈশ্বর,
দীন সম্ভানের
ক্ষুদ্র এই উপহার
ল'য়ে কর ধন্য হে ।

পাপীজনে দিতে ত্রাণ,
দিলেন যীশু প্রাণ ;
লও মোদের উপহার,
সেই দান সনে তাঁহার ।

প্রভো, কর উপস্থিত
পুত্রের শরীর শোণিত,
পবিত্রাত্মার বলে,
আজ এ মঙ্গল দিনে ।

৪০২

E. H. 305

আজি গুণনিধি, তোমারে
পূজি মোরা প্রেমভরে ;
তুমি, ষোণ্ড, পবিত্র ভোজে,
এসে থাক মোদের মাঝে ।

দেহ শরীর করিতে ভোজন,
তব রক্তে পাপ মোচন ;
খোল শেষে তব আবরণ
পাই যেন পূর্ণ দরশন ।

৪০৩

A. M. 322

কালভেরী শ্মশানে ক্রুশোপরে
অর্পিত যে বলি চিরতরে,
সে অপূৰ্ণ সিদ্ধ নিত্য বলি
নিবেদি আজি সকলে মিলি,
চাহ পিতা খ্রীষ্ট বলি পানে
দেহ পদাশ্রয় সেই বলিগুণে ।

চাহি এই বর, খ্রীষ্ট রক্ত গুণে
দয়া কর আত্ম-বন্ধু জনে,
দীন দুঃখীকে দেহ সাহসনা,
বিশ্বাসী মৃতে কর করুণা,
সর্ব-মন্দ হ'তে সর্বক্ষণে
রক্ষ পিতা তুমি সর্বজনে ।

চাহ পিতা প্রসন্ন নয়নে
তারি তরে দীন পাপী পানে,
ক্ষম অপরাধ অবিশ্বাস যত,
শত পাপে কলঙ্কিত চিত,
তব পুত্র প্রায়শ্চিত্ত গুণে
ক্ষম পিতা পাতকী সম্মানে ।

তব চরণে প্রভু দেহ স্থান,
কর নিশ্চল দেহ মন প্রাণ,
দেহ সে অন্ন পবিত্র ধন
যাহা ক্রুশে হ'ল ভগ্ন চূর্ণ,
লভি অমৃত দূত বাহিত
হরষে সাধিব সেবাব্রত ।

৪০৪

E. H. 331

গোপন বিহারী ত্রাতা তোমারে
এবে পূজি মোরা ভক্তি ভরে,
আছ ভোজে না জানি কেমনে,
তবু বিশ্বাসে নমি চরণে ।

ক্রুশে ঈশ্বররূপ ছিল গোপনে,
নর-রূপ ও হেথা আবরণে ;
দম্ব্য যথা মাগিল মার্জনা,
মাগে তেমতি এ অধম জনা ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

ক্লেশ-ক্লত নহে নয়ন গোচর,
তবু প্রভু তুমি, তুমি ঈশ্বর ;
বিতর দীনে বিশ্বাস গভীর,
তব প্রেমে চিত্ত কর ভরপুর ।
প্রভু যীশু সুপবিত্র নিৰ্ঝর,
পুত রক্তে তব শুদ্ধ কর,

পারে তরা'তে বিন্দুমাত্র ষার
এ ধরার ষত পাপ তাপ ভার ।
হে খ্রীষ্ট, হেথা আছ গোপনে,
মাগি এই বর তব খ্রীচরণে,
যেন সেই দিনে নিরপে নয়ন
তব মূর্তিতাতি, শাস্তি সদন ।

৪০৫

E. H. 503

গৌরব জ্যোতির পথে
মোরা হই আগুয়ান,
কণ্ঠে শুধু, ওহে প্রভু,
তব বন্দনা গান ।

বিহর নাথ নিশিদিন
ভক্ত বৃন্দে হৃদয়ে,
স্বর্গের সেবার যোগ্য কর
মর্ত্যের সেবা দিয়ে ।

চলি মোরা সিয়োন পথে
তব শক্তি গুণে,
উপনীত হব শেষে
ঈশ্বর সন্নিধানে ।

মর্ত্যবাসী মোরা আজি
স্বরগ বাসী সনে
গাহি ধন্যবাদ, স্তুতি,
বন্দনা-গীত, একমনে

৪০৬

E. H. 318

দাঁড়াও আজি বিশ্ববাসী, শুদ্ধ কল্পিত বন্ধে,
জগজ্জাতি খ্রীষ্ট নামেন সবার মাঝে অলঙ্কে,
সংসার মদে মত্ত থাকি' যেওনা তাঁর বিপক্ষে ।

স্বর্গের রাজা আসেন আজি পুণ্য গৌরবে দীপ্ত,
করিতে তোমায় স্বর্গের দানেতে পরিতৃপ্ত,
তাজ কুবাসনা, আর খেকোনা পাপে লিপ্ত ।

সাদরে এবে বরিয়া লহ ঈশ-নন্দনে,
পূজ তাঁরে সবে আজি ভক্তি পুষ্প চন্দনে,
নাতিয়া উঠিবে জগৎ তাঁরি নাম বন্দনে ।

৪০৭

E. H. 313

পিতঃ, করহে গ্রহণ,
নর-পাতক-হরণ
ক্লেশে বীণুর মরণ,
মোরা করি নিবেদন ;
দেহ বীণুর জীবন,
দেহ বীণু-প্রেম ধন,
ভারিবারে পাতকীরে ;
হে পিতঃ ক্ষম, পাতক মম ।

বীণু, জীবনে তোমার,
কর জীবন সঞ্চার ;
দেহ পুণ্য-আত্মা আর
হৃদে ভকত জনার ;
কর, প্রভো, অধিকার
পাপী-হৃদয় অসার,
প্রেম-ডোরে, চিরতরে,
বাঁধ হে তবে, ভকত সবে !

৪০৮

E. H. 335

পিতঃ দেখ চেয়ে যত দীনজন
পদতলে তব গিলেছে এখন,
ল'য়ে ক্রীষ্ট-বলি সিদ্ধ সনাতন,
পাতক হরণ ।

পাপী জাগ তরে হে ভগ্ন ধার
তাঁরি গুণে পিতঃ ক্ষম পাপ ভার,
জীবিত ও মৃত সকল জনার ;
শুন নিবেদন ।

পিতঃ, ধন্য করুণা ;
দিলে অধম দাসে
যেতে যীশুর পাশে ;
এক ঈশ্বর,
গাহি প্রশংসা তব,
ওহে ত্রিভু ।

যীশু, ধন্য তব প্রেম ;
যাহে ধন্য দাসগণে
তব সহ মিলনে ;
এক ঈশ্বর
গাহি প্রশংসা তব,
ওহে ত্রিভু ।

ধন্য পবিত্র আত্মা,
তব প্রসাদ-বলে,
যীশু আসেন ভোজে ;
এক ঈশ্বর
গাহি প্রশংসা তব,
ওহে ত্রিভু ।

যীশু, প্রিয় ভ্রাতা, শক্তিমান হে,
করিছ নিবাস মোদের অন্তরে ।

জগত বাহারে অন্ধন ধরিতে,
বিরাজিত তিনি, শিশুদের চিতে ।

পূর্ণ হে জগত তব প্রভাতে ;
অন্ধম স্বরগ গোরব ধরিতে ।

যীশু, আছ এবে মোদের অন্তরে,
তব প্রসাদ বর্ষণ কর সম্বরে ।

তারা দূরতম, উজ্জলে যথায়,
প্রভো, তুমি নিত্য বিরাজ তথায় ।

প্রেম, ভক্তি দেহ মোদের হৃদে,
সদা থাক সাথে সম্পদ-বিপদে ।

৪১১

E. H. 326

যীশু, ভোজে আছ এখানে ;
অধম পাপিগণে
না দেখে তোমায় নয়নে,
জানি তব বচনে,
তুমি রয়েছ এখানে ;
পূজে তোমায় প্রেম-গুণে ।
হীন মোরা, ভোজের তরে
কর যোগ্য মোদেরে,
বাইতে বেদির পাশে ;

লভিতে ভোজে তব
শুদ্ধ শোণিত শরীর ;
আন সে শুভদিনে ।
তব দেহ রক্ত গ্রহণে
স্বখী বারা এখানে,
তাদের কর তুমি দরা,
তোমাতে থাকি' সদা
যেন তব দরশনে
হয় ধন্য স্বর্গধামে ।

৪১২

E. H. 304

স্বর্গের রাজা তুমি হে,
তরা'তে মানবগণে
হ'লে ভবে ক্ষুদ্র নর ;
তব শরীর গ্রহণে,
লভি মোরা নব প্রাণ ;
ক্রুশের অমূল্য দান ।

স্বর্গীয় দ্রাক্ষা শোণিত,
বলি সার্থক অক্ষয়,
যীশু, দেহ দাসগণে,
লভি' হবে পাপ ক্ষয় ;
ক্রুশ-ক্ষত হ'তে তব
বহে শান্তি, বল নব ।

৪১৩

A. M. 319

হে জীবন-দাতা,
তব বেদী 'পরে,
রুচী দ্রাক্ষারসে
কিবা গুণ ধরে !
পুণ্য মাংস রক্তদানে,
শক্তি দেহ ভক্তগণে ।

দীনে কর পূর্ণ
তব প্রেম বণে,
কর প্রভু ধন্য
তব ভক্তদলে ;
লভি' কৃপা, শক্তি নব,
হেরিব মুরতি তব ।

৪১৪

E. H. 323

হে নিত্য পিতা,
পুণ্য বিধাতা,
প্রভো, সর্বশক্তিমান,

ত্রাতারি পুণ্যে,
ক্ষম এ দীনে,
শক্তি কর হে দান।

৪১৫

E. H. 329

লইলু যাহে পুণ্য দান
সবল কর সে হাতে,
পর সেবা পুণ্য কন্ডে
নিত্য রত রহিতে।

যে কর্ণে শুনিহু তব
পবিত্র প্রেমের কথা,
তাহে যেন নাহি পশে
হিংসা হৃদ বারতা।

উচ্চারিল যে রসনা
'পবিত্র' গীতি বন্দনা,
তাহা যেন নাহি রচে
মিথ্যা অপ্রেম ছলনা।

পীড়িত ব্যক্তির জন্য

—:~:—

৪১৬

E. H. 349

হে আরোগ্য দাতা,
রুগ্ন আর্ন্ত পানে
অপার রূপা তব,
জানে সর্বজনে ;
হে ষাতনা পরিচিত !
জান রোগীর ব্যথা যত।

শায়িত যে জনা,
রোগের পীড়নে,
স্পর্শ কর তারে
নিজ রূপা গুণে ;
এত ভালবাস যারে,
সুস্থ এবে কর তারে।

নাহি দৃষ্টি শক্তি,
শুরি অন্ধকারে ;
ওহে দিব্য দীপ্তি !

ডাকি হে কাতরে ;
হে খ্রীষ্ট, পাতকীজনে
দীপ্ত কর আলো দানে

মৃত্যু ও সমাধি

—:~:—

৪১৭

A. M. 538

মরেন যখন যীশুর লোক
আমরা কেন করি শোক ?
তাদের মৃত্যু, মৃত্যু নয়,
জীবনের আরম্ভ হয় ।

স্বয়ং যীশু মরিলেন,
যেন চির জীবন দেন ;
কোথায় গেল মৃত্যুর ছল ?
কোথায় অধোলোকের বল ?

তাদের যুদ্ধ হইল শেষ,
নাহিক আর দুঃখের লেশ ;
এখন তাঁরা শান্তি পান,
ত্রাতার কোলে নিদ্রা যান ।

যীশু পুনঃ আসিবেন,
তাঁহার লোকও উঠিবেন,
দেহ আত্মা তেজীয়ান,
পাইবেন নিত্য বাসস্থান ।

পবিত্র প্রভুর ভোজে

৪১৮

E. H. 356

জীবনের উৎস, মারীয়া তনয়,
চিহ্নেতে অদৃশ্য আছে নিশ্চয় ;
পূজি প্রেমভরে, করি নমস্কার,
রাখ কৃপা ক'রে চরণে তোমার ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

পরলোকগত তব ভক্তগণ;
যুদ্ধ হ'তে মুক্ত, বিশ্রাম মগন ;
হ'য়েছে আহত রণে কতবার,
ভুগেছে বা কত যাতনা অপার ।

তব পদতলে এই নিবেদন,
তব কৃপা বলে, মৃত ভক্তগণ
হ'য়ে শুদ্ধ চিত, প্রেম নিমগন,
বেন লভে শেষে তব দরশন ।

স্বর্গ

—:~:—

৪১৯

A. M. 536

এক রাজা জানি সুখময়,
তা সাধুর শাস্তি-দেশ ;
অনন্ত দীপ্তি, রাত্রি নাই,
আনন্দের নাহি শেষ !

সেখানে অক্ষয় উলুই-জল;
আর জীবনবায়ু বয় ;
অমৃতবৃক্ষের চারুফল,
অগ্নান পুষ্প রয় ।

সে রম্য দেশে যেতে চাই !
নাই অত ইচ্ছা আর ;

ঘোর মৃত্যু-নদী দেখতে পাই,
কিরূপে হব পার ?

হে প্রভু সংশয় কর দূর,
মোর মনের অপ্রত্যয়,
আর দেখাও রম্য সিয়োনপুর
অনন্ত দীপ্তিময় ।

হে প্রভু যখন বিয়োগ হয়
মোর দেহ হ'তে প্রাণ,
তখন সে রাজ্য দীপ্তিময়
হয় যেন বাসস্থান ।

পুণ্যপদ

—:~:—

৪২০

E. H. 167

তব আত্মা বরিষণে
ধন্য কর ভক্ত জনে ;
সাজাও প্রভু রাজকগণে
তব ধর্ম আভরণে ।
তব গৃহে তাঁরা যবে
তব বাণী বলে সবে,
হৃষ্টহৃত তারার মত
রেখো তাঁদের শুদ্ধ পুত ।
দেহ জ্ঞান ভক্তি মেহ,
শাস্ত দৃঢ় আশা দেহ,

যেন বহে হৃদি 'পরে
তব জনে প্রেম ভরে ।
রহে যেন অবিরত
প্রার্থনা সেবাতে রত,
যেন তব মেঘগণে
রঞ্জে সদা সযতনে ।
ববে ব্রত সাজ করি'
যাবে তারা মৃত্যু তরি'
রেখো তব শ্রীচরণে—
ক্ষমি দীনে নিজগুণে ।

শিশুদের গীত

—:~:—

৪২১

A. M. 337

নীল নভঃ ছাড়ি দূরে, আছে বন্ধু এক জন,
শিশুদের তরে বিনি সদা করেন চিস্তন ;
জগতের বন্ধু যারা, সব যদি যায় ছেড়ে,
তিনি লন কোলে তুলে, সদা করেন রক্ষণ ।

নীল নভঃ ছাড়ি দূরে, শিশুদের শাস্তি-স্থান ;
সেথা পাপ দুঃখ হ'তে পায় সবে পরিত্রাণ ;
যীশু-প্রেমে মত্ত জন, যুদ্ধ করি প্রাণপণ,
সেথা গিয়ে শ্রাস্তকায় সাধুগণ শাস্তি পান ।

অপরূপ রাজ্য সেথা, অপার আনন্দ তার,
যীশু দেন শিশুগণে তাঁর প্রেম সুধাধার ;
সরলতা মাথা প্রাণ, নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি কোন মনস্তাপ, দেন শুধু প্রেমভার !

সুন্দর শুভ্র বসন দেন যীশু শিশুদের,
পুণ্যময় স্বর্গপুরে, দেন সুধা আনন্দের ।
প্রভু যীশু, শিশুদের দেহ বল নব বল ;
তব পথে রাখি' স্থির, দেহ দান স্বরগের ॥

৪২২

A. M. 336

নীল নভঃ 'পরে, স্বর্গ নিকেতনে,
ঈশ্বর প্রশংসা গাহে দূতগণে ;
হাল্লেলুয়া, গাহে গীত, হরষিত ; হাল্লেলুয়া ।

শিশুগণ হেথা, প্রভু প্রেম-বাণী
গাহে সদা : মোরা তুলি গীত ধ্বনি ;
হাল্লেলুয়া, রাজা তিনি, তুলি ধ্বনি, হাল্লেলুয়া ।

প্রভু, তব সত্য দেহ শিশুগণে ;
দেহ শিক্ষা, যেন চলি তোমা সনে ;
হাল্লেলুয়া, গাহি গীত, পুলকিত, হাল্লেলুয়া ।

সত্য বাক্য তব, সবে ধরা 'পরে
দেহ প্রভু ; যেন গাহে সব নরে,
হাল্লেলুয়া, প্রেম ছন্দে ও আনন্দে, হাল্লেলুয়া ।

